৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

হুগলি জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত মতিপ্‌পুর নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে ১১৯৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে রাঢ়ীয় মুখোপাধ্যায় বংশে উল্লিখিত মহাপুরুষের জন্মগ্রহণ হয়। ইহাঁর পিতার নাম ৺ হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌম এবং মাতার নাম ৺ সরস্বতী দেবী। ইনি বালককালে নিজ পিতৃ ভবনে সঙ্ক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়া সমীপবর্ত্তী পণ্ডিত-সমাজ কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ৺ ভবানীচরণ শিরোমণি মহাশয়ের নিকটে উক্ত ব্যাকরণের অবশিষ্ট ভাগ সমাপনপূর্ব্বক স্মৃতিশাস্ত্রের পাঠ আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত ৺ কৃষ্ণমোহন ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। ঐ সতীর্থ দ্বয়ের মধ্যে যাবজ্জীবন পরম সম্প্রীতি ছিল।

মতিপ্‌পুরের বাটীতে জ্ঞাতিবিরোধ উপস্থিত হওয়ায় সার্ব্বভৌম মহাশয় তথাকার পৈতৃক সম্পত্তি এবং বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আইসেন। ঐ সময়ে তাঁহার পুত্রকেও কৃষ্ণনগরের চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ করিতে হয়। অনন্তর তিনি নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া গজা (শিবপুর) গ্রামে উপস্থিত হইলে, তথাকার জমিদার ৺ভবানীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাহাঁর রূপ গুণে মুগ্ধ হইয়া বিশেষ অনুরোধ পূর্ব্বক তাহাঁকে নিজ গ্রামে রাখেন এবং আপন ভাগিনেয় ৺রামচরণ শিরোমণি মহাশয়ের নিকটে স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়নার্থ অনুরোধ করেন। ঐ স্থানে অধ্যয়ন করিয়া স্মৃতি শাস্ত্রের আচার কাণ্ডে এবং সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তর্কভূষণ মহাশয় কলিকাতায় আইসেন এবং তথায় ৺রঘুমণি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকটে স্মৃতি শাস্ত্রের ব্যবহার কাণ্ড অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে ৺ ভরতচন্দ্র শিরোমণি এবং ৺ রামজয় তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। তাঁহাদের তিনজনে অতি প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ জন্মিয়া যাবজ্জীবন স্থায়ী হইয়াছিল। তর্কভূষণ মহাশয় এই সময়ে (১২২৬ সালে) পাণ্ডুগ্রামের পালধি-বংশীয়া ব্রহ্মময়ী দেবী নামিকা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

তর্কভূষণ মহাশয় কলিকাতায় আসিলে তাঁহার অশেষবিধ শাস্ত্রজ্ঞান এবং বিচিত্রা উদ্ভাবনী শক্তির অনুভব করিয়া, ৺তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, ৺ চন্দ্রশেখর দেব এবং ৺দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—এই তিনজনে তাঁহার নিকটে অনেক গুলি সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তর্কভূষণ মহাশয় পূর্ব্বে কাহার নিকটে কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই। কিন্তু তিনি নিজ প্রতিভা, সহৃদয়তা এবং ব্যুৎপত্তির বলে অনায়াসেই মাঘ, ভারবি, নৈষধ প্রভৃতি দুরূহ কাব্য গ্রন্থ নিচয়ের ব্যাখ্যা করিয়া তীক্ষ্ণধী ছাত্রদিগের সন্তোষ জন্মাইতে পারিলেন।

ইংরাজাতে কৃতবিদ্য এই সকল বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁহার ছাত্র হওয়ায়, তর্কভূষণ মহাশয়ের ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত সভা সমিতিতেও গতিবিধি আরম্ভ হইল। স্যর্ এড্ওয়ার্ড রায়েন্ সাহেবের প্রযত্নে যে একটী সমিতি ঐ সময়ে সংস্থাপিত হইয়াছিল, তর্কভূষণ মহাশয় তাহার পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু ঐ কার্য্য তাঁহাকে অধিক দিন করিতে হয় নাই। সভ্যেরা তাঁহাকে দেশাচার এবং দেশধর্ম্মের-বিরুদ্ধ মতবাদ সকল লিপিবদ্ধ করিতে বলায়, তিনি ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রতিবেশী ৺রাজা রামমোহন রায়েরও বিশিষ্ট আলাপ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি রামমোহনের অগাধ বুদ্ধিমত্তা স্বীকার করিয়াও তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারেন নাই। তর্কভূষণ মহাশয় রায়েন্ সাহেবের প্রতিষ্ঠিত সভার পণ্ডিতী পরিত্যাগ করিয়া দুই বৎসর কাল ভারতবর্ষের নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন। পূর্ব্ব দিকে ৺ চন্দ্রনাথ, পশ্চিমে ৺ কুরু-ক্ষেত্র, উত্তরে ৺ হরিদ্বার এবং দক্ষিণে ৺ পুরুষোত্তম, এই সমস্ত ভূমি ভাগে পর্য্যটন করিয়া তিনি উহার অবস্থা সবিশেষ অবগত হইয়াছিলেন. এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের যে প্রকার বিষয় বুদ্ধির ন্যূনতা দৃষ্ট হয়, দেশ ভ্রমণ গুণে সে দোষ হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্তহইয়াছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলে তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত ছাত্রেরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার সমাদর করিয়া লইলেন। তাঁহাদিগেরই অন্যতম ৺ তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী মনুসংহিতার অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তর্কভূষণ মহাশয়ের সহায়তাপ্রার্থী হইলেন এবং সেই সাহায্যলাভে কৃতকার্য্য হইলেন। গোল্ডষ্টুকর সাহেব স্বপ্রণীত একখানি পুস্তকে স্বীকার

করিয়াছেন যে, চক্রবর্ত্তীর কৃত মনুসংহিতার অনুবাদ যতদূর হইয়াছিল, তাহা স্যর উইলিয়ম্ জোন্সের কৃত অনুবাদের অপেক্ষা বহুগুণেই উৎকৃষ্ট।

মনুর অনুবাদ কতকদূর হইয়া গেলে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিবার প্রয়োজন বোধ হইল। তর্কভূষণ মহাশয়ের ছাত্রদ্বয়—তারাচাঁদ এবং চন্দ্রশেখর—সম পরিমাণে ধনবিনিয়োগ করিয়া একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিলেন এবং বিশেষ অনুরোধ করিয়া তর্কভূষণ মহাশয়কে তাহার অংশী স্বরূপে লইলেন। যন্ত্রটীর নাম বিদ্বন্মোদ-যন্ত্র রাখা হইল। কিন্তু যন্ত্র সংস্থাপনের পর কয়েক মাসের মধ্যেই তারাচাঁদ মুন্সেফ হইয়া জাহানাবাদে এবং চন্দ্রশেখর ডেপুটি কলেক্টর হইয়া চট্টগ্রামে গমন করিলেন। সুতরাং যন্ত্রের সমস্ত কার্য্যভার তর্কভূষণ মহাশয়ের উপরেই পড়িল। তর্কভূষণ মহাশয় বিশিষ্ট অধ্যবসায়সহকারে ঐ যন্ত্রে অনেকানেক পুস্তকাদি মুদ্রিত করাইতে লাগিলেন। সিদ্ধান্তজ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার যে ব্যুৎপত্তি ছিল, তাহার প্রভাবে অতি অপূর্ব্বরূপ বার্ষিক পঞ্জিকা প্রকাশিত হইল। উহাই তৎকালে কালেজের পাঁজি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। রণজিৎ সিংহ প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় স্বাধীন এবং অপরাপর করদ এবং মিত্র হিন্দু রাজগণ যত্নপূর্ব্বক বর্ষে বর্ষে ঐ পঞ্জিকা গ্রহণ করিতেন। যন্ত্রের এই স্বাধীন কার্য্য হস্তগত হওয়াতে তর্কভূষণ মহাশয় বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ল-কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আনুমানিক ১২৪০ সালে বাঁকুড়া জিলার জজ পণ্ডিতী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিছুদিন পরে ঐ পদ উঠিয়া যাইলে, যন্ত্রের কার্য্যে সন্তোষ বোধ হওয়াতেই আর তিনি জজ-পণ্ডিতীর জন্য সচেষ্ট হয়েন নাই।

বিদ্বন্মোদ-যন্ত্র হইতে তর্কভূষণমহাশয়কর্তৃক যে সকল পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (কিয়দংশের) টীকায়, তাঁহার বেদান্তদর্শনে শ্রদ্ধা—শান্তিশতকের টীকায়, তাঁহার আন্তরিক বৈরাগ্য—বালবোধিনীনামক বালকশিক্ষার পুস্তিকায় তাঁহার শিক্ষা-শাস্ত্রের জ্ঞান—এবং অনেকানেক বাঙ্গালা গদ্য পদ্য প্রাচীন গ্রন্থের মুদ্রণে তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ—প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে (১২৪৬ সালে) তর্কভূষণ মহাশয়ের ভার্য্যার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

তর্কভূষণমহাশয় জীবিতকালের শেষাবস্থায় অনেকগুলি ছাত্রকে শ্রীমদ্ভাগবত এবং তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া বিশেষ সন্তোষলাভ করিতেন। ভাগবতের ব্যাখ্যায় বেদান্ত দর্শনের সূত্র প্রয়োগে এবং তন্ত্র শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় ঐ শাস্ত্রের গূঢ় এবং প্রকৃত অর্থের উদ্ভাবনে, তাঁহার যৎপরোনাস্তি আনন্দ হইত। তিনি বলিতেন যে, তন্ত্রশাস্ত্রে এবং বেদের শিরোভাগ উপনিষদে পরস্পর অভিন্ন মতবাদই প্রকটিত হইয়া আছে। তিনি বলিতেন যে, পুরাণ-শাস্ত্র সমুদায় লৌকিক ব্যাপার গুলিকে অবলম্বমাত্র করিয়া, বেদের শাখা সকলকে ব্যাখ্যাত করে। তাঁহার মতে মহাভারত গ্রন্থ কর্ম্মকাণ্ড বেদকে এবং রামায়ণ উপাসনা কাণ্ড বেদকে সুবিস্তৃত করিবার উদ্দেশেই প্রণীত হইয়াছিল। তিনি পৌরাণিক সকল আখ্যায়িকারই এক একটি গূঢ়ার্থ প্রকটিত করিতেন এবং শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় দেবমূর্ত্তির তাৎপর্য্যার্থ যে সেই উপনিষৎ-বেদ্য পুরুষ, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে অতি সহজে এবং সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিতেন।

তর্কভূষণ মহাশয়ের বাহ্য জীবনী অতি সঙ্ক্ষেপে লিখিত হইল। তাঁহার অন্তর্জীবনী লিখিবার চেষ্টা করিতে গেলে লেখকের মনকে সেই বহু পূর্ব্বগত বৈদিক সময়ে উপস্থাপিত করিতে হয়। তর্কভূষণ মহাশয় প্রকৃত প্রস্তাবে ঋষিতুল্য ব্যক্তিই ছিলেন। তিনি সংসারাশ্রমের সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক নির্ব্বাহিত করিয়াও লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য, অভিমানাদির সর্ব্বতোভাবে অনধীন এবং শোক, হর্ষ, বিষাদ বিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্ব বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানদৃষ্টি হইয়াছিলেন। ১২৭২ সালের ভাদ্র মাসে চুঁচুড়ার বাটীতে এক পুত্র, এক কন্যা এবং পৌত্র দৌহিত্রাদি রাখিয়া তাঁহার ৺ গঙ্গালাভ হয়। ঐ সময়ে সোমপ্রকাশ পত্রের লেখক তাঁহার বিষয়ে যেরূপ উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই বিবরণী সমাপ্ত করা হইল।

"স্বর্গীয় তর্কভূষণ মহাশয় এক জন অতি প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ব্যাকরণ, স্মৃতি, পুরাণ, বেদান্ত এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তদ্ভিন্ন বৈদ্যশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র এবং মিশ্রের প্রণীত ঘটক-

দিগের গ্রন্থেও তাঁহার বিশিষ্ট দর্শন ছিল। এক এক বিষয়ে কেহ কেহ তাঁহার অপেক্ষা বড়লোক থাকিতে পারেন; কিন্তু তিনি যে সকল বিষয় জানিতেন, তাহা মনে করিতে গেলে তাঁহার দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেহই নাই বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ইহাঁর অনুবাদিত মনুসংহিতার কিয়দ্ভাগ, বালবোধিনী নামক শিশুশিক্ষার পুস্তক, শান্তিশতকের টীকা, শ্রীমদ্ভগবদ্‌-গীতার অনুবাদ এবং অপরাপর কয়েক খানি গ্রন্থ অদ্যাপি কোথাও কোথাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঈশ্বর বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের আর একটী সর্ব্ব-প্রধান গুণ ছিল। সেই গুণ তাঁহার বিদ্যাবত্তা অপেক্ষাও সমধিক আদ-রণীয়। তিনি একান্ত সত্যবাদী এবং স্পষ্টবাদী লোক ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিত ব্যবসায়ী হইয়াও কখন কাহার খোষামোদ করিতে পারিতেন না। তাঁহার ব্রহ্মানুষ্ঠানও বিলক্ষণ কার্য্যকারী হইয়া তাঁহাকে ভয়, লোভ, কামাদি রিপুবর্গের একান্ত অতীত করিয়াছিল। তিনি এই নব্যকালে প্রাচীন ধর্ম্মকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কি সংস্কৃত ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, কি ইংরাজী ব্যবসায়ী নব্য সম্প্রদায়ের লোক সকলেই তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া এবং তাঁহার তেজোগর্ভ সসার বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ এবং স্বয়ং ধর্ম্ম্যকার্য্যে উত্তেজিত হইয়া যাইতেন। তাঁহাতে ব্রাহ্মণ-পদ-বাচ্য ধর্ম্মশাস্তৃত্ব গুণ সর্ব্বতোভাবেই বিদ্যমান ছিল।"

———:•-•:———

বিশ্বনাথ রামায়ণ।

অর্থাৎ

মহামুনি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের তাৎপর্য্যার্থ সংগ্রহ

মঙ্গলাচরণ—গ্রন্থের আভাস ও উদ্দেশ্য।

রাম ! পুষ্পাঞ্জলি রয়ং হারিনারায়ণে (১) রগাৎ (২)।
ত্বয়োৎফুল্লা দবচিতঃ পাদেন পরিগৃহ্যতাং ॥
কবিতামৃতধারাভিঃ পূরয়ন্তং জগত্রয়ং।
মূর্ত্তয়ন্তং রসান্ শশ্বৎ সাধকেন্দ্রং মুনিং নুমঃ ॥
আশ্চর্য্য-কবিতাশক্তি-প্রভবামৃত বর্ষিণা।
ঘনেন পিহিতো রামঃ শ্রিয়াহন্বেষ্যঃ সুযুক্তিতঃ ॥
মৌনী (৩) রামায়ণী পদ্যা (৪) ছলোক্তি-তমসাবৃতা
কেনচিদ্ দীপ্যতে গত্যৈ সতাং ভূদেবস্থুনা ॥

শ্রীমৎ রামায়ণ গ্রন্থের নিবন্ধা মহর্ষি বাল্মীকি, দেবর্ষি নারদের অনুগ্রহে রাম-মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া ঐ মহামন্ত্রের জপ, ধ্যান, ধারণাদিতে বহুকাল পর্য্যন্ত এতাদৃক্ একান্তচিত্ত হইয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহার শরীর বল্মীক-মৃত্তিকা-বৃত-প্রায় হয়। তপোবসানে ঐ মৃত্তিকা হইতে পুনর্জ্জন্মার ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া পরমেশ্বর-সাধনে অতি দূরদর্শী মহামুনি নরাকারে ঈশ্বরের ধ্যান, পূজানুকরণাদি সুখসাধ্য বোধ করিয়া অপ্রাকৃতিক অচিন্ত্যানন্ত মহাগুণ এবং অচিন্ত্যানন্ত মহৈশ্বর্য্যশালী পরমেশের মানুষচ্ছলে বর্ণনাভিপ্রায়ে নারদ-

---

(১) হারিনারায়ণিঃ = হরিনারায়ণস্যাপত্যংপুমান্ ; তস্মাৎ।
(২) অগাৎ বৃক্ষাৎ।
(৩) মৌনী, মুনেঃ,বাল্মীকে রিয়ম্।
(৪) পদ্যা, পন্থাঃ।

সমীপে উপাদেয় নানা গুণালঙ্কৃত ইহলোকগত সৎপুরুষ-বিষয়ক প্রশ্ন করেন। ভগবান্ নারদ গোস্বামীও মহর্ষি বাল্মীকির অভিপ্রায়াবগমন করিয়া বিবেচনাপুরঃসর তাদৃশ গুণী নিরূপণ করিয়া তাঁহার আবির্ভাব, কার্য্য, আবাস ও সহকারিবর্গের বর্ণনপূর্ব্বক উপনিষদ্-বেদের রীতিক্রমে আদ্যোপান্ত ছল-বর্ণনার সোপান স্বরূপ উত্তর প্রদান করেন। বাল্মীকি মহর্ষি উত্তর বাক্য শ্রবণে হৃষ্ট হইয়া শ্রীরাম চরিত বর্ণনচ্ছলে সাধারণের অন্তঃকরণে পরমেশ্বরাবির্ভাব প্রকারাবধি মহামোক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণনা করেন। ঐ সকল ছল কোন স্থানে নামের ব্যুৎপত্তি দ্বারা, কোন স্থলে কার্য্য বর্ণন দ্বারা, কোন স্থলে আকৃতি দ্বারা, কোথাও বা নাম কার্য্য উভয় বর্ণন দ্বারা, কোথাও আকৃতি এবং কার্য্য দ্বারা, আর কোন স্থলে বংশ বর্ণন দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। অপর, বাসনাজনিত দোষ সকলের উৎপত্তি, বিনাশ, এবং তত্তৎ-দোষ নিবারক যোগাঙ্গ গুণগণের প্রাকট্য করিয়া স্বর্গ, চিরস্বর্গ, জীবন্মুক্তি, ও নির্ব্বাণ মুক্তি বর্ণন করিয়াছেন।

এই শ্রীরামায়ণ গ্রন্থে বর্ণিত স্থূল স্থূল বিষয় প্রায় সকলেরই যথাশ্রুতার্থ জ্ঞাত আছে। অতএব তদর্থের অনুবাদে বিশেষ যত্ন না করিয়া কেবল বিষয় জ্ঞাপনার্থে সঙ্ক্ষেপতঃ প্রকরণানুবাদ সহকারে মহামুনির ছলোক্তি ব্যাকার করণে যত্নবান্ হওয়াই অভিসন্ধেয়। ফলতঃ গ্রন্থের আরম্ভাবধি সমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রতি প্রকরণে মহামুনির অভিপ্রেত যে সাধনাত্মক-বেদান্তভাগ তাহাই প্রকট করণে এই ক্ষুদ্রমতির অভিলাষ।

মহামুনির ছলোক্তি করণের কারণ এই বোধ হয় যে, সাধনাত্মক বেদান্তবাদ স্পষ্ট কহিলে সাধনে অযোগ্য ব্যক্তিও পুস্তক দর্শনে লুব্ধ হইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। পরন্তু, সম্যক্ সাধন করিতে না পারিয়া তজ্জন্য দোষে বহু কষ্ট ভাক্ হইতে পারে; ইহা বিরাধ যোজন বাহু প্রকরণে ব্যক্ত হইয়াছে। অথবা, ইহাই কবির অভিপ্রায় যে, অদ্বিতীয় পরমানন্দ শ্রীরাম, যাঁহার একাংশে অনন্ত কোটি জগৎ, তাঁহার পরপুত্রত্ব বনবাসাদি, ও শত্রু মিত্র ভাবাদি, কদাপি সঙ্গত হয় না, যেহেতু তিনি সর্ব্বোপাস্যরূপে সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ। অতএব সুবোধ ব্যক্তিরা অবশ্যই যথাশ্রুতার্থে সন্দিগ্ধ হইয়া অর্থান্তরানুসন্ধান দ্বারা বেদান্তার্থ গ্রহণ

করিবেন; স্থূলধীগণ আশ্চর্য্য কবিতা রসামৃত পানে নিমগ্ন হইয়া শ্রীরামে যথাকথঞ্চিৎরূপে ভক্তি করিয়া তদীয় আচার ব্যবহারের অনুকরণ করত ক্রমশঃ বিশুদ্ধসত্বান্তঃকরণ হইবে।

বুদ্ধ্যাতীতেন রামেণ সর্ব্ববুদ্ধি প্রবর্ত্তিনা।
তেন প্রোৎসাহিতা বুদ্ধি র্মম মন্দাপি গুম্ফতি॥ (৫)
বুদ্ধা বৈতদবুদ্ধাবা হসিষ্যন্তি জনাধ্রুবং।
যথৈব স্যাৎতথৈবাস্ত হাস্যং মে প্রীতিবর্দ্ধকং॥

রামায়ণ কথাসূত্র।

স্বানুষ্ঠিত তপোবসানে মহামুনি বাল্মীকি অচিন্ত্যানন্ত মহাগুণান্বিত এবং অচিন্ত্যানন্ত মহৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান কি প্রকারে লোকে প্রচারিত করিবেন এই চিন্তাযুক্ত হইলে তাঁহার সমক্ষে দেবর্ষি নারদের (১) উপস্থিতি হয়। তাহাতে তিনি আপন নির্ম্মলান্তঃ করণে বিবেচনা দ্বারা বিরচনীয় তাবৎ বিষয়ের একান্তাবধারণে ব্যাকুলিতান্তঃকরণবৃত্তি হয়েন। কারণ পরব্রহ্ম বস্তুতঃ নির্গুণ—তাঁহাকে সগুণ বর্ণন করা সুকঠিন। পরন্তু পরমেশ্বর বর্ণন ব্যতিরেকে মহাতপস্বীর অভিলষিত অপর কিঞ্চিন্মাত্রও নাই। আর বিদ্যার যে অধ্যয়ন, বোধ, আচরণ, প্রচারণ এই চারি অবস্থা, ইহার অন্তিমাবস্থা অর্থাৎ কোন বিশেষ প্রকরণ বর্ণনদ্বারা লোকোপকারার্থ জ্ঞানের প্রকাশ করা, তাহা না হইলে ক্রমশঃ বিদ্যা লুপ্তপ্রায় হয়, এই উভয় কারণে ব্যাকুলিতান্তঃকরণ মহামুনি দেবর্ষি নারদের গমনানন্তর স্নানাবসরে ভরদ্বাজ নামক স্বশিষ্য সহিত তমসা নামক নদী তীর তীর্থে গমন করেন। তৎস্থলে

(৫) গুন্ফ গ্রন্থনে ধাতুঃ; গুম্ফতি·গ্রথ্নাতি গ্রন্থংকরোতি।

তাৎপর্য্যার্থ।

১। নারদঃ—নৃণামিদং নারং অজ্ঞানজন্যং তমঃ, তৎ দ্যতি খণ্ডয়তি নারদঃ—সত্ত্বাত্মকোভাবঃ। দো ষ চ্ছেদে ধাতুঃ।

অর্থাৎ বাল্মীকি আপনার নির্ম্মল সত্ত্বাত্মক ভাব হইতেই পরমার্থচরিত বিষয়ের উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন।

তীরবনশোভাদর্শনে কৌতুকাবিষ্ট মহামুনির হঠাৎ স্বেচ্ছাচারবিহাররত বক এবং বকী নয়নগোচর হয়। পরক্ষণে কোন অকারণ বৈর-বুদ্ধি ব্যাধ তীক্ষ্ণ শরাঘাতে ঐ উভয়ের মধ্যে পুরুষ বকের প্রাণনাশ করিলে তৎকারণে বকীর সকরুণ রোদন-ধ্বনি শ্রবণে মহর্ষি অতি ব্যাকুলিতচিত্ত হইলে অকস্মাৎ তাঁহার মুখ হইতে এই চতুষ্পাদবদ্ধ আশ্চর্য্য-বাক্য নিঃসৃত হইল—

"মানিষাদ প্রতিষ্ঠাস্ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেক মবধীঃ কামমোহিতং।" (২)

তাৎপর্য্যার্থ।

২। মানিষাদ—ব্রহ্মবাক্যানুযায়ী অর্থ—মা লক্ষ্মী নিষীদতি অস্মিন্, হে মানিষাদ! নিত্য স্বাধীন বিদ্যাশক্তিমন্ চিত্তাধিষ্ঠাতঃ! যৎ যস্মাৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাৎ কুটিলমিথুনাৎ রাবণমন্দোদরীরূপাৎ বস্তুতঃ কামস্বেচ্ছাবৃত্তিরূপাৎ একং কামং, কামমোহিতং কামপ্রধানং মোহিতং মোহঞ্চ অবধীঃ, ততঃ সর্ব্বান্ বৎসরান্ ব্যাপ্য নিষ্কামান্তঃকরণবৃত্তৌ প্রতিষ্ঠাং অব্যভিচারেণ স্থিতিং প্রাপ্নুহি। মোহিতং—ভাবক্তান্তং অবধীঃ—কালসামান্যেলুঙ্। ক্রুনচ্ বক্রণে ধাতুঃ,কর্ত্তরি অংপ্রত্যয়ঃ, ক্রুঞ্চ এব ক্রৌঞ্চঃ। মা লক্ষ্মীঃ বিদ্যাশক্তিঃ(অর্থাৎ যাহার প্রভাবে বাস্তবিক জ্ঞান হয়,) সেই শক্তি যাঁহার অধিষ্ঠানে নিত্য বিরাজমানা থাকেন, হে সেই চিত্তাধিষ্ঠাতঃ পরমেশ্বর! আপনি যেহেতু কুটিলতাকারক দম্পতী অর্থাৎ রাবণ মন্দোদরী, ফলতঃ কাম এবং স্বেচ্ছাবৃত্তি,তাহাদের মধ্যে কুটিলতাকারক পুরুষকে অর্থাৎ কামকে এবং কাম যাহার প্রধান সেই মোহিত অর্থাৎ সম্মোহকে অর্থাৎ কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করেন, অতএব নিষ্কাম যে অন্তঃকরণবৃত্তি তাহাতে বহুকাল পর্য্যন্ত অব্যভিচারে স্থিতি প্রাপ্ত হউন। পুরাণান্তর বচনানুসারে এই প্রসিদ্ধি আছে যে, বৈকুণ্ঠের জয় বিজয় নামক দুই দ্বারপাল রাবণ কুম্ভকর্ণ নামধারী হইয়া লোকে উপস্থিত হয়। এস্থলে অবশ্য বিবেচ্য যে, কাম এবং সম্মোহ ব্যতিরেকে বিশুদ্ধসত্বাত্মক ধাম বৈকুণ্ঠ প্রবেশের প্রতিরোধক অপর কে হইতে পারে? ভ্রমলোভাদি যাবৎ দোষগণ কাম সম্মোহেরই অনুগত। রাবণের প্রতি শত্রুভাবের তাৎপর্য্য এই যে,

রে ব্যাধ! যেহেতু তুই বকবকীর মধ্যে কামমোহিত বকের বিনাশ করিলি, অতএব বহু সংবৎসর পর্য্যন্ত ইহলোকে স্থিতি প্রাপ্ত হইবি না।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা (৩) বাল্মীকির শোক নিবারণার্থে ঐ আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক পরমাদরে বাল্মীকিকৃত পূজা গ্রহণানন্তর তাঁহার মুখতঃ ঐ শ্লোক পাঠ শুনিয়া কহিলেন—হে মহর্ষে! আমার শ্রীরাম চরিত বর্ণনা করাইবার ইচ্ছাক্রমেই তোমার মুখ হইতে এই শ্লোক নির্গত হইয়াছে—ইহা তোমার যশোরূপ হউক। হে বাল্মীকে! আমার ইচ্ছায় নির্গত হইয়াছে যে এই বাক্যসমূহ, ইহা শ্রীরামচরিত বাণী। তুমি নারদ হইতে সঙ্ক্ষেপে যে শ্রীরামচরিত শুনিয়াছ, তাহা বিস্তারক্রমে বর্ণন কর।

ভগবান্ ব্রহ্মা বাল্মীকির প্রতি শ্রীরামচরিত বর্ণনে অনুমতি করিয়া অন্তর্হিত হইলে, মহামুনি 'মানিষাদ' এই শ্লোকের ন্যায় গূঢ়ার্থ এবং করুণরসপ্রধান বহু শ্লোক দ্বারা শ্রীরামচরিত বর্ণন করিব এই মানস করিয়া ভরদ্বাজাদির সমক্ষে বর্ণনীয় গ্রন্থের স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত সকল কহিলেন।

পরে মহামুনি অন্তঃকরণের সুসমবধান বলে আবরণ, প্রত্যাবরণ বৃত্তান্ত সহিত শ্রীরামচরিতকে প্রত্যক্ষ দৃষ্টের ন্যায় করিয়া বর্ণনারম্ভ করেন। ক্রমশঃ সমগ্র গ্রন্থ বর্ণনানন্তর বাল্মীকি কুশ, লব (৪) নামক দুই গায়ক দ্বারা ঋষিবর্গের সভায় গান করাইয়া গ্রন্থ প্রচলন করেন। ঐ দুই গায়ক প্রশংসা

তাৎপর্য্যার্থ।

ভগবানের আসন চিত্ত,তাহাকে কাম এবং সম্মোহ বিষয় ভোগেচ্ছা সহকারে অশুদ্ধ করিয়া স্বয়ং অধিকার করে, বিনা তন্নিরাসে ভগবান আপন সাম্রাজ্যাসন যে বিশুদ্ধ চিত্ত তাহাতে অবস্থিতি প্রাপ্ত হয়েন না। অতএব শ্রীরামের রাবণাদি বধ সুসঙ্গত হয়।

৩। ব্রহ্মা—অর্থাৎ জীব-সমষ্টি, ইহা প্রকরণান্তরে স্পষ্টীকৃত হইবে। বস্তুতঃ মনুষ্যের সত্ত্বাত্মক ভাব হইতে (নারদ হইতে) পরমেশচরিত সম্বন্ধে যেরূপ অবগতিহয়, সমুদায় জগৎ বা জীবসমষ্টিও (ব্রাহ্মাণ্ড) সেই ভাব ব্যক্ত করেন।

৪। কুশ, লব—কুশ, কুশির ছ্যত্যালিঙ্গনয়োঃ ধাতুঃ; যথাকথঞ্চিৎ

প্রাপ্ত হইয়া অযোধ্যা (৫) নগরের রাজপথে ঐ রামায়ণ গান করেন। কোন দিন শ্রীরাম তাহাদিগকে দেখিয়া স্বীয় সভামধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক ভরত-লক্ষ্মণাদির এবং অমাত্যবর্গের প্রতি গান শ্রবণে অনুমতি করেন। গায়কেরা গানরসে নিমগ্ন হইয়া বীণাধ্বনি তুল্য স্বরে শ্রোতৃবর্গের কর্ণমনঃ-সুখজনক গানারম্ভ করিলে প্রথমতঃ সভাস্থ সকলে গীত শ্রবণাসক্ত হইলে পরে, শ্রীরাম স্বয়ং গানে সভায় অধিষ্ঠান করিলেন।

রামায়ণী কথা।

সরযূ নদীতীরে কোশল নামক দেশ, আয়াম বিস্তারে দ্বাদশ যোজন। ঐ দেশের মধ্যে দ্বি-যোজন পরিমিত অযোধ্যা নামিকা পুরী বৈবস্বত মনুর নির্ম্মিত। ঐ মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু (৬) এবং তৎপুত্রাদি কর্ত্তৃক ঐ পুরী ধারা-বাহিকরূপে ক্রমশঃ সম্বর্দ্ধিত, প্রতিপালিত ও শাসিত হয়। ঐ পুরী সদা হৃষ্ট, পুষ্ট এবং সুপণ্ডিত ও সুনীতিমান্, সুধর্ম্মপর জনসমূহে এবং ন্যায়োপাত্ত

তাৎপর্য্যার্থ।

ব্যুৎপত্তি সিদ্ধঃ। কুশশব্দ বস্তুতঃ জীবের বোধক। আর লব শব্দে তাহার অংশ স্বরূপ। এই অর্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা সুস্পষ্ট বোধ হয় না। তৎপ্রযুক্ত মহামুনি "বিম্বাদিবোথিতৌবিম্বৌ রামদেহাত্তথাপরৌ" এই শ্লোক দ্বারা স্বয়ং অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ শ্লোকের অর্থ এই—যেমন দ্বারদেশস্থ জলাদিতে পতিতপ্রতিবিম্ব গৃহাদিমধ্যভাগপ্রকাশক হয়, সেইরূপ শ্রীরাম প্রতিবিম্ব স্বরূপ জীব এবং তদংশ বুদ্ধি প্রকাশমান হয়। জীব, বুদ্ধি সহকারে গান করিলে প্রথমতঃ শ্রীরাম-পীঠ প্রত্যক্ষ হয়। পরে ঐ গানে অত্যন্তাসক্ত হওয়াতে শ্রীরাম সাক্ষাৎকৃত হয়েন।

৫। অযোধ্যা—নাস্তি যোধ্যা যস্যাং অন্তঃকরণবৃত্তৌ অর্থাৎ নির্ব্বৈর-ভাবঃ।

(৬) ইক্ষ্বাকুঃ—ইক্ষুণা আ ব্যাপ্তা কুঃ ভূমির্যত্র—আর্য্যাবর্ত্ত দেশঃ।

ধনে পরিপূর্ণ ছিল। মনুর পুত্র-পরম্পরাক্রমে দশরথ (১) ঐ পুরীর রাজা হয়েন। দশরথ রাজার প্রথমতঃ শান্তা (২) নামে এক কন্যা হয়। দশরথ ঐ কন্যাকে আপন পরম বন্ধু অপুত্রক অঙ্গরাজ লোমপাদকে (৩) পুত্রিকাস্বরূপে সমর্পণ করেন। অঙ্গরাজ ঐ কন্যাকে প্রতিপালন দ্বারা সুদৃঢ়-মূর্ত্তি করেন। পরে অঙ্গরাজের রাজ্য অনাবৃষ্টি বশতঃ উত্তপ্ত হইলে, তিনি মন্ত্রিবর্গের পরামর্শানুসারে বারনারীগণের দ্বারা বিভাণ্ডক (৪) মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ (৫) মুনিকে স্বদেশে আনয়ন করেন। মুনিবরের আগমন মাত্রেই সুবৃষ্টি হইয়া তাঁহার রাজ্য সুখী হয়। রাজা ঐ মুনিপুত্রকে স্বপ্রতি-পালিত শান্তা কন্যা প্রদানপূর্ব্বক অন্তঃপুরবাসী করেন।

অনন্তর অপুত্রক রাজা দশরথের পুত্রোৎপত্তির ইচ্ছা জন্মিল। তিনি যজ্ঞানুষ্ঠানে নিশ্চিতমতি হইয়া সুমন্ত্র (৬) মন্ত্রীকে কহিলেন, আমার পুরোহিত বশিষ্ঠ প্রভৃতিকে ত্বরিত আহ্বান কর। সুমন্ত্র তাঁহাদিগকে সত্বরে আনয়ন করিলে রাজা বহু সম্মান এবং আদর পুরঃসর ঋত্বিক্ প্রভৃতির সমক্ষে কহিলেন, আমি অপুত্র (৭)—পুত্রার্থ চিন্তায় অসুখী—অতএব পুত্র-কামনায়

তাৎপর্য্যার্থ।

(১) দশরথঃ—দশ ইন্দ্রিয়াণি রথাঃ গতিসাধনানি যস্য ইতি দশরথো মনঃ, ইন্দ্রিয়াণাং রাজা।

(২) শান্তা—ভাবক্তান্তাৎ বিবক্ষাবশাৎ স্ত্রীত্বং। শান্তিঃ।

(৩) লোমপাদঃ—লোমানি পদ্যতে গচ্ছতি প্রাপ্নোতি কুম্ভকারবৎ পড়ন্তঃ; কৈশোরান্তঃ দেহঃ। স তু অঙ্গরাজঃ—অঙ্গৈঃ রাজতে ইতি।

(৪) বিভাণ্ডকঃ—নাস্তি ভাণ্ডং যস্যেতি নিরপেক্ষতাভাবঃ।

(৫) ঋষিঃ-সত্যবাক্ চাসৌ অশৃঙ্গোঽতীক্ষ্ণ শ্চেতি ঋষ্যশৃঙ্গঃ।

(৬) সুমন্ত্রঃ—বুদ্ধিঃ;—মনের সারথি। বুদ্ধিই মনকে গন্তব্যপথে লইয়া যায়।

(৭) পুত্রঃ—নরকত্রাতা, পরমেশ্বরঃ। পুথ্ হিংসায়াং ইতিধাতোঃ কিপি পুৎ; ততঃ ত্রায়তে ইতি পুত্রঃ। পুত্র শব্দ পরমেশ্বরে মুখ্য। পরলোকগত ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদিদ্বারা দুঃখমোচকত্ব প্রযুক্ত ঔরসাদিতেও প্রয়োগকরা হয়।

যথাশাস্ত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে নিশ্চয় করিয়াছি। বশিষ্ঠাদি (৮) সকলে রাজবাক্য শ্রবণে তুষ্ট হইয়া কহিলেন, যজ্ঞীয় সামগ্রীর সমবধান হউক, এবং অভিলষিতরূপে ভ্রমণার্থ অশ্ব মোচিত হউক এবং সরযূর উত্তরদিকে যজ্ঞভূমির বিধান হউক। ইহা কহিয়া ব্রাহ্মণগণ রাজাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক স্ব স্ব আবাসে গমন করিলে রাজা মন্ত্রিবর্গের প্রতি যাবতীয় দ্রব্যাসাদন এবং অশ্বমোচন ও যজ্ঞভূমি-রচনের অনুমতি করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন, এবং অতি প্রেয়সী তিন পত্নীকে কহিলেন, আমি পুত্রার্থ অশ্বমেধ করিব, তোমরা যজ্ঞ বিষয়ে মতি নিশ্চিতা কর। (৯)

দশরথ রাজার যজ্ঞ প্রস্তাবনান্তে সুমন্ত্রমন্ত্রী তাঁহাকে একান্তে কহিলেন—মহারাজ! তোমার পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে ঋষিবর্গের সমক্ষে মহামুনি সনৎকুমার কহিয়াছেন যে, বিভাণ্ডক মুনির ঋষ্যশৃঙ্গ নামক পুত্র জন্মিয়া জন্মাবধি বনবাসে থাকিবেন, সর্ব্বদা পিতার অনুবৃত্তি বশতঃ কেবল ব্রহ্মচর্য্য মাত্র জানিবেন, গ্রাম্যলোকব্যবহার কিছুই জানিবেন না এবং সেই ঋষ্যশৃঙ্গ তোমার পুত্রার্থ যজ্ঞের বিধান করিবেন। ঐ সনৎকুমার মুনি আরো কহিয়াছিলেন

তাৎপর্য্যার্থ।

(৮) বশিষ্ঠঃ—অতি জিতেন্দ্রিয়ঃ।

(৯) আর্য্যাবর্ত্ত দেশীয় ব্যক্তিবর্গের স্বদেশবাসপ্রযুক্ত এবং বংশপরম্পরা ও ধর্ম্ম গুণে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান বশতঃ বাহ্যেন্দ্রিয়সংযম হওয়াতে প্রথম বয়োবস্থাতেই শান্তি জন্মে। মন সেই শান্তিকে শরীরেই রাখেন, এবং ঐ শরীরের দ্বারা ব্যবহার্য্য কর্ম্ম সকল করিতে থাকেন, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দ্বারা শীতোষ্ণাদিসহন করেন। কিন্তু ক্রমশঃ যেমন বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, ঐ সকল ক্রিয়াতে আর চিত্তের তদ্রূপ সুখ বোধ হয় না। বাহ্যেন্দ্রিয় মাত্র সংযত থাকাতে অসুস্থতা হয় এবং শান্তির ফল বিশেষরূপে না পাওয়াতে উত্তাপ জন্মে। সেই উত্তাপ নিবারণার্থ যাবতীয় সাংসারিক ব্যাপারের প্রতি প্রকৃত দৃষ্টি পড়ে এবং সকলই নিতান্ত অলীক অপদার্থ বলিয়া প্রতীতি জন্মিতে থাকে। ঐ সময়ে নিতান্ত নিরপেক্ষভাব-সঞ্জাত সত্যবাক্ এবং নম্রভাব শরীরসহযোগী হইয়া শান্তির সহিত অন্তর্বর্ত্তী হইলে ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধি পরমেশ-চিন্তনে অনুরক্তা হইতে পারে।

যে, সূর্য্যবংশ-প্রভব রাজা দশরথ অপুত্রতা প্রযুক্ত আকুলচিত্ত হইয়া লোমপাদ রাজার নিকটে শান্তা সহিত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে যজ্ঞ নির্ব্বাহের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে অঙ্গরাজ তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিবেন।

রাজা দশরথ সুমন্ত্র মন্ত্রীর পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিলেন এবং অঙ্গরাজের অভিমতে শান্তা সহিত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে অযোধ্যাতে আনিয়া অন্তঃপুরবর্ত্তী হইলেন।

রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে যজ্ঞার্থে বরণ করিয়া বশিষ্ঠ পুরোহিতের, ঋত্বিক্‌বর্গের এবং ঋষ্যশৃঙ্গের অনুমত্যনুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞের পূর্ব্বকর্ত্তব্য-ক্রিয়া সমাধা করিয়া নিমন্ত্রিতা-মন্ত্রিত প্রভৃতি উপস্থিত জন সমূহের যথেষ্ট দান-মানাদিদ্বারা সন্তোষসাধন করিলেন। অনন্তর অশ্বমেধ যজ্ঞের আরম্ভ হইল। অশ্বমেধ যজ্ঞ দিনত্রয়-সাধ্য। প্রথম দিনে অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় দিনে উক্‌থ, তৃতীয় দিনে অতিরাত্র করিতে হয়; এই সকল ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ ও যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। তখন্ ঋত্বিক্‌বর্গ কহিলেন— মহারাজ! আপনি্ নিষ্পাপ হইলেন।

তাৎপর্য্যার্থ।

লোকের বয়স্ অধিক হইলে আপন পিতা মাতা পিতামহ প্রভৃতির মরণ দর্শনে প্রথমতঃ স্বীয় মৃত্যুশঙ্কায়, অনন্তর পুনর্জন্মাদি যাতনা ভয়ে পারলৌকিক ক্রিয়াতে রুচি জন্মে। ঐ সকল ক্রিয়া সাত্ত্বিক বুদ্ধি সহকারে শান্তি, সত্য-বাদিতা, নম্রতাকে গ্রহণ করিয়া অতি জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণের অভিমতে সদা শুচি এবং কর্ম্মঠ যাজকের কর্ত্তৃত্বে শুদ্ধদেশে, শুদ্ধ কালে, ন্যায়োপাত্ত ধনে, স্ব-সন্তোষ-পুরঃসর পর-সন্তোষ-জনক দান দ্বারা, নির্ব্বাহিত হইলে, সঞ্চিত পাপ নষ্ট হইয়া অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়, পরে বিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠানের অন্তিম ক্ষণেই বর প্রাপ্তিরূপ আশু ফল লাভ হয়।

ভগবৎসাধন রসের সর্ব্বতোভাবে পরম রসিক ভগবান্ মহর্ষি বাল্মীকি পুরুষোত্তম শ্রীরামে রাজা দশরথের পুত্রত্ব আরোপণপূর্ব্বক বর্ণনা করত, পরম পুরুষে পরম প্রীতিজননী অতি সুলভা, সুখদা, আত্যন্তিকী, অহৈতুকী মদীয়তা ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ গোচর বস্তুতে যাদৃশী প্রীতি হয়, অপ্র-

অশ্বমেধ যজ্ঞের অবসানে মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন—মহারাজ। এক্ষণে অথর্ববেদের শিরোভাগে উক্ত মন্ত্র-সমূহ দ্বারা তোমার পুত্রেষ্টি করি, তাহাতে তোমার পুত্রচতুষ্টয়ের উৎপত্তি হইবে। যজ্ঞারম্ভ হইল।

ঐ যজ্ঞে স্ব স্ব ভাগ গ্রহণার্থ দেবগণ আগমন পূর্ব্বক ব্রহ্মার সমক্ষে নিবেদন করিলেন—ভগবন্! আপনকার বরদানে অতি দর্পিত এবং অতি বীর্য্য-

---

তাৎপর্য্যার্থ।

ত্যক্ষে তাদৃশী হয় না। পুত্ররূপে বর্ণনা করাতে ভগবান্ অপ্রত্যক্ষ হইয়াও প্রত্যক্ষ স্বরূপ হইলেন। সংসারে পুত্রের তুল্য প্রীতিপাত্র অপর নাই। পুত্রবান্ ব্যক্তির পুত্রের লালন পালন সম্বর্দ্ধনাদিতে অনুক্ষণ যত্ন বাহুল্য হইয়া থাকে। পুত্র সংসর্গে যত কালবাহুল্য হইতে থাকে, ততই স্নেহবৃদ্ধিও হইতে থাকে। কোন কোন সময়ে যে যে অনুষ্ঠান করিলে পুত্রের প্রীতি হইবে, সেই সেই অনুষ্ঠানেই বিহিত চেষ্টা হয়। বিশেষতঃ আপনার প্রীতিজনক দ্রব্য সকলের দ্বারা পুত্রের সন্তোষ না হইলে সেই সকল বস্তুতে ক্রমে ক্রমে সন্তোষের হ্রাস হইয়া পুত্রের প্রিয় বস্তুতেই প্রীতি হইতে থাকে। সৎপুত্র, পিতার বৈষয়িক সুখ সাধনের যাবতীয় সামগ্রী লুপ্ত অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর করিলেও পিতা তাহার প্রতি কোপ করেন না। সর্ব্বদাই ইচ্ছা করেন, যে পুত্র পরম সুখী এবং পুষ্ট থাকিতে থাকিতে আপনার জীবন নাশ হয়। ক্রমশঃ জীবন কালের যত শেষ হইতে থাকে, আহার্য্য পরিচ্ছদাদি সমুদায় বস্তু পুত্রের প্রতি সমর্পণ করিয়া কেবল পুত্রের সুখে সুখী হইয়া স্বয়ং নিবৃত্ত হয়েন; আর পুত্র জগৎ জয়ী হইলেও তাঁহাকে তাদৃশ ক্ষমতাশালী বোধ না করিয়া কি করিলে পুত্র উত্তরোত্তর সর্ব্বব্যাপকরূপে বিরাজমান হইবেন, সর্ব্বদা তাহারই উপায় চিন্তা করেন। প্রতিক্ষণ ঐ সকল চিন্তা করিতে করিতে জগৎ পুত্রময় হইয়া যায়।

লোকতঃসিদ্ধ এই সকল রীতির অনুসারে পরমেশ্বরের আনুগত্য করিলে অতি অনায়াসে জীব স্বস্বরূপাবস্থিত (মুক্ত) হয়—ফলতঃ তাহার অনাদি-বাসনা (সংসার বন্ধন-হেতু) রহিত হয়।

মহর্ষি রামায়ণনিবন্ধা,পরম শাস্ত্রসিদ্ধ এই প্রকার যুক্তিকে হৃদ্গত করিয়া পরমেশের দশরথ রাজার পুত্রস্বরূপে আবির্ভাবাবধি সাঙ্গোপাঙ্গ কামনাশানন্তর

বান্ রাবণ-নামা রাক্ষস কর্ত্তৃক আমাদিগের সকলকে তিরস্কৃত হইতে হইয়াছে। তাহার দমনে আমরা অক্ষম। ঐ রাক্ষস হইতে দেব দানব গন্ধর্ব্বাদি সকলের অত্যন্ত ভয়োপস্থিতি হইয়াছে। অতএব তাহার বধের উপায় করুন।

ব্রহ্মা ক্ষণ মাত্র চিন্তা করিয়া কহিলেন,রাবণ বরপ্রাপ্তিকালে দেবদানব যক্ষরক্ষঃ প্রভৃতি যাবতীয় শরীরীর নাম করিয়া সকলের স্থানে অবধ্যত্ব প্রার্থনা করে, কেবল অবজ্ঞা করত মানুষের নামোল্লেখ করে নাই। অতএব সে অবশ্যই মনুষ্যের বধ্য হইবে।

এই সময়ে দেবগণ মধ্যে ভগবান্ বিষ্ণু প্রাদুর্ভূত হইলে দেবতা সকল তাঁহাকে স্তুতি এবং প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন—রাজা দশরথ নানা যজ্ঞ করিয়া বিগতপাপ হইয়া মহর্ষিতুল্য হইয়াছেন। হে ভগবন্! আপনি ঐ রাজার তিন প্রেয়সী পত্নীতে মানুষরূপে পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া সকল লোকের পরম সন্তাপক যে রাবণ রাক্ষস তাহাকে পরিবারবর্গ সহিত বিনাশ করুন।

ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক যজ্ঞের অগ্নিতে অধিষ্ঠান করিলে যজ্ঞাগ্নি মূর্ত্তিমান্ হইয়া পায়স-পূর্ণ পাত্র গ্রহণ করত দশরথকে কহিলেন—আমি প্রজাপতির দূত, এই পায়স পাত্রী লইয়া আপনার অভিমত পত্নীদিগকে ভোজনার্থ সমর্পণ কর, সেই সকল পত্নীতে তোমার পুত্রচতুষ্টয়লাভ হইবে।

রাজা প্রধান পত্নী কৌশল্যাকে ঐ পায়সের অর্দ্ধ ভাগ দিয়া কৌশল্যা-

---

তাৎপর্য্যার্থ।

একাতপত্র রাজ্য বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন ভক্তিযোগী পিতৃত্ব প্রকারে, আর কোন কোন যোগী মাতৃত্ব প্রকারে, অপর কোন কোন যোগী প্রিয়তম সুহৃৎরূপে, পরমেশের আরাধনা করেন। তাঁহাদিগেরও ঐ সকল রূপের অন্তে একান্ত হয়। এতদ্‌ব্যাখ্যাতার অভিপ্রেত এই যে, প্রাণ বিয়োগদুঃখানুভব ব্যতিরেকেও জীব স্বমহিমা (জীবন্মুক্তি) প্রাপ্ত হইতে পারে।

পেক্ষায় কনিষ্ঠা প্রযুক্ত সুমিত্রাকে চতুর্থাংশ দিয়া সুমিত্রাপেক্ষায় কনিষ্ঠা প্রযুক্ত কৈকেয়ীকে অষ্টমাংশ এবং অবশিষ্ট অষ্টমাংশ পুনর্ব্বার সুমিত্রাকে দিলেন। রাজ্ঞীরা ঐ অমৃত পায়স ভোজন করাতে অল্পকাল মধ্যে অন্তর্ব্বত্নী হইলেন।

যজ্ঞসমাপ্তির পরে, দ্বাদশ মাস গত হইলে, চান্দ্র চৈত্রে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে শুক্ল নবমী তিথিতে কর্কট লগ্নে—যখন্ মঙ্গলাদি পঞ্চগ্রহ স্ব স্ব উচ্চরাশি-গত ছিলেন এবং চন্দ্র ও বৃহস্পতি একরাশিগত ছিলেন,—এমন সময়ে প্রধান রাজমহিষী কৌশল্যা (১) সামুদ্রিকশাস্ত্রোক্ত একবিংশতি-মহাপুরুষ-লক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিলেন। কৈকেয়ী (২) পুষ্যানক্ষত্রে মীনলগ্নে পুত্র প্রসব করেন। আর সুমিত্রা (৩) অশ্লেষা নক্ষত্রে কর্কট লগ্নে যমজ দুই পুত্র প্রসব করেন। রাজা পরম হর্ষে পুত্রদিগের জাতকর্ম্ম এবং তদুপলক্ষে বহু দানাদি করিয়া বশিষ্ঠ মুনির অনুমত্যনুসারে পুত্রদিগের নামকরণ করিলেন। কৌশল্যা-পুত্র জ্যেষ্ঠ—তাঁহার নাম রাম, কৈকেয়ী-পুত্র দ্বিতীয়—তাঁহার নাম ভরত এবং সুমিত্রার প্রথম পুত্রের নাম লক্ষ্মণ, ও দ্বিতীয়ের নাম শত্রুঘ্ন হইল।

রাজা পুত্রদিগের বয়োবৃদ্ধির অনুসারে অন্নপ্রাশনাদি ক্রিয়া সম্পাদন-করিলে শ্রীরামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় ক্রমশঃ বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন এবং ধনুর্বিদ্যা-পরিনিষ্ঠিত এবং পিতৃশুশ্রূষাপর হইলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে শ্রীরাম পিতার পরমপ্রিয় এবং সর্ব্বলোকপ্রিয় হইলেন; লক্ষ্মণ ও (৪) শৈশবাবধি শ্রীরামে অতি অনুরাগ সম্পন্ন হইলেন। লক্ষ্মণ শ্রীরামের যাদৃশ অনুগত, লক্ষ্মণের কনীয়ান্ ভ্রাতা শত্রুঘ্নও ভরতের তাদৃশ অনুগত হইলেন।

তাৎপর্য্যার্থ।

(১, ২, ৩) কৌশল্যা সাত্ত্বিকী, সুমিত্রা রাজসী এবং কৈকেয়ী তামসী শক্তি। কৌশল্যার গর্ভে পরমাত্মা, সুমিত্রার গর্ভে জীব ও কাল, এবং কৈকেয়ী হইতে আকাশ জন্মিল।

৪। লক্ষ্মণ অর্থাৎ জীব, শ্রীরামে অর্থাৎ পরমেশে অনুরক্ত। ঐ অনু-রাগ কিরূপ তাহা মহর্ষি পরবর্ত্তী কয়েকটী শ্লোক দ্বারা অতি সুব্যক্ত করিয়াছেন।

পুত্রদিগের শাস্ত্রাধ্যয়ন সমাপন হইলে রাজা তাঁহাদিগের দার-সংযোগের চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র (৫) রাজসমক্ষে আগমন পূর্ব্বক সভাসদবর্গসহ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথাযোগ্য সম্ভাষণানন্তর কহিলেন—মহারাজ! আমার ধর্ম্ম্যক্রিয়াকালে মারীচ এবং সুবাহু নামক দুই রাক্ষস সগণে আসিয়া সিদ্ধাশ্রম (৬) ধর্ষণ পূর্ব্বক যজ্ঞবেদি দূষণ করিয়া যজ্ঞ নষ্ট করে। তাহারা বলবান্ এবং রাবণের অনুচর। তাহারা অতি মায়াবী এবং কূট-যোধী। তাহাদিগকে অন্য কেহই নিরাশ করিতে পারে না। কেবল শ্রীরামই তাহাদিগকে নিবারণ করিতে সক্ষম। অতএব শ্রীরামকে যজ্ঞ—রক্ষার্থ আমার সহিত গমনে অনুমতি করুন।

তাৎপর্য্যার্থ।

"সর্ব্বপ্রিয়করস্তস্য রামস্যাপি শরীরতঃ।
লক্ষণো লক্ষ্মি-সম্পন্নো বহিঃপ্রাণ ইবাপরঃ॥
নচ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুষোত্তমঃ।
মৃষ্ট মন্ন মুপানীত মশ্নাতি নহি তং বিনা॥"

স্বশরীর যাদৃশ প্রিয়কর তদপেক্ষায় অতি প্রিয়কারী লক্ষণ বহির্দৃষ্টিক্রমে শরীরী, অন্তর্দৃষ্টিক্রমে অন্তঃকরণ এবং প্রাণের ন্যায়। প্রাণিতি ইতি প্রাণঃ, প্রাণবায়ুঃ অন্তঃকরণঞ্চ। পুরুষোত্তমঃ (পুরুষাণাং জীবানাং উৎ-উদ্‌গচ্ছৎ তমো যস্মাৎ,) পরমাত্মা; তিনি মহাপ্রলয়ে সুপ্ত-শক্তি হইয়া জীবের সহিত যোগনিদ্রা-গত হয়েন। এই জন্য শ্রীরাম লক্ষ্মণরহিত হইয়া নিদ্রালাভ করেন না; এবং পরমেশ্বর জীব ভিন্ন আর কাহার শোধিত এবং নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করেন না, এইজন্য শ্রীরাম লক্ষ্মণরহিত হইয়া পান ভোজনাদি করেন না বলা হইল।

৫। বিশ্বামিত্রঃ—বিশ্বস্য মিত্রং—'বিশ্বস্য নরমিত্রয়োঃ;' ইতি সূত্রেণ অকারো দীর্ঘঃ। বিবক্ষা বশাৎ পুং ত্বং। ফলতঃ কর্ম্মকাণ্ডো বেদঃ।

৬। মহাতীর্থ, মহাপীঠ, সিদ্ধপীঠ, পর্ব্বত অথবা নির্জ্জন বনাদিতে জপ পূজাদি করণে বহুতর বিঘ্ন উপস্থিত হয়। সেই বিঘ্নপ্রযুক্ত মনঃকল্পিত শ্রীরামরূপী ভগবানের লালন পালন সম্বর্দ্ধনাদিরূপ ভজনা করণে যে নিত্য

রাজা বিশ্বামিত্রের এই প্রার্থনা শ্রবণে ভীত হইলে বশিষ্ঠ কহিলেন —মহারাজ! এই শ্রীরাম মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম এবং সমস্ত বীর্য্যশালীর শ্রেষ্ঠ। ইনি বিদ্যাধিক, এবং তপস্যার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত। বিশেষতঃ বিশ্বামিত্রের রক্ষিত (৭) হওয়াতে রাক্ষসবর্গ কদাপি ইহাঁর পরাভবে সমর্থ হইবে না। এই বিশ্বামিত্র মহাবিদ্য এবং মহাতপস্বী ও মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ। ইনি দেব-দানবাদির অজ্ঞেয় অস্ত্ররূপ মন্ত্র সকল জানেন। কৃশাশ্ব প্রজাপতির পুত্র হইতে জয়া এবং সুপ্রভা নামক দুই দক্ষকন্যা এক শত অস্ত্ররূপ (স্মৃতমাত্রে ফলপ্রদ) মন্ত্র প্রসব করেন। তাহাদের মধ্যে জয়াপুত্র পঞ্চাশৎ এবং সুপ্রভাপুত্র পঞ্চাশৎ। ইহাঁরা সকলেই অতি বলবান্ এবং প্রভাবান্; অসুর সেনা বধের কারণীভূত। রাজা বশিষ্ঠের এই সকল কথা শুনিয়া শ্রীরামকে এবং তাঁহার সহচর লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সহিত সিদ্ধাশ্রম গমনের অনুমতি করিলেন। (৮)

লক্ষ্মণসহিত শ্রীরাম বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত (৯)

তাৎপর্য্যার্থ।

সুখ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা নষ্ট হইবার ভয় জন্মে। তজ্জন্য সিদ্ধাশ্রম গমনে সাধকের অনিচ্ছা হয়। পরে কর্ম্মকাণ্ড বেদ উপস্থিত হইলে অতিশয় বিজিত ইন্দ্রিয়গণের সহায়তায় পূর্ব্বজাত যাবৎ মন্ত্র এবং তাহার অশেষ ফল পরমেশ্বরে সমর্পণ করিলে বিঘ্নের বিনাশ এবং বিঘ্ন দূরীভূত হইয়া আশু পরমেশ্বর-সিদ্ধি লাভ হয়।

৭। রাম শব্দের অর্থ দ্বারা অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের প্রতীতি হয়। তাঁহার গুরুকরণ বর্ণন অতি অসঙ্গত। অতএব পরমেশ্বরে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করাই মহর্ষি বাল্মীকির অভিপ্রেতার্থ।

৮। কবির সমক্ষে যাবৎ বস্তু সজীব শরীরী ও বোধ্যবাক্ হইয়া থাকে। অতএব দশরথ, শান্তি, ঋষ্যশৃঙ্গ, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রাদি—ইহাঁরা অন্তঃকরণ এবং অন্তকরণের ধর্ম্মবিশেষ হইলেও রাজা এবং রাজপরিবারাদিরূপে প্রতীত হইয়াছেন।

৯। শ্রীরাম বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত আপনার বেদবশ্যতা এবং বেদের ভগবৎপ্রকাশকতা প্রযুক্ত বেদের গুরুত্ব প্রদর্শন করিলেন।

সার্দ্ধযোগজন দূরে সরযূর কূল পর্য্যন্ত গমন করিলে বিশ্বামিত্র, হে শ্রীরাম! এই মধুর ধ্বনির দ্বারা রামচন্দ্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সম্প্রতি বলা এবং অতিবলা নামক মন্ত্রদ্বয় গ্রহণ কর, কালাতিক্রম কর্ত্তব্য নহে। মন্ত্রদ্বয়ের ফলে, শ্রম এবং শ্রমজনিত দুঃখ বোধ হয় না, রূপের অন্যভাবও হয় না, নিদ্রিত বা অনবহিত থাকিলেও রাক্ষসের অভিভব হয় না, ত্রিলোকমধ্যে বাহুবলে কোন ব্যক্তি সমান হয় না, এবং সৌভাগ্য, পটুতা, জ্ঞান, বিষয়-বুদ্ধি এবং বাদীর প্রতি উত্তর কথন প্রভৃতিতে কোন ব্যক্তিই সমান হয় না। সকল জ্ঞানের প্রসূতি স্বরূপ এই বিদ্যাদ্বয় লব্ধ হইলে ক্ষুধাও পিপাসা হয় না, এবং ইহলোকে অধিক যশ হয়। এই দুই বিদ্যা ব্রহ্মার প্রকাশিত এবং তেজোযুক্ত; ইহা প্রদানের তুমিই উপযুক্ত পাত্র; তোমাতে অর্পিত হইলে উক্ত গুণ সকল আরও অধিক হইবে, আমার তপস্যাদ্বারা পরিপূর্ণ এই মন্ত্রদ্বয় তোমার অধিষ্ঠানে নানা কার্য্যের সাধন করিবে (১)। অনন্তর শ্রীরাম জলস্পর্শপূর্ব্বক বিশ্বামিত্র মহর্ষি হইতে ফল-সিদ্ধি রসহিত মন্ত্রগ্রহণ করিয়া শরৎকালীন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় তেজঃ-পুঞ্জরূপে প্রকাশমান হইয়া বিশ্বামিত্র বিষয়ে যাবৎ গৌরবান্বিত কার্য্য আপ-

---

তাৎপর্য্যার্থ।

১। বিশ্বামিত্র অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডবেদ। তাহার 'প্রথম' ভাগ কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ। ফলতঃ অদ্বৈতজ্ঞান প্রায় কোন সাধকেরই প্রথম অবস্থায় উদ্বুদ্ধ হয় না। বয়োবৃদ্ধিসহকারে রাগের উপশম হইয়া আসিলে অদ্বৈতজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয় এবং তখন্ স্বকৃতকর্ম্ম সমুদায়, রামরূপ অদ্বৈত পরমেশে সমর্পিত হয়। বিশ্বামিত্র নিজকৃত পূর্ব্বতপস্যাদির ফল সমূহ শ্রীরামে সমর্পণ করিয়া বিশুদ্ধহইলেন। অতএব কর্ম্মকাণ্ড, অদ্বৈতজ্ঞান এবং নিষ্কামতায় পরিণত হওয়া যে আবশ্যক, ইহাই এস্থলে কথিত হইল। বিশ্বামিত্র কোন ব্যক্তিবিশেষ হইলে এবং তাঁহাকে শ্রীরামের মন্ত্রদাতা বলিয়া বর্ণন করিবার অভিপ্রায় থাকিলে, মহর্ষি বাল্মীকি এস্থলে কোন অঙ্গ-ভঙ্গ না করিয়া গুরুকে দক্ষিণাদান প্রভৃতি শিষ্যের অবশ্য করণীয় ব্যাপার সমস্ত বর্ণন করিতেন।

নাতে আরোপণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণ এবং বিশ্বামিত্রের সহিত সেই রাত্রি সরযূতীরে পরম সুখে যাপন করিলেন।

পর দিন প্রভাতসময়ে বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে রামচন্দ্র! তুমি পুত্র হওয়াতে কৌশল্যা শোভনারূপে খ্যাতা হইয়াছেন। এতাদৃশ সৎপুরুষের প্রাতঃসময়ে শয়ন অনুচিত,—গাত্রোত্থান কর, দিবাকর্ত্তব্য যে দৈবানুষ্ঠান, তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে (২)। লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরাম ঋষিবাক্যে গাত্রোত্থান করিয়া কর্ত্তব্য ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক ঋষির অভিমুখে অতি হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে গমনানুমতিক বাক্য বলাইয়া গমনোদ্যত হইলেন। পরে গঙ্গা-সরযূ-সঙ্গম-স্থলে উপনীত হইয়া বহুকালাবধি পরম তপস্যাকারী ঋষিদিগের অতি পবিত্র তপোবন দর্শনে প্রীত হইয়া, কাহার এই আশ্রম? কোন্ ব্যক্তি ইহাতে বাস করেন? বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে বিশ্বামিত্র কহিলেন—এই তপোবনে শিবাবতার রুদ্রদেব পূর্ব্বে তপস্যা করিতেন। কোন সময়ে মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প তাঁহার মনের বিকার জন্মাইয়া তাঁহাকে বিবাহোন্মুখ করিবার নিমিত্ত যত্ন করিলে, ভগবান্ রুদ্রদেব হুঙ্কার-সহকারে তৃতীয় চক্ষুর্দ্দ্বারা ঈক্ষণ করাতে কন্দর্পের শরীর দগ্ধ হইয়া বিশীর্ণ হয়। পলায়মান কন্দর্পের অঙ্গ যে দেশে পতিত হয়, সেই দেশ অঙ্গদেশ নামে খ্যাত হয়। তদবধি কন্দর্পও রুদ্র-ক্রোধে শরীররহিত হইয়া অনঙ্গ নামে খ্যাত হইয়াছেন (৩)। সম্মুখবর্ত্তী এই আশ্রম ভগবান শ্রীরুদ্রদেবের। ইহাতে শিষ্যপরম্পরা ক্রমে শ্রীরুদ্রশিষ্য সকলে বাস করেন। ইহাঁদিগের পাপ নাই। অদ্য এই স্থলে অবস্থান হউক।

তাৎপর্য্যার্থ।

২। বিশ্বামিত্র স্বয়ং পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীরামের অববোধ করাতে তাঁহার গুরুত্ব বোধ হয় না। কারণ শিষ্যের ধর্ম্ম পশ্চাৎ শয়ন ও পূর্ব্বে অববোধ। বস্তুতঃ বিশ্বামিত্র নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শ্রীমূর্ত্তির গাত্রোত্থাপন পূর্ব্বক প্রাতঃপূজাদি করিলেন, ইহাই কবির তাৎপর্য্য।

৩। ক্রোধাদির উদ্ভাবন দ্বারা কামের রূপ বিশেষ বিনষ্ট হইতে পারে; কিন্তু উহা অনঙ্গবা অমূর্ত্ত্য হইয়া থাকে। মনের অমনীভাব না হইলে অর্থাৎ সঙ্কল্প-শূন্যতা না জন্মিলে, কামের মূল যে অনাদি-বাসনা তাহার বিনাশ হয় না।

পর দিন প্রাতঃকালে ঐ আশ্রমবাসী মুনিদিগের আনীত নৌকা দ্বারা গমন সময়ে গঙ্গা-মধ্যে জল-সঙ্ঘর্ষ-জনিত তুমুল ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কারণে জল সঙ্ঘর্ষের অত্যন্ত নাদ হইতেছে? বিশ্বামিত্র আহ্লাদপূর্ব্বক কহিলেন—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আপন ইচ্ছাবশতঃ কৈলাস পর্ব্বতে এক অতি বৃহৎ সরোবর নির্ম্মাণ করেন। সেই সরোবর মানসসরঃ নামে খ্যাত। ঐ সরোবর হইতে জল নিঃসৃত হইয়া যে নদী জন্মে, তাহাকে সরযূ কহে। সরযূ নদী অযোধ্যাপার্শ্ব দিয়া আগমন করত এই স্থানে গঙ্গাতে মিলিত হইতেছে। তৎপ্রযুক্ত উভয় জলের ক্ষোভ জন্য এই অতুল ধ্বনি হইতেছে। এই সকল কথা প্রসঙ্গে তাঁহারা গঙ্গার দক্ষিণকূল প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর অতি ঘোর সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-শ্বাপদগণে পরিপূর্ণ, লোকের গমনাগমন মার্গবিহীন অতি দারুণ পথ (৪) দেখিয়া শ্রীরাম মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলে, মুনিবর কহিলেন,—পূর্ব্বে দেবনির্ম্মিত অতি সমৃদ্ধ মলদ এবং করূষ নামক এই দুই দেশ গঙ্গাসমীপে বিখ্যাত ছিল। ইন্দ্র, ব্রাহ্মণসন্তান বৃত্র-নামক অসুরকে বধ করিলে ক্ষুধা এবং মালিন্যের সহিত ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রশরীরে প্রবেশ করাতে, দেবগণ ইন্দ্রের পাপ-মোচনার্থ সহস্র কলস গঙ্গা জল দ্বারা তাঁহার অভিষেক করেন (৫)। ইন্দ্র তাহাতে নির্ম্মল এবং নিষ্করূষ হইয়া (৬)মলদ এবং (৭) করূষ নামে দেশদ্বয়ের খ্যাতি বৃদ্ধি করেন।

তাৎপর্য্যার্থ।

৪। সাধকবর্গের অবশ্যই হৃদ্গত হইবে যে,কোন মহাপাঠাদিতে সাধনোদ্যম কালে নানা ভয়-প্রদর্শক বস্তুর উদ্বোধ হইয়া থাকে। এই জন্য সাধারণ লোকে ঐ সকল স্থানে সর্ব্বদা যায় না। কদাচিৎ কোন সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষীই তথায় গমন করেন।

৫। গঙ্গাতীরে সহস্র কলস জলে অভিষেক মাত্র ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা পাপরূপ মল দূর হওয়া এবং তজ্জন্য ক্ষুধা পীড়া নষ্ট হওয়া, বর্ণন করায় গঙ্গাতীরের সিদ্ধভূমিতা পরিচিতা হইল। এ স্থলে জপযজ্ঞাদি যে অবশ্যই সিদ্ধিদায়ক হয়, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ।

৬। মলং পাপং দায়তি শোধয়তি মলদঃ ইতি। দৈপ শোধনে ধাতুঃ।

৭। করূষ শব্দ ক্ষুধাবাচক।

তদবধি বহু দিন পর্য্যন্ত এই দুই দেশ জনসঙ্ঘে পরিপূর্ণ ছিল। কিছু কাল পরে সহস্র হস্তীর বলধারিণী, অতি দুষ্টা ও ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রমশালী মারীচ নামক রাক্ষসের প্রসূতি, তাড়কা নামিকা যক্ষী সপুত্রা নিত্য নিত্য এই দেশদ্বয় দূষণ করে। এ স্থল হইতে অর্দ্ধ যোজনের কিঞ্চিদ্দূরে তাহার আবাসভূমি, সিদ্ধাশ্রম গমনের পথ রুদ্ধ করিয়া আছে। অতএব তাড়কার অধিকৃত বনে গমন করিয়া ঐ দুষ্টার বিনাশপূর্ব্বক এই দেশদ্বয়কে নিষ্কণ্টক কর। এই দেশ অতি ঘোরা যক্ষী কর্ত্তৃক উৎসাদিত প্রায় হইয়াছে, এখানে কোন ব্যক্তিই আসিতে পারে না। ঐ যক্ষী জম্ভাসুরের (৮) পুত্র সুন্দ (৯) নামক অসুরের পত্নী (১০)। অগস্ত্য মুনির শাপবশতঃ সুন্দাসুরের মৃত্যু হইলে, তাড়কা অগস্ত্য মুনিকে ভক্ষণ করিবার উদ্যম করে, তাহাতে মুনির শাপে সে অতি দারুণরূপা মহাযক্ষী এবং তাহার পুত্র মারীচ রাক্ষস হয়। এই শাপ-প্রযুক্ত সপুত্রা তাড়কা অতিক্রোধে অগস্ত্য মুনির তপঃসিদ্ধির ব্যাঘাত করিবার নিমিত্ত এই দেশ নিত্য নিত্য উৎসাদন করে। ঐ দুষ্টার বিনাশে তুমি ব্যতিরেকে অপর কোন ব্যক্তিই শক্ত নহে। সর্ব্বজনহিতার্থে তুমি তাহার বিনাশ কর।

শ্রীরাম শ্রবণকয়িয়া বিশ্বামিত্রবাক্যের গুরুতা প্রযুক্ত ধনুর্নির্ঘোষ করিলে, তাড়কা ক্রুদ্ধা হইয়া শব্দানুসারে শব্দনিঃসরণ স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীরাম লক্ষ্মণের প্রতি কহিলেন, যক্ষী অতি বিকৃতমুখী এবং অতি বিকৃতাকারা। ইহার অতি দারুণ, ভয়ানক ও বৃহৎ শরীর; যাহার দর্শনমাত্র ভয়শীল ব্যক্তিদিগের বক্ষঃবিদীর্ণ হয়। তুমি ইহার কর্ণ এবং

তাৎপর্য্যার্থ।

৮। প্রাক্তন বা আধুনিক যে সম্ভোগ বা সম্ভোগেচ্ছা, তাহাকে জম্ভ বলে। সে অসুর, অর্থাৎ দেবতাদিগের বিরুদ্ধী।

৮। জম্ভ বা সম্ভোগেচ্ছা হইতে জন্মে যে শরীরসৌষ্ঠবাভিলাষ, সেও দেববিরোধী; সুতরাং অসুর। সুদি শোভে, সৌত্র ধাতুঃ।

১০। সুন্দাসুরের পত্নী—তাড়কা। তড়ক্ কান্ত্যা হত্যোঃ—তড়ক্ ধাতুঃ। তাড়য়তি আহন্তি সাধকান্ ইতি তাড়কা, বিভীষিকা।

নাসাগ্র ছেদন করিলে, আমি ইহাকে বিনষ্ট করিব। তাড়কা বাহূত্তোলন পূর্ব্বক শ্রীরামের প্রতি ধাবমানা হইলে, বিশ্বামিত্র,'শ্রীরাম লক্ষ্মণের জয় হউক' বলিয়া তাড়কাকে ভৎ´সন (১) করিলেন। তাড়কা ঘোরতর ধূলি উড্ডয়নে অন্ধকার করত শ্রীরাম লক্ষ্মণের মোহ জন্মাইবার চেষ্টা করিল এবং মায়া পূর্ব্বক শিলাবর্ষণ দ্বারা তাঁহাদিগকে আচ্ছন্নপ্রায় করিল। শ্রীরাম শর বর্ষণ দ্বারা শিলাবর্ষণ নিবারণ করিয়া তাহার হস্তদ্বয় ছেদন করিলেন। তাড়কা নিকট প্রাপ্ত হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ ঐ সময়ে তাহার কর্ণ এবং নাসাগ্র ছেদন করিলেন। যক্ষী নানা রূপ ধারণ করিতে লাগিল, পুনঃ পুনঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল এবং প্রস্তর বৃষ্টি সহকারে অতি ভয়ানক বিক্রম করিতে লাগিল। শ্রীরাম বাণজাল দ্বারা তাহাকে রুদ্ধ করিলেন। যক্ষী বজ্রবেগে শ্রীরাম লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইল। তখন্ শ্রীরাম বাণদ্বারা তাহার বক্ষোবেধ করিলেন—তাড়কা তৎক্ষণাৎ পতিতা এবং মৃতা হইল।

তাড়কার মরণে ঐ স্থান নিষ্কলুষ হওয়াতে বিশ্বামিত্রর বাক্যানুসারে তথায় অতি সুখে রজনীযাপন হইল। পরদিন প্রভাতে নিত্য ক্রিয়াবসানে বিশ্বামিত্র অতি প্রীতি পূর্ব্বক কহিলেন—কৃশাশ্ব প্রজাপতির প্রকাশিত অস্ত্ররূপ মন্ত্র,যাহা তোমাকে সমর্পণার্থ সংকল্প করিয়াছি, সেই অস্ত্ররূপ মন্ত্র সকল এক্ষণে গ্রহণ কর। এই বলিয়া মুনি শুচি এবং পূর্ব্বমুখ হইয়া জপ করিলে ঐ মন্ত্র-

---

তাৎপর্য্যার্থ।

(১) তাড়কার পুত্র মারীচ ভ্রম। জপাদির অর্দ্ধযোজনান্তে অর্থাৎ জপ অর্দ্ধ সমাপ্ত হইলে, বিভীষিকা মূর্ত্তিমতী হইয়া উপস্থিত হয় এবং সাধকের মনোমধ্যে কোন প্রকার শোভেচ্ছা থাকিলে তৎসম্বন্ধীয় দুশ্চিন্তা জন্মাইয়া বহুল ভয় প্রদর্শন করে। সাধক ভীরু হইলে তাঁহার সাধন ভঙ্গ হইয়া যায়। তিনি নির্ভীক হইলে বিভীষিকাকে মনে মনে ভৎ´সন করেন এবং বিভীষিকার নিবারক মন্ত্রসকলের উচ্চারণ করেন। অনন্তর পরমেশের ধ্যানগম্য রূপ বিস্মরণ করাইবার চেষ্টা করিলে বিদ্যাশক্তিমান্ জীব স্বয়ং ঐ বিভীষিকার কর্ণ এবং নাসাগ্র ছেদন করিয়া তাহাকে বিরূপ করেন—অর্থাৎ বিভীষিকার মায়াজাল অতিক্রম করেন। তাহার পর ঈশ্বরের প্রসাদাৎ বিভীষিকা একবারেই বিনষ্ট হয়।

রূপ অস্ত্র সকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া কহিল—হে শ্রীরাম! আমরা পরম উদার কিঙ্কর, আপনি যে যে আজ্ঞা করিবেন, তৎসমুদায় সম্পন্ন করিব। শ্রীরাম সুপ্রসন্নমুখ হইয়া হস্তদ্বারা তাহাদিগকে স্পর্শপূর্ব্বক কহিলেন—তোমরা এক্ষণে মনোমধ্যগত হইয়া থাক। পরে বিশ্বামিত্রের প্রার্থনানুসারে গমনকালে শ্রীরাম, অস্ত্র সকলের সংহারশ্রবণে ইচ্ছা করি বলিয়া, বিশ্বামিত্রের স্মৃতি জন্মাইলে, মুনিবর কৃশাশ্ব প্রজাপতির প্রকাশিত সংহার নামক অস্ত্ররূপ মন্ত্র সকল সমর্পণ করিলেন। শ্রীরাম স্বীকার করিবামাত্র মন্ত্রসকল সচেতন হইয়া, আমরা কিঙ্কর আমাদিগকে আজ্ঞা করুন বলিয়া সমক্ষে উপস্থিত হইল। শ্রীরাম বলিলেন তোমরা ইদানীং মানসচারী হও, কার্য্যকালে সাহায্য করিবে। তাহারা শ্রীরামকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পুরঃসর গমন করিল।

পরদিন প্রভাতে অতি রমণীয়া বনভূমি দিয়া গমনকালে শ্রীরাম অতি মধুর স্বরে বিশ্বামিত্রের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলেন, পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী, মনোহর বৃক্ষরাজি দ্বারা পরিশোভিত এবং মনোহর শব্দায়মান পক্ষিগণে পরিপূর্ণ এই স্থল কাহার আশ্রম?—আর যে স্থলে আমার রক্ষণীয় যজ্ঞবেদি, তাহাই বা কোথায়?—এই সকল বিবরণ আমি আপনকার স্থানে জানিতে ইচ্ছা করি। বিশ্বামিত্র কহিলেন—হে শ্রীরাম! এই স্থলে ভগবান্ বিষ্ণু তপশ্চরণার্থ এবং তপস্যার সিদ্ধিযোজনার্থ বাস করিতেন। ইহার নাম সিদ্ধাশ্রম। ভগবান্ বামনদেবেরও ইহা পূর্ব্বাশ্রম। বিষ্ণুর তপস্যা-সমকালে বিরোচন নামক অসুরের পুত্র বলি, (২) ইন্দ্র বায়ু প্রভৃতি দেবগণকে

তাৎপর্য্যার্থ।

২। বলি শব্দ উপহারবাচক। ইহার বিশেষপরতাতে পূজোপহার বুঝাইতে পারে। ভগবান্ বিষ্ণু অর্থাৎ যিনি জগদ্ব্যাপক, তিনি পূজোপহারের নিকটে বামন হয়েন। পূজক বিধিপূর্ব্বক হস্তপরিমিত প্রচ্ছদ দিলে তদ্দ্বারা জগদ্ব্যাপককে সর্ব্বাঙ্গাচ্ছাদান, তদ্দত্ত অন্নমুষ্টিতে উদরপূরণ এবং জলবিন্দুতে সর্ব্বাঙ্গ ধৌত, করিতে হয়—অর্থাৎ ভক্ত-প্রদত্ত অতি স্বল্পমাত্র উপহার দ্রব্যও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং ভগবান্ বামন না হইলে, পূজোপহারের অযোগ্যতা বশতঃ পূজা বিফল হইতে পারে। এই জন্যই বলির নিকটে ভগবানের বামনরূপে অবতরণ বর্ণিত হইল।

পরাজিত করিয়া রাজ্য করিতেছিল এবং রাজ্যকালে অতি বৃহৎ যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিল। ঐ যজ্ঞকালে যাচক ব্যক্তিতাহার সমক্ষে যে যে বস্তু, যেখানেও যে প্রকারে পাইবার প্রার্থনা করিত, সে তাহা দিত। দেবগণ বলি রাজার যজ্ঞ ব্যাপার দেখিয়া এই আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাতে নিবেদন করিলেন—ভগবন্! বিরোচন (৩) পুত্র বলি এক্ষণে উত্তম যজ্ঞ করিতেছে, তাহার যজ্ঞ সমাপনের পূর্ব্বে দেবগণের কার্য্য সম্পন্ন করুন। আমাদিগের উপকারার্থে যোগমায়াবলে বামনরূপী হইয়া মঙ্গল করুন। দেবতাদিগের এই বর প্রার্থনা সময়ে কশ্যপ অদিতির সহিত অনেক সহস্র বর্ষ ব্রত ধারণান্তে স্তুতিপাঠ পূর্ব্বক কহিলেন—আমার এই তপশ্চরণ সদনুষ্ঠিত হইল, আমি তোমার শরীর মধ্যে অশেষ জগৎ দেখিতেছি, তুমি অনাদি এবং বাক্যের অগোচর,—আমি শরণাগত। ভগবান্ কশ্যপকে বরপ্রার্থনা করিতে অনুমতি করিলে কশ্যপ বলিলেন—আপনি এই অদিতিতে আমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া অদিতির, ও দেবতাদিগের এবং আমার প্রার্থিত যে দেবতাদিগের দুঃখ মোচন, তাহা সিদ্ধ করুন। এই আশ্রমে বাস করিবার যে প্রয়োজন,তাহার সাধনোপযোগীনী ক্রিয়ার সিদ্ধি হইলে দেব কার্য্যার্থ গাত্রোত্থান করুন এবং আপনার প্রসাদে এই আশ্রম 'সিদ্ধাশ্রম' নামে খ্যাত হউক।

পরে ভগবান্ বিষ্ণু অদিতিতে আবির্ভূত হইয়া বলির সমক্ষে বামনমূর্ত্তি প্রকাশ করত ত্রিপাদ-ভিক্ষা-প্রতিগ্রহানন্তর পৃথিবী এবং আকাশ (৪) আক্র-

তাৎপর্য্যার্থ।

৩। বলি, বিরোচনাসুরের পুত্র। বিরোচন শব্দের ব্যুৎপত্তি,—বিগতা রোচনা ফলশ্রুতি র্যস্মাৎ ইতি বিরোচনো নিত্যনৈমিত্তিকানুষ্ঠেয় বৈদিকবিধিঃ। তৎপুত্রঃ-তদ্বোধিত পূজোপহারো বলিঃ। সে যে কাম্য-ফলদাতৃদেববর্গকে পরাজিত করে, ইহা অবশ্যই সুসঙ্গত।

৪। ভগবান্ পূজোপহার গ্রহণান্তে ত্রিলোক আক্রমণ করেন অর্থাৎ সাধকের হৃদয়ে বিরাট্রূপে প্রতীয়মান হয়েন। ফলতঃ প্রকৃত পূজাবসানে জগৎকেই

মণ পূর্ব্বক বলিকে পাতালে বদ্ধ করিয়া ঐ সকল লোকাধিকার ইন্দ্রের প্রতি পুনঃ সমর্পণ করিলেন। ভগবান্ শ্রীবামনদেবের এই আশ্রম! আমি ভগবানের শ্রীবামন মূর্ত্তির প্রতি ভক্তিদ্বারা এই ক্ষণে এই আশ্রম ভোগ করিতেছি। (৫)

বিশ্বামিত্র আরও বলিলেন হে শ্রীরাম! অদ্য সর্ব্বোত্তমভূত সিদ্ধাশ্রমে গমন হইবে। এই আশ্রম ইদানীং যেমন আমার, তেমনি তোমারও। এই আশ্রমে অতি দুষ্ট ভাবাপন্ন যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণ আইসে। তাহাদিগের বিনাশ করিতে হইবে। মুনি ইহা কহিতে কহিতে সলক্ষ্মণ শ্রীরামকে লইয়া সিদ্ধাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক অতি হর্ষে পরম শোভান্বিত হইলেন। আশ্রমবাসী অন্য মুনিগণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাযোগ্য সম্মান করত শ্রীরাম লক্ষ্মণের প্রতি আতিথ্য করিলে, শ্রীরাম ক্ষণকাল বিশ্রামানন্তর অতি ললিত ভাবে মুনিশ্রেষ্ঠকে কহিলেন—অদ্যই যজ্ঞসংকল্প হউক, এবং সিদ্ধাশ্রম আপন নাম সার্থক করিয়া আপনকার বাক্য সত্য করুক। মুনি তখন্ শ্রীরাম-বাক্যে যজ্ঞসংকল্প সহকারে ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ সংযত করিলে, সানুজ শ্রীরাম সাবধানে ঐ রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে কৃতাগ্নিহোত্র মুনির প্রতি কহিলেন—ভগবন্! কোন্ সময়ে

তাৎপর্য্যার্থ।

ভগবদভেদে দেখিতে পাওয়া যায়—ইহাই জ্ঞানযোগ। পরমেশকে, সর্ব্বসাক্ষি-স্বরূপে দর্শন করা ভক্তিযোগের ফল।

৫। দেবতা দ্বিবিধ। এক প্রকার, কর্ম্মযোগদ্বারা প্রাপ্ত-দেবত্ব দেবতা; অন্য প্রকার, যজ্ঞোদ্দিষ্ট মন্ত্রময় দেবতা। যাঁহারা কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত-দেবত্ব হয়েন, তাঁহারা ক্রিয়াবিশেষের বিঘ্নরূপ হইয়া থাকেন। অসুরের যজ্ঞ, এবং দেবতা কর্ত্তৃক সেই যজ্ঞের বিঘ্ন সম্ভব, এইরূপ বর্ণন দ্বারা দেবতাদিগের দ্বৈবিধ্য কথিত হইল।

বলি, কর্ম্মময় দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়া ভগবদনুষ্ঠানে প্রধান হয়, তাহার পিতা বিরোচনও ঐ সকল দেবতার বিরোধিতাপ্রযুক্ত অসুর।

পরে ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব সমর্পিত হইলে এবং তাঁহাতে নিশ্চলা ভক্তি জন্মিলে ঔপহারিক ক্রিয়ানুষ্ঠান পরিবর্জ্জিত হইয়া পাতালে অর্থাৎ ভগবানের পাদতলে তাহার বাস হয়। পূজোপহার ভগবানের শ্রীচরণেই পরিগৃহীত হইয়া

সেই রাক্ষসেরা আইসে,তাহা জানিতে ইচ্ছা করি,কারণ তাহাদিগকে নিবারণ করিবার কালাতিরেক করিতে দেওয়া অনুচিত। অপর মুনিগণ যুদ্ধে ত্বরান্বিত রাঘবদ্বয়ের এই কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে প্রশংসা করত কহিলেন—এক্ষণে মহামুনি যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া মৌনী আছেন, ষড়্‌রাত্র (৬) মৌনী থাকিবেন, ইহাঁকে তোমরা রক্ষা কর। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া ধনুর্ধারণ করত ছয় রাত্রিকাল সাবধানে বিশ্বামিত্রকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ কাল সমাপ্তপ্রায় হইলে এবং যজ্ঞবেদীতে সংস্কৃতাগ্নির প্রকাশ এবং তাহাতে যথাবিধি যজ্ঞারম্ভ হইলে, আকাশে অতি ভয়ঙ্কর মহাশব্দ হইল। বর্ষাকালে মেঘ যেমন আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া আইসে, সেইরূপ মায়া বিস্তার পূর্ব্বক মারীচ এবং সুবাহু নামে দুই প্রধান রাক্ষস আর তাহাদের অনুচরবর্গ যজ্ঞবেদীর অভিমুখে ধাবমান হইতেছে দৃষ্ট হইল। অতি ভীষণাকার রাক্ষসগণ যজ্ঞবেদীর নিকটে অপবিত্র সামগ্রী সকল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীরাম কহিলেন—লক্ষ্মণ! দেখ বায়ু যেমন মেঘমালাকে দূর করে, সেইরূপ মনুপ্রকাশিত শীতেষু নামক মানবাস্ত্র দ্বারা ইঁহাদিগকে দূর করিতেছি। এই বলিয়া মারীচের বক্ষঃস্থলে ঐ অস্ত্র প্রক্ষেপ করাতে সে অচেতনপ্রায় হইয়া সমুদ্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। তৎপরে সুবাহুর বক্ষস্থলে আগ্নেয়-অস্ত্র প্রহারমাত্র সে বিনষ্ট হইল। উহাদের অনুচরবর্গও বায়ব্যাস্ত্রে বিধ্বস্ত হইল। ঋষিকুল শ্রীরামের প্রতি পরম প্রীত হইয়া তাঁহার যথোচিত সম্মান করিলেন, এবং বিশ্বামিত্র যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক নিরপদ্রুত দেখিয়া শ্রীরামের প্রতি কহিলেন—আমি কৃতার্থ হইলাম, তুমি আমার অতি গুরুতর বাক্য রক্ষা করিলে—এই আশ্রম সত্যই সিদ্ধাশ্রম হইল। (৭)

তাৎপর্য্যার্থ।

৬। জ্ঞানালোকের বিরোধী, অতএব অন্ধকারের স্বরূপ বলিয়া কাম ক্রোধাদি ষড়ভাব, ষড়হোরাত্র শব্দে কথিত হইল। উহাদিগের বিষয়ে জাগরূক বা সতর্ক এবং মৌনী অর্থাৎ চেষ্টাশূন্য হইয়া থাকিলে, বিদ্যাশক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে।

৭। পূর্ব্বোল্লিখিত তাড়কা, বিভীষিকা;তাহার উদরে জাত অতএব তাহার পুত্র, মারীচ ভ্রম। সে তাড়কা সত্বে তাহার সহায় মাত্র হইয়া সাধকের

রাক্ষস বধানন্তর পরম সুখে রাত্রি যাপনান্তে লক্ষ্মণ সহিত শ্রীরাম সহচর-মুনিবর্গ-মিলিত বিশ্বামিত্র মহর্ষির অভিমুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন —আমরা এই উপস্থিত হইলাম ; কার্য্যাবশেষ কি আছে বলিলে করিব। তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া মুনিবর্গ কহিলেন—মিথিলাধিপতি জনক রাজার পরম পবিত্র যজ্ঞারম্ভ হইয়াছে, আমরা সকলে সে স্থানে গমন করিব, তোমাকেও আমাদিগের সহিত যাইতে হইবে। জনক নৃপতির যজ্ঞে ভগবান্ রুদ্রদেবের প্রদত্ত ধনুঃ আছে। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস প্রভৃতির মধ্যে কেহই ঐ ধনুতে জ্যারোপণ করিতে সমর্থ নহে। তুমি সেই

তাৎপর্য্যার্থ।

অপকার করে। ফলতঃ বিভীষিকার বলে বিষয়-ভ্রমের বল অধিক প্রকাশ পায় না। মারীচ মাতৃহীন হইলে পর সুবাহু রাক্ষসকে সহায় করিয়া যজ্ঞনাশে প্রবৃত্ত হয়। ত্রেতাযুগে যজ্ঞের প্রাধান্য হেতু জপ ধ্যানাদি ক্রিয়াকলাপকেও যজ্ঞ বলিয়া বর্ণন করা হইল। বস্তুতঃ জপ ধ্যানাদি অতিপ্রধান যজ্ঞ মধ্যেই পরিগণিত। উহা বাহ্যানুষ্ঠান বহুল যজ্ঞ হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু। যজ্ঞকালে দেবতার পীঠই দৃষ্টবেদী, তাহাতে উপদেষ্টৃপুরোহিতবর্গের সমক্ষে বিহিত ক্রিয়ার নির্ব্বাহ করিতে হয়। জপকালেও পরমগুরু প্রভৃতি গুরুচতুষ্টয়কে প্রণামপূর্ব্বক হৃৎপদ্ম, যাহা মন্ত্রমূর্ত্তি পরমেশ্বরের পীঠ,তাহাতে গুরু এবং মন্ত্রপ্রতিপাদ্য দেবতা, এই তিনের ঐক্যভাবনা করত জপ করিতে হয়। তাহা করিলে অতি প্রকাশময় অনির্ব্বচনীয়রূপের উপস্থিতি হইয়া জপের সিদ্ধি হয়। মারীচ ভ্রম। সে জপাদি কালে অন্তঃকরণে অপরাপর বিষয়ভাবনা উদ্রিক্ত করিয়া ঐ প্রকাশময় রূপের বিস্মৃতি জন্মাইয়া ক্রিয়ারদূষণ করে। ক্রিয়াদূষণ করে বলিয়াই মারীচ রাক্ষস। সেই রাক্ষস মানবাস্ত্র শীতেষু বা সত্বগুণাত্মক বাণেরদ্বারা দূরীভূত হয়। সুবাহু অর্থে সেই সূক্ষ্ম এবং চঞ্চল মনোবৃত্তি যাহা রজোমিশ্রিত তমোগুণ হইতে উদ্ভূত হইয়া সাধকের অলক্ষ্যে হঠাৎ বিষয় গ্রহণ করাইয়া ক্রিয়ার সম্যক্ দোষ জন্মিয়া দেয়। ইহাকে একবারেই দগ্ধ করিয়া ফেলিতে হয়। তাড়কা যক্ষী; সে ভয় প্রদর্শনদ্বারা ক্রিয়ার নাশ এবং কদাচিৎ সাধকের ও নাশ করে। মারীচ রাক্ষস, সে ক্রিয়ার সর্ব্বতোভাবে নাশ করে না—ক্রিয়ার অপকর্ষ জন্মায়। সুবাহু রাক্ষস বিষয়ান্তর গ্রহণ করাইয়া ক্রিয়াদূষণ করে।

আশ্চর্য্য ধনুঃ এবং অদ্ভুত যজ্ঞ দর্শন করিবে। এই কথার পরে সহচর মুনিবর্গ এবং শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সহিত বিশ্বামিত্র যাত্রা করিয়া দিবাবসানে শোণ নদের তীরভূমিতে উত্তীর্ণ হইলেন। রাত্রির প্রথম দণ্ডে অগ্নিহোত্রাদি সমাপনানন্তর বিশ্বামিত্রকে অভিমুখ করিয়া সকলে উপবিষ্ট হইলেন এবং শ্রীরাম কহিলেন, —হে ভগবন্! উত্তম বনোপবন দ্বারা অতি শ্রীমান্ যে এই দেশ, ইহার বিবরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। মহামুনি কহিলেন—ব্রহ্মার পুত্র কুশ (১) নামক মহাত্মা বৈদর্ভী (২) নামিকা নিজ ভার্য্যাতে কুশাম্ব (৩) কুশনাভ (৪) অমূর্ত্তরজস্ (৫) এবং বসু (৬) নামক পুত্র চতুষ্টয় উৎপন্ন করেন। ইহাঁরা ধর্ম্মিষ্ঠ ও সত্যবাদী। ক্ষত্রধর্ম্মানুশালনে অতি উৎসাহশীলতা প্রযুক্ত পিতার অনুমতিক্রমে কুশাম্ব কৌশাম্বী, কুশনাভ সহোদয়, অমূর্ত্তরজা ধর্ম্মারণ্য, এবং বসু গিরিব্রজ, এই পুরীচতুষ্টয় নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে বাস করত প্রজাপালন করিতেন। তাহার মধ্যে এই ভূমিভাগ বসু রাজার পালিত। এ রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বে প্রকাশভূয়িষ্ট পর্ব্বত পাঁচটী আছে, এবং সুমাগধী নদী ইহাদের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া মালার ন্যায় শোভমান হইয়াছে। কুশনাভ রাজর্ষির বহুকন্যা (৭) জন্মে। তাঁহারা ক্রমশঃ প্রাপ্তযৌবন হইয়া বর্ষাপ্রাদুর্ভূত বিদ্যুতের ন্যায় উদ্যানভূমিতে ক্রীড়া করত মোহন নৃত্য গীতাদি করিতেন। তাঁহাদের নৃত্য, গীত, বাদিত্রাদিতে মোহিত হইয়া সর্ব্বাত্মক বায়ু তাঁহাদিগকে ভার্য্যার্থে প্রার্থনা করায়, তাঁহারা কহিলেন—আমরা সত্যবাদী পিতার অপমান করিষা অর্থাৎ পিতার অদত্তা হইয়া যে, স্বেচ্ছাতঃ বর-গ্রহণ

তাৎপর্য্যার্থ।

১। কুশঃ—কৌ পৃথিব্যাং শেতে ইতি কুশো জীবঃ।

২। বৈদর্ভী—দৃভ গ্রন্থনে ধাতুঃ—ভাবে ঙঃ। বিগতো দর্ভো গ্রন্থো যস্যা, ইতি বিদর্ভা, সাএব বৈদর্ভী বিস্তৃতিঃ।

৩। কুশাম্বঃ— অম্বা বা মায়া তৎসংযুক্তো জীবঃ।

৪। কুশনাভঃ—জীব-বিশ্রামস্থানঃ শরীরঃ।

৫। অমূর্ত্ত রজঃ—অপ্রাপ্ত বিষয়ো রজোগুণঃ অর্থাৎ অন্তশ্চর চাঞ্চল্যং।

৬। বসুঃ—বিষয়ঃ।

৭। কুশনাভ কন্যাগণ—জীবশরীরজাত শক্তি সকল।

করিব, এমত কাল আমাদের না হউক।" এই কথায় কুপিত হইয়া বায়ু তাহাদিগকে কুব্জা করিলেন। কন্যাগণ রোদন করত পিতৃগৃহে প্রবেশ করিলে রাজা জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত তাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণান্তে কহিলেন, দেবতাদিগের পক্ষেও সর্ব্ববিষয়ে ক্ষমতা-প্রদর্শন এবং কুলের সম্মানার্থ কামবেগ সহন অতি দুষ্কর। দান, সত্যবাদিতা, যজ্ঞের সকল ফলদাতৃত্ব প্রযুক্ত ক্ষমাই যশঃ, ক্ষমাই ধর্ম্ম এবং ক্ষমাই জগতের আধারস্বরূপ, ইত্যাদি বাক্যে কন্যাদিগের প্রশংসা করিয়া তাহাদিগকে সদৃশ বরে প্রদানার্থ রাজা মন্ত্রণাপরায়ণ হইলেন। ঊর্দ্ধরেতা, চুলী নামক মহর্ষি ব্রহ্মবিষয়ে চিত্তৈকাগ্ররূপ তপস্যা করিতেন, এবং ঊর্ম্মিলা (৮) নামিকা গন্ধর্ব্বীর কন্যা সোমদা (৯) পুত্র প্রার্থনায় ঐ ঋষির সেবাপরায়ণা হইয়া তাঁহার নিকটে বাস করিত। সোমদা কোন সময়ে ঋষিকে পরিতুষ্ট জানিয়া নিবেদন করিল—ভগবন্! আমি অপতিকা, এবং পরেও কাহার ভার্য্যা হইব না। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ব্রাহ্ম্য উপায় দ্বারা আমাকে পুত্র প্রদান করুন। মুনি তাহাকে আপনার মনোজাত পুত্র প্রদান করিলেন, এবং সেই পুত্র ব্রাহ্ম্য উপায়ে প্রদত্ত বলিয়া ব্রহ্মদত্ত (১০) নামধেয় হইল। ব্রহ্মদত্ত কাম্পিল্য (১১) পুরীতে বাস করিতেন। রাজা কুশনাভ ঐ ব্রহ্মদত্তকে আপন কন্যা সকল সম্প্রদান করিলেন। ব্রহ্মদত্ত তাহাদের যথাক্রমে অর্থাৎ উৎপত্তি ক্রমানুসারে পাণিপীড়ন করিবামাত্র সকলে বিকুব্জা হইয়া শোভাবতী হইল।

অনন্তর রাজা কুশনাভ পুত্রলাভার্থ যজ্ঞ আরম্ভ করিলে তাঁহার পিতা কুশ কহিলেন—তুমি আপন সদৃশ পরম ধার্ম্মিক গাধি নামক পুত্র

তাৎপর্য্যার্থ।

৮। ঊর্ম্মিলা—অর্থাৎ নানা বাসনাময়ী প্রকৃতি।

৯। সোমদা—চন্দ্রাধিষ্ঠানবশতঃ শুদ্ধা মনঃশক্তি।

১০। ব্রহ্মদত্তঃ—মানসাধিষ্ঠিতো জীবঃ।

১১। কাম্পিল্যঃ—কম্পিল শব্দ বায়ুর বোধক, তন্নিবৃত্তঃ অর্থাৎ প্রাণাদি বায়ুকার্য্য শূন্য লিঙ্গ-শরীরঃ। প্রাচীনকর্ম্মাধীন জীব তাহাতে বাস করেন।

প্রাপ্ত হইবে। বিশ্বামিত্র কহিতে লাগিলেন—এই গাধি (১) আমার পিতা—অতএব আমি কুশ-বংশ-প্রসূত। আমার পূর্ব্বজাতা ভগিনী কৌশিকী (২) ধর্ম্ম বলে এবং কর্ম্মবলে স্বর্গপ্রাপ্তা হইয়া পরে লোকোপকারার্থ হিমালয় পর্ব্বতকে আশ্রয় করত সরস্বতী মহানদীরূপে লোকে বিশ্রুতা হইয়াছেন। আমি সেই ভগিনীর প্রতি স্নেহবশতঃ তাঁহার নিকটবাসী ছিলাম। ইদানীং সিদ্ধাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া আপনকার তেজঃপ্রভাবে সিদ্ধ অর্থাৎ চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া সচেতন হইয়াছি। হে শ্রীরামচন্দ্র! এতদ্দেশবিষয়ক যে প্রশ্ন, তাহার উত্তর এবং তদানুপূর্ব্বী বশতঃ আপন বংশও কীর্ত্তিত হইল। (৩)

তাৎপর্য্যার্থ।

১। গাধি—গাধ গুম্ফনে ধাতুঃ। অর্থাৎ উর্দ্ধে উর্দ্ধে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত যে ধ্বনি। উদাত্তাদিস্বররূপে নির্গত যে বাঙ্ময় বেদ অর্থাৎ বিশ্বামিত্র তিনি গাধি হইতে জাত।

২। বাঙ্ময়ের পূর্ব্বজাতা ভগিনী, বাঙ্ময়ের অধিষ্ঠাত্রী——সরস্বতী।

৩। এই প্রকরণের তাৎপর্য্য এই যে,ব্রহ্মা বা জীব-সমিষ্টি হইতে পৃথক্‌রূপে প্রাদুর্ভূত 'কুশ' শব্দ বাচ্য জীব,আমি অনেক হই, বৈদর্ভীরূপা এই ইচ্ছার গ্রহণপূর্ব্বক প্রথমে 'কুশাম্ব' অর্থাৎ মায়াযুক্ত,অনন্তর 'কুশনাভ' অর্থাৎ শরীরধারী হয়েন। ঐ শরীরজাত কন্যা রূপ শক্তি সকল জড়—অতএব উহারা প্রাণ বায়ুর বলে ক্ষুব্ধ মাত্র হয়, বিশেষ বিশেষ কার্য্যকারী হইতে পারে না। পরে উর্ম্মিলা অর্থাৎ নানা বাসনাময়ী প্রকৃতি হইতে বিশুদ্ধা মনঃশক্তি জন্মিয়া তৎ ক্রোড়ে পরিপুষ্ট, লিঙ্গশরীরকে আশ্রয়কারী, কাম্পিল্য পুরবাসী 'ব্রহ্মদত্ত' জীবের অঙ্গীকারে শরীর শক্তি সকল অকুণ্ঠিতা হইয়া বিলাস করিতে থাকে। গাধি অর্থাৎ উর্দ্ধে উর্দ্ধে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত যে অতি সূক্ষ্মধ্বনি, তাহা প্রথমতঃ মূলাধারে পশ্যন্তীশক্তির যোগে প্রবল বায়ুর দ্বারা জন্মে। ক্রমে অনাহত চক্রে মধ্যমাশক্তি সহকারে অপেক্ষাকৃত স্থূল হইয়া নাদ জন্মে। পরে কণ্ঠমূলে বিশুদ্ধ চক্রে বৈখরী শক্তি যোগে স্বরের এবং বর্ণের পূর্ব্বরূপ হয়। তৎপরে মুখ হইতে ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বর এবং উভয়যোগী মাত্রা রূপে নির্গত হয়। এই গাধির পুত্র জগতের পরম বন্ধু বাঙ্ময় বেদভাগ-বিশ্বামিত্র। ইহাঁর পূর্ব্বজাতা ভগিনী স্বরসতী বাঙ্ময়ের অধিষ্ঠাত্রী! বেদ স্বয়ং

এই কথোপকথনে অর্দ্ধরাত্রি গত হইলে শ্রীরাম এবং মুনিগণ কুশবংশের এবং বিশ্বামিত্রের ও কৌশিকীর প্রশংসা করত নিদ্রাপরবশ হইলেন।

রাত্রি প্রভাতকালে বিশ্বামিত্র কহিলেন,হে শ্রীরাম ! প্রাতঃ সন্ধ্যাকাল উপস্থিত—গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গমনোন্মুখ হও। রামচন্দ্র ইহা শ্রবণ করিয়া তৎকাল কর্ত্তব্য ক্রিয়া সমপনান্তে বিশ্বামিত্রোপদিষ্ট পথে শোণনদ উত্তীর্ণ হইয়া পরে বহু দূর গমনানন্তর দিবসের প্রথমার্দ্ধ অতীত হইলে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। পরে যথাবিধি স্নান,তর্পণ,দেবপূজাএবং নিত্যাগ্নি-হোত্রাবসানে ভোজন পূর্ব্বক সকলে বিশ্বামিত্রকে বেষ্টন করিয়া গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট হইলেন, এবং শ্রীরাম যথান্যায়ে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—গঙ্গা ত্রিপথগা মহানদী, ইনি ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিয়া কি প্রকারে সমুদ্রগামিনী হইয়াছেন। শ্রীরামের বাক্যের উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইয়া বিশ্বামিত্র গঙ্গার জন্মের এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্তির বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন।

পর্ব্বতপ্রধান হিমবান্ মেনকানাম্নী সুমেরু কন্যাতে প্রথমে গঙ্গা তৎপরে উমা নামিকা অপ্রতিমরূপা দুইটী কন্যার উৎপাদন করেন। অনন্তর দেবগণের প্রার্থনানুসারে এবং ত্রিলোকের উপকার সাধনার্থে হিমবান্ গঙ্গা দেবতাদিগকে দান করেন, এবং দেবতারা কৃতার্থ হইয়া গঙ্গাকে লইয়া স্বর্গে গমন করেন। দ্বিতীয় কন্যা উমা অতি কঠোর ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক তপশ্চরণ করিলে গিরিরাজ তাঁহাকে ভগবান্ রুদ্রদেবে দান করেন। ভগবান্ শ্রীরুদ্রদেব উমাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়ারম্ভ করেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীরুদ্রদেবের সমীপে গমনপূর্ব্বক প্রণাম করত কহিলেন—হে ভগবন্ ! হে দেবাদিদেব ! আপনি সকল লোকের হিতৈষী—অতএব দেবগণের প্রণাম গ্রহণ করিয়া অনুগ্রহ করুন। পৃথিব্যাদি সকল লোক আপনার তেজোধারণে অসমর্থ। অতএব আপনি দেবীর সহিত ব্রহ্মাদ্বৈত লক্ষণ তপস্যাচরণ

তাৎপর্য্যার্থ।

জড়, পরমেশ্বরের প্রভাবে সচেতন। যেমন বায়ুজনিত ধ্বনি জড় হইয়াও সচেতন জীবের প্রয়োগাধীন অভিমত কার্য্যকারী হয়, সেইরূপ দেবতা এবং মন্ত্রের ঐক্য ভাবনায় মন্ত্র সাধকাভিলষিত কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

করুন—এবং আপন অচিন্ত্য-শক্তির দ্বারা আপন তেজঃধারণ করুন। ভগবান রুদ্র দেবতাদিগের প্রার্থনা স্বীকার করত কহিলেন—আমি উমার সহিত নিজ তেজঃ (১) ধারণ করিতেছি, লোক সকল সুখী হউক। পরে স্খলিত রুদ্রতেজে পৃথিবী ব্যাপ্তা হইলে দেবগণ অগ্নিকে কহিলেন, তুমি বায়ুর সহিত রুদ্র-বীর্য্যে প্রবিষ্ট হও। উহা অগ্নিপ্রবেশবশতঃ বদ্ধ এবং রাশী-কৃত শ্বেতবর্ণ পর্ব্বত তুল্য হইল এবং সূর্য্যাগ্নিসদৃশ প্রভাশালী শরবণ (২) হইল। পরে অগ্নির সহিত দেবগণ সেনাপতি প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছায় ভগবান্ ব্রহ্মার সমক্ষে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন—শ্রীরুদ্রদেব আমাদিগকে সেনাপতি দানারম্ভ করিয়াছিলেন। ইদানী তিনি উমাসহিত তপশ্চরণে রত হই-য়াছেন। আপনিই আমাদিগের পরম গতি। অতঃপর সকল লোকহিতার্থ যাহা কর্ত্তব্য হয়,তাহার বিধান করুন। ব্রহ্মা মধুর বাক্য দ্বারা দেবগণকে শান্ত করিয়া কহিলেন—এই যে, আকাশ গঙ্গা আছেন, ইহাঁ হইতে অগ্নিদেব স্বয়ং তোমাদিগের সেনাপতি উৎপন্ন করিবেন। গঙ্গা তাঁহাকে নিজ পুত্র বোধ করি-বেন এবং উমাদেবীও তাঁহার প্রতি পুত্রভাব করিবেন। ব্রহ্মার এই বাক্য শ্র-বণে দেবগণ কৃতার্থম্মন্য হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক গৈরিক মনঃশিলাদি নানা ধাতু শোভিত কৈলাস পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক ঈশ্বরবীর্য্যপ্রবিষ্ট অগ্নি দেবতাকে কহিলেন—হে মহাতেজস্বিন্! তুমি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত এই রুদ্রবীর্য্য গঙ্গাতে সমর্পণ কর। অগ্নি তাহাই করিলে গঙ্গার সকল স্রোত পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর গঙ্গাদেবী আপন সকল শরীর হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক অতি দীপ্তিমান্ গর্ভকে হিমালয়পার্শ্বে স্থাপন করিলেন। সুমেরু দৌহিত্রী গঙ্গার গর্ভ হইতে নির্গমন প্রযুক্ত পৃথিবী প্রথমে সুমেরুতুল্য প্রভাশালী সুবর্ণ প্রাপ্ত হইল। তাহার পরভাগে হিরণ্য (৩)অর্থৎ রৌপ্য—তাহার পরভাগে তাম্র—তাহার পরভাগে লৌহ—তাহার পরভাগে সীসক জন্মিল। পৃথিবী এই ছয়

তাৎপর্য্যার্থ।

১। রুদ্রতেজ, পারদ ; উমাতেজঃ, হরিতাল।

২। শরবনং—বনসম্ভূতিঃশরদয়োঃ ধাতুঃ। বাণাগ্রেণ সম্ভুক্তবৎ সম্ভুক্তং, শরবনং, অর্থাৎ ক্ষুদ্র গুণ্ডিকা।

৩। হিরণ্য—হিরণ্যং রেতসি স্বর্ণে রূপ্যে ধনবরাটয়ো রিতি কোষঃ।

ধাতু প্রাপ্ত হইল,এবং উহাদিগের মিশ্রণবশতঃ নানাধাতুর উৎপত্তিহইল। গর্ত্ত নিক্ষেপ মাত্রে উহার প্রভায় প্রভান্বিত হইয়া পর্ব্বতসন্নিহিত যাবৎ বন সুবর্ণ-প্রভ হইল। সেই অগ্নিসম-প্রভাবিশিষ্ট সুবর্ণের নাম কুমার (৪)। দেবগণ তাঁহাকে ক্ষীর পান করাইবার নিমিত্ত কৃত্তিকাদিগকে (৫) নিযুক্ত করিলেন। কৃত্তিকারা তাঁহাকে আপনাদিগের পুত্র বলিয়া ক্ষীর পান করাইল, এবং দেবগণ তাঁহাকে কার্ত্তিকেয়(৬) নামে অভিহিত করিলেন। ইনি ষড়ানন হইয়া কৃত্তিকাদিগের ক্ষীর পান করিতেন। ইনি দেবসেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হইয়া দৈত্য সৈন্যদিগকে পরাজিত করিলেন। (৭)

তাৎপর্য্যার্থ।

৪। কৃত্তিকা—কৃতিচ্ছেদনে ধাতুঃ, তা প্রত্যয়েন কৃত্তা। কৃত্তাএব কৃত্তিকাঃ নিত্য বহু বচনান্তঃ। অর্থাৎ পারদ মিশ্রিত হবিতালের গুঞ্জিকা।

৫। কার্ত্তিকেয়ঃ—কৃত্তিকাজাতঃ গুণ্ডিকা সংঘাতঃ।

৬। কুমারঃ—কুৎসিতোমারো কন্দর্পোযস্মাৎ।

৭। এই প্রকরণে সুবর্ণাদি ধাতু সকলের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। রুদ্র-বীর্য্য পারদ এবং ভগবতীবীর্য্য হরিতালের চির সংঘটনে ঐ দুই ধাতু পরস্পরে অতি-মিশ্রিত হইয়া যায়। অনন্তর ভূগর্ভস্থ হইয়া সম্বদ্ধ হইলে শ্বেত-বর্ণ হইয়া থাকে। তাহাতে বায়ুর সহিত অগ্নির প্রবেশ হইয়া তদনন্তর উহা আকাশগঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হইলে এবং ঐ জল শুষ্ক প্রায় হইলে সুবর্ণাদির গুণ্ডিকা সকল জন্মে। গুণ্ডিকা ছয় প্রকারের হয়। অত্যন্ত তাপে সুবর্ণ—তদপেক্ষা অল্পতাপে রৌপ্য, এবং সুবর্ণ রজতের তীক্ষ্ণতার ন্যূনাতিরেকে তাম্র এবং লৌহ এবং ঐ ধাতুদিগের সংযোগে রঙ্গ এবং সীসক জন্মে।

ধাতু সকলের উৎপত্তি বিবরণ বলিবার উদ্দেশ্য, শাস্ত্রে বর্ণিত অসুর এবং কর্ম্মময় দেবতাদিগের পরস্পর বিভিন্ন প্রকৃতির সম্যক্‌রূপে নির্দ্দেশ করা। কর্ম্মময় দেবগণের ইহসংসারকে সংসাররূপে রক্ষা করাতেই অধিকার। এই জন্য তারকাদি সংসার নিস্তারক ভাব তাঁহাদিগের শত্রু। তাঁহারা ঐ সকল ভাবকে নষ্ট করিবার নিমিত্তই যত্ন করেন। সুবর্ণাদি ধাতু, সকল প্রকার ধনের প্রতিরূপ। ধন সত্ত্বে সংসার বিলাসে কামনা বাহুল্য হয়। তৎপ্রযুক্ত সংসারের স্থিতি হয়। অকিঞ্চনতাই সংসার বিলাস-জয়ের

মহামুনি বিশ্বামিত্র শ্রীরাম সমক্ষে প্রসঙ্গতঃ কুমার-সম্ভব বিবরণ কহিয়া ভগবতী গঙ্গা কিরূপে ত্রিপথগামিনী হইলেন, সেই মূল কথার পুনরারম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—পূর্ব্বে সগর (১) নামে কোন রাজা অযোধ্যা নগরে রাজ্য করিতেন। তাঁহার কেশিনী (২) এবং সুমতি (৩) নামিকা দুই ভার্য্যা ছিল। রাজা পুত্রোৎপত্তি কামনায় ঐ দুই পত্নীর সহিত হিমবৎ পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী ভৃগু-প্রস্রবন-পর্ব্বতে বহুবর্ষ তপশ্চরণ করিলে, ভৃগুমুনি সগর রাজার প্রতি এই বর প্রদান করেন যে,তোমার এক পত্নী বংশধর এক-পুত্র, এবং অপর পত্নী ষষ্টি সহস্র পুত্র,প্রসব করিবেন। বরপ্রাপ্তি শ্রবণে হৃষ্টমনা হইয়া দুই রাজ্ঞী মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে কাহার এক পুত্র এবং কাহারই বা বলবান এবং কীর্ত্তিমান বহুপুত্র জন্মিবে। মুনি কহিলেন, সে বিষয়ে তোমাদিগের যাহার যেমন ইচ্ছা সেইরূপই হইবে। ইহা শুনিয়া কেশিনী এক পুত্র এবং গরুড়-ভগিনী সুমতি বহুপুত্র বর লইয়া রাজ সমভিব্যাহারে অযোধ্যা প্রত্যাগমন করিলেন। যথা কালে কেশিনীর এক পুত্র জন্মিল। তাহার নাম অসমঞ্জস (৪) হইল। সুমতি অলাবু ফলাকার গর্ভ প্রসব করিলেন। সেই অলাবু, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলে ষষ্টি সহস্র পুত্র জন্মিল। ইহারা যৌবনাবস্থ হইয়া অতি রূপবান এবং মহা বলবান হইল।

সগর রাজার পুত্র অসমঞ্জা পুরকামিনীদিগের সর্ব্বদা অহিতকারী

তাৎপর্য্যার্থ।

উপায়। এই জন্য কার্ত্তিকেয় ষড়ানন, সুবর্ণাদি ছয় ধাতুর প্রতিরূপ, কর্ম্মময় দেবতাদিগের সেনা-পতি এবং তারকের নিহন্তা।

১। সগর—গর বা গরলের সহিত বিদ্যমান্ অর্থাৎ অভিমানের সহিত বিদ্যমান অহং বোধ।

২। কেশিনী—কে, মূর্দ্ধি, জগদন্তে, শেতে অবতিষ্ঠতেইতি কে-শিনী, নিবৃত্তিঃ।

৩। সুমতিঃ—লোকসিদ্ধ-সুবুদ্ধিঃ বা প্রবৃত্তিঃ।

৪। অসমঞ্জা—লোকসিদ্ধ-সুখ-দুঃখাতীতঃ, লোক-বিরুদ্ধ-স্বভাবঃ।

হইলেন। তিনি তাহাদের বালকগণকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া সরযূ জলে নিক্ষেপ করিতেন এবং তাহারা জল মজ্জনে কষ্ট পাইত বা মরিয়া যাইত দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইতেন। সগর রাজা অসমঞ্জসকে পরিত্যাগ করিয়া দেশ বহিষ্কৃত করিলেন। তাঁহার এক পুত্র থাকিল। ইহাঁর নাম অংশুমান। ইনি অতি প্রিয়ম্বদ এবং বীর্য্যবান ও প্রজাবর্গের মনোমত ছিলেন। কালে সগর রাজার যজ্ঞানুষ্ঠানে নিশ্চিতমতি হইলে, তিনি হিমবান এবং বি[illegible] পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী আর্য্যাবর্ত্ত দেশে যজ্ঞবেদি স্থাপন করিয়া উপাধ্যায় পুরোহিতের সহিত যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। তাঁহার আজ্ঞায় অংশুমান অশ্বরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর অশ্বচ্ছেদনের দিন উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র রাক্ষসী মূর্ত্তিধারণ করিয়া অশ্বকে অপহরণ করিলেন। রাজা ষষ্টি সহস্র পুত্রের প্রতি অনুমতি করিলেন, হে পুত্রগণ! এই যজ্ঞ অতি পবিত্র মহর্ষিগণের অধিষ্ঠিত হইয়াও রাক্ষসীমায়ায় নষ্ট হইতেছে; তোমাদিগের কল্যাণ হউক! তোমরা সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া অশ্বাপহর্ত্তার অন্বেষণ কর, ভূ-পৃষ্ঠে না পাইলে এক এক জন,এক এক যোজন পৃথিবী ভাগ করিয়া খনন কর। পিতৃ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সগরপুত্রেরা আয়াম বিস্তারে এক এক যোজন পৃথিবী খননে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে পৃথিবী-বিবর-মধ্যস্থিতনাগ, রাক্ষস, অসুরাদির প্রাণ বিনাশ জনিত ঘোর আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। পৃথিবীর তাদৃশ দুঃখ সহিতে না পারিয়া দেব গন্ধর্ব্বাদিবর্গ আকুল হইয়া ব্রহ্মাকে স্তত্যাদির দ্বারা তুষ্ট করিয়া কহিলেন—ভগবন্! সগর সন্তানগণ সমুদায় পৃথিবী ছেদন করত দৃশ্যমান ভূচর এবং জলচর প্রাণিবর্গকে, এই আমাদিগের যজ্ঞনাশক অশ্বাপহর্ত্তা বলিয়া, বিনাশ করিতেছে। ব্রহ্মা বলিলেন—পৃথিবী ভগবান বাসুদেবের রক্ষণীয়া। ভগবান এক্ষণে কপিল (৫) মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীর

তাৎপর্য্যার্থ।

৫। কপিলদেবঃ—যজ্ঞাগ্নিঃ। ইনি দেবহূতির পুত্র। দেবাহূয়ন্তে যস্যাং—ইতি দেবহূতিঃ যজ্ঞবেদিঃ। তাহাতে জাত যজ্ঞাগ্নি—তিনিই কপিলদেব, তৎকর্ত্তৃক লোক সমূহ রক্ষিত হয়। "অগ্নৌপ্রস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্য মুপতিষ্ঠতে,আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।" অর্থাৎ অহং বোধের

রক্ষা করিতেছেন—তাঁহার কোপেই সগর পুত্রদিগের নাশ হইবে। পরন্তু প্রতিকল্পেই পৃথিবীর এইরূপ নির্ভেদ এবং সগর পুত্রদিগের নাশ হইয়া থাকে; পণ্ডিতেরা ইহা জানেন এবং এ নিমিত্ত তোমাদিগের মনোমালিন্য অনুচিত। ব্রহ্মবাক্য শ্রবণে দেবগণ হৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। সগর-পুত্রেরাও পৃথিবীর নানা স্থান খনন করিয়া পুনর্ব্বার সকলে সম্মিলিত হইল এবং পিতৃ সমীপে আসিয়া কহিল—আমরা সমুদায় পৃথিবী প্রদক্ষিণ এবং অনেকানেক বলবৎ জন্তুর বিনাশ করিয়া আসিলাম, কিন্তু কোথাও যজ্ঞীয় অশ্ব এবং তাহার অপহর্ত্তাকে দেখিলাম না; এক্ষণে কি করিব, তাহার বিচার পূর্ব্বক অনুজ্ঞা করুন। সগর রাজা কহিলেন—অতি গভীর করিয়া খনন কর, অশ্বাপহর্ত্তাকে পাইলে কৃতার্থ হইয়া পুনরাগমন করিও। এইরূপ পিতৃ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সগর সন্তানগণ রসাতল পর্য্যন্ত পৃথিবীর পূর্ব্ব দিক খনন করিয়া, পরে দক্ষিণ দিক, এবং তৎপরে পশ্চিম এবং উত্তর দিক খননানন্তর, অতি রোষে ঈশান দিক খনন করত, সেই স্থানে কপিল নামক ভগবানের মূর্ত্তি দেখিতে পাইল এবং সেই কপিলদেবের অদূরে যজ্ঞাশ্ব চরিতেছে দেখিয়া হৃষ্ট হইল, এবং কপিল দেবকেই অশ্বাপহারক মনে করিয়া তাঁহার প্রতি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিল। কপিল-দেব হুঙ্কার করিলেন, সগর সন্তান সকল ভস্ম হইয়া গেল। রাজা পুত্রদিগের বহু বিলম্ব দেখিয়া স্বপৌত্র অংশুমানের প্রতি আজ্ঞা করিলেন, তুমি শূর এবং কৃতবিদ্য এবং অতি তেজস্বী; খড়্গ চাপাদি অস্ত্র সহিত গমন পূর্ব্বক পিতৃব্যদিগের এবং অশ্বাপহর্ত্তার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আইস এবং যজ্ঞ সমাপন কর। অংশুমান পিতামহের অনুমতিক্রমে সশস্ত্র হইয়া পিতৃব্য-

---

তাৎপর্য্যার্থ।

দ্বারা প্রবৃত্তি হইতে প্রসূত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ছয়ের প্রকার এবং বিষয় ভেদে একৈকে বহু সংখ্যক সহস্র রূপ হয়; অতএব সুমতি প্রসূত সন্তানের সংখ্যা ষষ্ঠি সহস্র বলা হইয়াছে। যজ্ঞাগ্নি দ্বারা এ সমস্তের বিনাশ সাধন না হইলে এবং জ্ঞানের প্রস্ফুরণ না হইলে যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না।

১। অংশুমান—সূর্য্যঃ—ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাদিগের প্রধান, যেহেতু তিনি চক্ষুর অধিষ্ঠাতা। জ্ঞানময়ঃ।

কৃত খাতমার্গে ভূমিগর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক বহু অন্বেষণ করত পিতৃব্যদিগের শরীর ভস্মরাশীকৃত দেখিয়া অতি দুঃখার্ত্ত হইয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে যজ্ঞীয় অশ্ব নিকটেই চরিতেছে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর পিতৃব্যদিগের তর্পণ করিবার নিমিত্ত জলের অন্বেষণ করিতেছেন, এমত সময় বিহগ-রাজ গরুড় তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, সাক্ষাৎ ভগবদতার কপিলদেব কর্ত্তৃক তোমার পিতৃব্যদিগের যে বধসাধন হইয়াছে, তাহা দেবতাদিগের সম্মত। অতএব তুমি ক্রোধ সম্বরণ কর। আর ইহাঁরা ব্রহ্মদণ্ডে মৃত, অতএব সামান্য জলে উহাঁদিগের তর্পণ হইবে না; হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা আকাশ-গঙ্গাকে আনয়ন পূর্ব্বক, তাঁহার পরম পাবন জলে ইহাঁদিগের তর্পণ কর। ইহাঁদিগের শরীর ভস্মরাশীকৃত হইয়া বিলুপ্ত হইলেও ইহাঁরা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবেন। তুমি যজ্ঞীয়াশ্ব লইয়া যাও—তোমার পিতামহের যজ্ঞসমাপন কর। অংশুমান অশ্ব লইয়া রাজ সমক্ষে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা তেমন দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়াও যথাবিধি যজ্ঞ সমাপন করিলেন এবং তদনন্তর বহুকাল রাজ্য করিয়া উপরত হইলেন।

সগর রাজা স্বর্গগত হইলে প্রজাবর্গ এবং মন্ত্রিবর্গ অংশুমানকে রাজা করিয়াছিলেন। অংশুমান স্বপুত্র দ্বিলিপের (১) প্রতি রাজ্য পালন ভার সমর্পণ করিয়া হিমবান পর্ব্বতের শিখর প্রদেশে বত্রিশ লক্ষ বৎসর (২) ব্যাপিয়া ঘোর তপশ্চরণ করত কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। রাজা দ্বিলিপ ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর রাজ্য পালন এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের ব্রহ্মদণ্ড হইতে উদ্ধার চিন্তন করত স্বপুত্র ভগীরথের অভিষেকসাধন করিলেন, এবং ব্যাধি পীড়িত হইয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। পরে রাজর্ষি ভগীরথ মন্ত্রিদিগের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া গঙ্গাবতরণার্থে গোকর্ণ নামক তীর্থে উর্দ্ধবাহু এবং

তাৎপর্য্যার্থ।

১। দ্বিলিপ—দ্বাভ্যাং লিপ্যতে ইতি দ্বিলিপঃ অর্থাৎ পূর্ব্ব এবং অপর মন্বন্তরান্ত সন্ধ্যাংশঃ, দুই মন্বন্তর যাহাতে লিপ্ত হয়—"লিপশ্লেষণে ধাতুঃ।" ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে দ্বিলিপ নামটী ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখিত হইয়াছে। যথা 'দ্বিলীপ' 'দিলীপ' 'দিলিপ'।

২। ৩২-লক্ষ বৎসর———দেবমানের সত্যযুগ চারি হাজার বৎসরকে

পঞ্চতপ মধ্যস্থ হইয়া মাসান্তে একবার মাত্র আহার গ্রহণ করত সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। ভগবান ব্রহ্মা সুপ্রীতি পূর্ব্বক দেবগণের সহিত নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন,হে মহারাজ ভগীরথ! তোমার সুচরিত এবং তপস্যার দ্বারা অতি প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম—তুমি বর প্রার্থনা কর। রাজা ভগীরথ পুটাঞ্জলি হইয়া কহিলেন—যদি এ তপস্যা ফলপ্রাপ্তির যোগ্য হয়, এবং যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে দুইটী বর প্রার্থনা করি—প্রথম বর এই—সগর সন্তানগণ আমা হইতে জল প্রাপ্ত হউন, উহাঁদিগের দেহ-ভস্ম গঙ্গাজলে আর্দ্র হইলে উহাঁরা চিরস্বর্গী হইবেন। আর দ্বিতীয় বর এই—ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ যেন কখন সন্তান অভাবে অবসন্ন না হয়েন,অন্য প্রার্থনা নাই। রাজার এই বাক্য শুনিয়া ভগবান ব্রহ্মা তাঁহার প্রতি অতি সুমিষ্ট বাক্যে কহিলেন—হে ভগীরথ! (৪) তোমার অভীষ্ট অতি মহৎ, ইহা সিদ্ধ হউক—গঙ্গা হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, তাঁহার পতন-বেগ সহনে পৃথিবী অক্ষমা, বিনা শ্রীমহাদেব অন্য কেহই গঙ্গার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। অতএব তাঁহার ধারণার্থে শ্রীমহাদেবের আরাধনা কর। ভগীরথের প্রতি এই অনুমতি করিয়া দেবগণ সহ ব্রহ্মা স্বধামে গমন করিলেন। ব্রহ্মা গমন করিলে,ভগীরথ রাজা অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ মাত্র দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া সঙ্কল্পিত সম্বৎসর তপশ্চরণ করিলেন। বৎসর পূর্ণ হইলে ভগবান দেবদেব রাজাকে কহিলেন--হে ভগীরথ! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইলাম। তোমার প্রীতির নিমিত্ত আমি মস্তক দ্বারা গঙ্গা ধারণ করিব। অনন্তর, সর্ব্বলোকের নমস্কৃতা গঙ্গা অতি বৃহৎরূপ ধারণ করত দুঃসহবেগে আকাশ হইতে শিবমস্তকে পতিতা হইলেন। পতনানন্তর গঙ্গা চিন্তা করিলেন, আমি আপন স্রোতোবেগ দ্বারা শ্রীমন্মহাদেবকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিব। তাঁহার এই মানসিক গর্ব্ব জানিয়া ভগবান শঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে লুক্কায়িত করিতে মনন করিলেন। গঙ্গা জটা সমূহযুক্ত রুদ্রদেবের মস্তক হইতে পরম যত্নপরা হইয়াও পৃথিবী গমনে সমর্থা হইলেন না এবং বহুকাল পর্য্যন্ত

তাৎপর্য্যার্থ।

৪। ভগীরথঃ—ভানি রাশীন্ নক্ষত্রানি চ গীরথয়তি জীববৎ করোতি ভগীরথো রাশি-নক্ষত্র-প্রকাশকো কালঃ।

জটামণ্ডল মধ্যেই ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভগীরথ রাজা গঙ্গার দর্শন না পাইয়া পুনর্ব্বার হরের আরাধনা করিলে, ভগবান রুদ্রদেব পরিতুষ্ট হইয়া বিন্দু সরোবরের অভিমুখে গঙ্গার পথ দিলেন। গঙ্গা বহির্গতা হইলে তাঁহার সাতটী স্রোতঃ হইল। তাহার মধ্যে হ্লাদিনী, পাবনী, নলিনী এই তিন স্রোতঃ পূর্ব্বদিক্‌গামী হইল। সুরক্ষঃ, সীতা, এবং সিন্ধু নামক তিন স্রোতঃ পশ্চিমদিঙ্মুখে গমন করিল। সপ্তম স্রোতঃ ভগীরথ রাজার রথের পশ্চাদ্গামী হইল। ঐ স্রোতঃ আকাশ হইতে শিবের শিরোগত হইয়া পৃথিবী মণ্ডলে অবতরণ করত তীব্র শব্দ সহকারে নানাস্থানে নানা প্রকার গতি দ্বারা গমন করিতে লাগিল। দেব, দেবর্ষি,গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলে শিবাঙ্গ হইতে পতিত সেই গঙ্গাজল অতি পাবন জানিয়া তাহা স্পর্শ করিলেন। যাহারা শাপ বশতঃ স্বর্গ হইতে বসুধাতলে পতিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা গঙ্গাজলে প্রথ্যালিত হইয়া বিগতপাপ এবং স্বর্গপ্রাপ্ত হইলেন। পরে গঙ্গা জহ্নু (৫) নামক মুনির যজ্ঞস্থান প্লাবিত করিলে, জহ্নু তাঁহার গর্ব্ব দেখিয়া সমুদায় স্রোতোবারি পান করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর দেব গন্ধর্ব্বাদি সকলে অতি বিস্মিত হইয়া গঙ্গাকে জহ্নুকন্যা বলাতে জহ্নুমুনি তুষ্ট হইয়া আপনার উভয় কর্ণপথ দ্বারা তাঁহাকে বহির্গত করিলেন। গঙ্গা ভগীরথের পশ্চাদ্গমন করত সাগরে মিলিয়া পাতাল-গতা হইলেন। রাজা ভগীরথ পূর্ব্ব পিতামহদিগের দেহ-ভস্মরাশি দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। ঐ ভস্মরাশি গঙ্গাজলে পরিসিক্ত হওয়াতে ভগারথের পূর্ব্ব পিতামহেরা পবিত্র হইয়া চির-স্বর্গবাসী হইলেন। ভগবান ব্রহ্মা ভগীরথের প্রতি কহিলেন—তোমা হইতে এই ষষ্টি সহস্র সগর সন্তান পবিত্র হইয়া দেবতাদিগের ন্যায় স্বর্গবাসী হইল, যাবৎ সাগরে জল থাকিবে, তাবৎ ইহাঁরা দেবতাদিগের সহিত স্বর্গবাসী থাকিবেন। এই গঙ্গা তোমার জ্যেষ্ঠা পুত্রীরূপে ভাগীরথী নামে খ্যাতা হইবেন, আকাশ হইতে শঙ্করসিরোলগ্না, পরে পৃথিবীগতা, অনন্তর পাতালগতা হইয়াছেন, এই জন্য ইহার নাম ত্রিপথগামিনীও হইবে। তুমি এই জলে তর্পণ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পূরণ কর। রাজা ব্রহ্মবাক্যে

তাৎপর্য্যার্থ।

৫। জহ্নুঃ—জং, বেগং, হ্নুতে, গোপয়তি ইতি জহ্নুঃ অর্থতো মহা-হ্রদঃ।

হৃষ্ট হইয়া গঙ্গাজলে স্নান তর্পণাদি করিলেন। পরে স্বপুরে গমন করিয়া যথোচিত রূপে রাজ্য পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (১)

বিশ্বামিত্রের পরম পবিত্র গঙ্গাবতরণ কথা শ্রবণে লক্ষ্মণ সহিত শ্রীরাম বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন—ভগবন্! পরম পবিত্র গঙ্গাবতরণ এবং তজ্জল দ্বারা সাগর পূরণ কথা কি আশ্চর্য্য! ইহার অনুচিন্তনে রাত্রি ক্ষণকালের

তাৎপর্য্যার্থ।

১। সগর অহং বোধ মাত্রের বাচক, তাহা হইতে নিবৃত্তি সহকারে সাত্বিকাহঙ্কার অসমঞ্জস্ প্রাদুর্ভূত হয় এবং তাহা হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতা জন্মে। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতার প্রধান, চক্ষুর অধিষ্ঠাতা সূর্য্য—ইনিই অংশুমান। ইনি মন্বন্তরাবচ্ছিন্ন কাল রাজত্ব করিয়া অর্থাৎ প্রকাশ থাকিয়া, পরে হিমমাত্রব্যাপ্ত স্থানে তপশ্চরণ করেন, অর্থাৎ সম্বর্ত্তকাদি মেঘগণ কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া থাকেন। সেই সময়ে দ্বিলিপের অর্থাৎ পূর্ব্ব মন্বন্তরান্ত এবং পর মন্বন্তরাদি সন্ধ্যাকালের অধিকার হয়। তদনন্তর, রাশি নক্ষত্রাদি প্রকাশের প্রকৃত কাল ভগীরথ উপস্থিত হইলে, ক্রমে মেঘ সমূহ বৃষ্ট হইয়া পর্ব্বত শিরোদেশ পরিপূর্ণ করে। সকলের আদি-নদী সুরধুনী গঙ্গা দক্ষিণ দিঙ্মুখে (অর্থাৎ যে দিকে নক্ষত্রাদির প্রথম প্রকাশ হয় সেই দিঙ্মুখে) প্রধাবিত হয়েন। মহা হ্রদ সকলে পতিতা হইলে স্রোতোবেগ গোপায়িত হইয়া যায়, এবং হ্রদ পূর্ণ হইয়া উঠিলে তাহার কল্পিত মস্তকের অর্থাৎ প্রকাণ্ড শৈলের দুই পার্শ্বরূপ দুই কর্ণ দ্বারা গঙ্গা নির্গতা হইয়া ক্রমে সাগর প্রাপ্তা হয়েন।

গঙ্গা জলাভিষেকে সগর সন্তানগণ অর্থাৎ কাম ক্রোধাদি, দেবগণের সহবাসে দেবতাদিগের তুল্য কাল পর্য্যন্ত স্বর্গী হয়েন। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, কাম ক্রোধাদি কেবল মানব লোক এবং পাতাল লোক ব্যাপ্ত নহে। উহারা স্বর্গলোকেও বিশিষ্টরূপে ব্যাপক। মর্ত্ত্যলোকে যজ্ঞ করণেচ্ছাধীন যজ্ঞাগ্নি (কপিলদেব) প্রাদুর্ভূত হইলে, কাম ক্রোধাদি ভস্ম হইয়া যায়। পরন্তু স্বর্গলোকে যজ্ঞাধিকার না থাকায় তাহা হয় না। অতএব কামাদির চিরস্বর্গ বর্ণিত হইল।

ন্যায় গত হইল ; এক্ষণে এই ত্রিপথ-গামিনী নদী আমরা উত্তীর্ণ হই—আপনি এস্থলে আসিয়াছেন জানিয়া ঋষিদিগের ঐ সুখাসনযুক্ত নৌকা আগতা হইল। শ্রীরামবাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র পরিবারবর্গ সহিত পর পারে গমন করিলেন। গঙ্গার উত্তর তীরে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য ঋষিগণের সন্মান করণানন্তর গঙ্গাকূলে বিশালা পুরী দর্শন করিলেন। পরে শ্রীরাম ঐ পুরীর কথা এবং তাহা কোন্ রাজবংশের দ্বারা অধ্যুষিত জিজ্ঞাসা করিলে মুনি কহিলেন।——হে শ্রীরাম! এই বিশালা (১) পুরীর বিবরণ আমি শক্রস্থানে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সত্য যুগে দিতি-পুত্রগণ এবং অদিতিপুত্রগণ মহা বীর্য্যশালী, মহা বলবান এবং পরম ধর্ম্মিক ছিলেন। তাঁহারা কিরূপে নীরোগ ও সন্তাপশূন্য এবং অমর হইবেন, এই ভাবনা করত স্থির করিলেন যে, ক্ষীরোদ (২) মন্থন পূর্ব্বক তাহার রস প্রাপ্ত হইলে সেই রসপানে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। পরে মন্দরকে (৩) মন্থন-দণ্ড এবং বাসুকিকে (৪) মন্থন-রজ্জু করিয়া বহু বৎসর পর্য্যন্ত মন্থন করাতে বাসুকির বহু মুখ হইতে অতি ভয়ানক ঘোর বিষ নির্গত হইল, এবং দন্ত দ্বারা শিলা দংশন করাতে অগ্নিতুল্য হলাহল (৫) উত্থিত হইল। ঐ বিষের প্রভাবে সমস্ত জগৎ দগ্ধপ্রায় দেখিয়া দেবগণ পরম কল্যাণকর মহাদেবের (৬) শরাণাপন্ন হইয়া ত্রাহি ত্রাহি ধ্বনি পূর্ব্বক

তাৎপর্য্যার্থ।

১। বিশালা—সমস্ত বিশ্বঃ।

২। ক্ষীরোদঃ—সুদৃশ্য সুস্বাদাদি পদার্থ-নিচয়ের সংযোগ প্রযুক্ত সমুদ্র তুল্য সংসারেরই বোধক—সংসার-সমুদ্রঃ।

৩। মন্দরঃ—স্বর্গঃ—আভিধানিক অর্থ

৪। বাসুকিঃ—বসুনা রত্নেন কায়তি—ইতি বাসুকিঃ পৃথিবীগত সমস্ত রত্নরাজি অর্থাৎ ধাতু, ওষধি, বৃক্ষ, পশু পক্ষ্যাদি সমুদায় দ্রব্য-সমষ্টিঃ।

৫। হলাহলঃ—হলেন—আ হলতি বিলিখতি হলাহল—পৃথিবী-কর্ষণ-জাত বস্তু।

৬। মহাদেবঃ—জগৎগুরুঃ—উপদেষ্টা।

স্তুতিবাদ করিলে, শঙ্খচক্রধর ভগবান বিষ্ণু প্রাদুর্ভূত হইয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে ভগবান রুদ্রের প্রতি কহিলেন—দেবগণ কর্ত্তৃক ক্ষীরোদ মন্থন হওয়াতে যাহা প্রথম উত্থিত হইল, তাহা তোমার ভাগ; যেহেতু তুমি সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ—আপনার অগ্রপূজা সংস্থাপন পূর্ব্বক ঐ বিষভাগ গ্রহণ কর। ভগবান বিষ্ণু ইহা কহিয়া অন্তর্হিত হইলে, ভগবান্ রুদ্র, দেবগণের ভয় দেখিয়া এবং ভগবান বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, ঐ ঘোর হলাহল বিষভাগকে অমৃত তুল্য করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর পুনর্ব্বার মন্থন আরম্ভ হইলে, মন্থন দণ্ড মন্দর পর্ব্বত পাতালে প্রবিষ্ট হইল, অতএব দেবগণ ভগবান বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আপনি সকল প্রাণির বিশেষতঃ দেবতাদিগের গতি। আমাদিগের পালনার্থে এই পর্ব্বতের উদ্ধার করুন্। ভগবান বিষ্ণু কমঠ (১) মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পর্ব্বতকে পৃষ্ঠদেশে রাখিলেন এবং ক্ষীরোদে অবস্থান পূর্ব্বক স্বীয় বিচিত্র শক্তি প্রভাবে এক হস্ত দ্বারা পর্ব্বতের অগ্রভাগও ধারণ করিলেন। বহুবর্ষ এইরূপে মন্থন করাতে আয়ুর্ব্বেদ ধন্বন্তরি (২) নামে পুরুষের রূপে এক হস্তে দণ্ড অপর হস্তে কমণ্ডলু লইয়া উত্থিত হইলেন এবং বহু কোটি কোটি অপ্সরা (৩) এবং তাহাদিগের অগণ্য পরিচারিকাগণ উত্থিত হইল। তাহাদিগকে কেহ বিবাহ ধর্ম্মে গ্রহণ না করাতে তাহারা সাধারণ হইল। তৎপরে বরুণ কন্যা বারুণী (৪) বিবাহেচ্ছায় প্রকটিত

তাৎপর্য্যার্থ।

১। কমঠঃ—কে সংসার-সমুদ্র জলে মঠো নিবাসো যস্য স কমঠঃ জগৎ-পালকঃ।

২। ধন্বন্তরি—ধন্বন্ শিল্প শাস্ত্র তস্য অন্তমিয়র্ত্তি—ধন্বন্তরি—অর্থাৎ শিল্প-শাস্ত্রসমূহের-চরম-জ্ঞান। আয়ুর্ব্বেদঃ।

৩। অপ্সরা—সংসার রসের আলোচনাধীন-জাত শুভাশুভ নানা ইন্দ্রিয় বৃত্তি।

৪। বারুণী—বরুণকন্যা সুরা মদ্যং; সুরা-নিষেধক বিধিবাক্য দেবগণের প্রতি প্রবৃত্ত নহে। এই জন্য সুরা দেবগণের স্বীকৃত।

হইল। দিতির পুত্রগণ তাহাকে স্বীকার করিল না, অদিতির পুত্রগণ তাহাকে অনিন্দিতা জানিয়া স্বীকার করিল। সুরার অস্বীকার প্রযুক্ত দৈত্যগণ অসুর এবং সুরার স্বীকার প্রযুক্ত দেবগণ সুর নামক হইল। সুরগণ বারুণী গ্রহণপূর্ব্বক সদা হৃষ্ট প্রহৃষ্ট থাকিলেন। তৎপরে অশ্বশ্রেষ্ট উচ্চৈশ্রবা(৫) মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভ (৬) এবং সর্ব্বশেষে অমৃত উত্থিত হইল। ঐ অমৃতের নিমিত্ত দেব দানবগণের মহা যুদ্ধ হয়। সেই কালে অসুর রাক্ষসের (৭) ঐক্য হয়। যখন দিতিপুত্র এবং অদিতিপুত্রগণের ঘোর যুদ্ধ হইয়া উভয় পক্ষই ক্ষয় প্রাপ্তপ্রায় হইল, সেই কালে ভগবান বিষ্ণু কাম-মোহ-জননী মায়া (৮) বিস্তার করত অমৃত হরণ করিলেন। যে কেহ অমৃত লইবার জন্য বিষ্ণুর অভিমুখে গমন করিল, বিষ্ণু অপর কোন রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে নষ্ট করিলেন। এই যুদ্ধে দেবগণ দৈত্যগণকে হনন করিল। ক্রমশঃ বহুতর দিতিপুত্রগণের বিনাশ করিয়া ইন্দ্র রাজ্য প্রাপ্তি পূর্ব্বক হর্ষযোগে সমুদায় লোক শাসন করিতে লাগিলেন। (৯)

তাৎপর্য্যার্থ।

৫। উচ্চৈঃশ্রবা—উচ্চৈঃ শ্রবা যশো যস্য—অর্থাৎ যশোভিলাষঃ।

৬। কৌস্তভঃ—কৌ-জগতি স্তোভতে তিষ্ঠতি সএব কৌস্তভঃ পুণ্য কর্ম্ম।

৭। অসুর, রাক্ষস—অসুর মুক্তির উপায় সমূহ। রাক্ষস—ভ্রম, আলস্য ভয়াদি, জড় লক্ষণ সমূহ।

৮। মোহিনী মায়া—মোক্ষ-গোপিনী কাম সম্মোহাদি ভগবৎ শক্তি।

৯। দেব দৈত্য সকলে নানা দুঃখা-ভিঘাতে পরিক্লিষ্ট হইয়া কি উপায়ে সুখী, নীরোগ এবং অমর হইতে পারিব, এই চিন্তা করত সংসার-সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হয়। ঐ কার্য্যের প্রবর্ত্তক করণ দুইটী—এক, অজরামরত্বের বা স্বর্গের ভাব অর্থাৎ 'মন্দর'; অপর, পৃথিবীস্থিত যাবতীয় দ্রব্য সমষ্টি অর্থাৎ 'বাসুকি'। মন্থনের আরম্ভ মাত্রেই অর্থাৎ দ্রব্যের গুণাগুণ বিচারের প্রবৃত্তি মাত্রেই, জড় ধর্ম্ম সকলের বিভিন্নতা বোধ বিষরূপে এবং তাহাদিগের ব্যবহারিক ভেদ, হলাহলরূপে উত্থিত হয়। ভগবান্ জগদ্গুরু কর্ত্তৃক ঐ বিভিন্নতা

এই ঘোর দেবাসুর যুদ্ধে দিতির বহু পুত্রগণ মৃত হওয়াতে দৈত্যমাতা

তাৎপর্য্যার্থ।

এবং ভেদ-জ্ঞান বিনষ্ট না হইলে অর্থাৎ ঐ বাহ্য বিভিন্নতার মধ্যে একত্ব-জ্ঞানরূপ অমৃতের সঞ্চার না হইলে, জগৎ দুঃখে দগ্ধ হয়। কিন্তু ভেদ-বুদ্ধির রাহিত্য হইলেই যে, মন্থন কার্য্য অর্থাৎ সংসারের দ্রব্য-বিচারণ-কার্য্য সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে, তাহা নহে। অভেদ বোধের সাক্ষাৎ প্রথম ফল এই যে, স্বর্গ সম্বন্ধীয় যে ভাবের আলম্বনে কার্য্যারম্ভ হইয়াছিল, সেই ভাবটী অপকর্ষ প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ মন্দর স্বয়ং পাতালে প্রবেশ করিতে থাকে। তখন ভগবান্ স্বয়ং এই সংসারে বিরাজ করিতেছেন, এবং স্বর্গসম্বন্ধীয় উৎকর্ষ ভাবগুলির উর্দ্ধাধোরূপ অবলম্ব হইয়া আছেন, এই প্রতীতি দৃঢ় না হইলে আর কোন যত্নই হয় না—অর্থাৎ পালনকর্ত্তা বিষ্ণু কমঠরূপে মন্দরের অধোভাগ এবং স্বহস্ত দ্বারা তাহার উর্দ্ধদেশ ধারণ না করিলে, মন্থনকার্য্য চলিতে পারে না।

পরন্তু, ভগবান্ সংসারে আছেন, এবং স্বর্গ সম্বন্ধীয় বোধ সকল তাঁহারই হস্তধৃত অতএব অলীক নহে—এইরূপ জ্ঞান দৃঢ় হইয়া বস্তুগুণের বিচার চলিতে থাকিলে সকল শিল্প-শাস্ত্রের শিরোভূত যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র তাহার জন্ম হয়, অর্থাৎ 'ধন্বন্তরি উঠেন'—তিনি তপস্যাপরায়ণ এবং ব্রহ্মচারী—অস্ত্র চিকিৎসাযন্ত্ররূপ দণ্ড এবং ভেষজপাত্ররূপ কমণ্ডলু তাঁহার হস্তস্থিত। তাহার পর অতি তরল ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল ও 'অপ্সরা'রূপে উঠে। তদনন্তর 'উচ্চৈঃশ্রবা' অথবা সংসারে যশের চিরস্থায়িত্ব এবং 'কৌস্তুভ' অথবা কৃতপুণ্য কর্ম্মের অবিনশ্বরত্ব অনুভূত হইয়া যায়। মনের হর্ষ, প্রহর্ষ বা মদ্যও উপস্থিত হয়। উহা দেবতারা অর্থাৎ যাঁহারা জগতের স্থিতি-পক্ষপাতী, তাঁহারাই গ্রহণ করেন, অসুরেরা অর্থাৎ যাঁহারা মুক্তি পাইবার জন্য সচেষ্ট, তাঁহারা সংসার মন্থন-জনিত আনন্দের উপভোগে রত হয়েন না। কিন্তু প্রকৃত অমৃত বা মুক্তি যাহা সংসার মন্থনেই লভ্য, অসুরেরা তাহাও প্রাপ্ত হয় না; 'রাক্ষসেরা' অর্থাৎ মোহধর্ম্ম সকল আসিয়া তাহাদিগের সহিত যোগ দেয়—অর্থাৎ তাহারা মুক্তিমাত্র পাইবার নিমিত্ত নিষ্ক্রিয় এবং অলস ও ভীত এবং প্রমাদযুক্ত হইয়া পড়ে। সংসারকার্য্য সমূহ হইতে মুক্তিকে পৃথক্‌ভূত জ্ঞান

দিতি (১) দুঃখার্ত্তা হইয়া স্বপতি কশ্যপ (২) নামক মুনির সাক্ষাতে নিবেদন করিলেন—ভগবন্! মহাভাগ্যবান তোমার ইন্দ্রাদি পুত্র কর্তৃক আমি হতপুত্রা হইয়াছি। আমি ইন্দ্রকে নাশ করিতে পারে, এমন পুত্র পাইতে বাঞ্ছা করি। আমি তপশ্চরণ করিব, আপনি পুত্রদানে অনুমত হউন। কশ্যপ উত্তর করিলেন—যদি পূর্ণ সহস্র বৎসর শুচি থাকিতে পার, তাহা হইলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। পরে কশ্যপ তপস্যা করিতে গেলেন। দিতি এই দেশে ঘোর তপস্যা করিতে লাগিলেন, এবং ইন্দ্র (৩) অতি সাবধানে তাঁহার পরিচর্য্যারম্ভ করিলেন। তিনি অগ্নি এবং সমিধ ও কুশ, জল, ফল, মূল প্রভৃতি আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য সকল তৎক্ষণাৎ উপস্থিত করেন, আর পরিশ্রান্তি শমতার্থ গাত্র সম্বাহনাদিও করেন। সহস্র বৎসরের কিছুমাত্র অবশেষ থাকিতে, দিতি অতি হর্ষযোগে ইন্দ্রকে বলিলেন, আমার তপশ্চরণের অবশেষ দশ বৎসর মাত্র আছে, তাহার পর তুমি তোমার ভ্রাতাকে দেখিবে, যাহাকে আমি তোমার নিমিত্ত ধারণ করিতেছি। হে পুত্র! তুমি সেই ত্রৈলক্য-বিজয় তোমার ভ্রাতার সহিত পরম সুখে ত্রৈলোক্য রাজ্য ভোগ করিবে। পরে কোন দিবস সম্পূর্ণ মধ্যাহ্ন সময়ে, দিতি নিদ্রাপরবশতায় শয্যার পাদ-স্থানে মস্তক এবং মস্তকের স্থানে চরণ রাখিয়া নিদ্রিতা হইলেন। এই বিপরীত শয়ন

তাৎপর্য্যার্থ।

করা, অর্থাৎ মুক্তিকে একটী খণ্ডপদার্থ মনে করা ভগবানের মোহনা মায়া। সেই মায়া কর্তৃক সংগোপিতা হইয়া মুক্তি বা অমৃত ভগবান্ বিষ্ণুর নিকটেই থাকে। সমুদায়ের সার কথা এই—আপনাকে জীবন্মুক্ত বা অমৃত বোধ পূর্ব্বক সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করাই মুক্তি পাইবার এক মাত্র পথ। উচ্চৈঃশ্রবা বা যশঃ ইন্দ্রের বাহন হইয়া দেবকার্য্যে অর্থাৎ সংসারের রক্ষা-কার্য্যে, এবং পুণ্যকর্ম্ম সমুদায় কৌস্তভরূপে অর্থাৎ জগন্ময় ভগবানের বক্ষঃ-দেশে চিরকাল বিরাজ করিতে থাকে।

১। দিতি—দো ষ চ্ছেদে ধাতুঃ, খণ্ডবস্তু, যথা সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন। পৃথিবী দ্বারা খণ্ডিত আকাশভাগকেও দিতি শব্দে বুঝা যায়।

২। কশ্যপঃ—কশ্যং মদ্যং আনন্দং পিবতি ইতি কশ্যপো জীবাত্মা।

৩। ইন্দ্রঃ—ইদি ঐশ্বর্য্যে, সর্ব্ব দেবশক্তিঃ, প্রকরণ বশাৎ অগ্নিশক্তিঃ।

জন্য তিনি অশুচি হইলেন। ইন্দ্র বজ্রসহ তাঁহার উদর মধ্যে প্রবেশানন্তর বজ্রদ্বারা গর্ভকে সপ্ত খণ্ড করিলে গর্ভ রোদনারম্ভ করিল; তাহাতে দিতির নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং ইন্দ্র গর্ভের প্রতি মারুদঃ মারুদঃ বলিতে বলিতে ঐ সপ্ত খণ্ডের প্রত্যেককে পুনঃ সপ্ত খণ্ড করিলেন। দিতি হনন করিও না, হনন করিও না, পুনঃ পুনঃ বলাতে ইন্দ্র দিতি বাক্যের গৌরব রক্ষা করিয়া উদর হইতে বহিরাগমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া কহিলেন, আপনি অশুচি হইয়া নিদ্রিতা হইয়াছিলেন, এই ছিদ্র পাইয়া, যুদ্ধে ইন্দ্রহন্তা হইবে বলিয়া যে গর্ভধারণ করিয়াছিলে, তোমার সেই গর্ভকে সপ্তখণ্ড করিয়াছি, এই অপরাধ ক্ষমা করুন। দিতি ইন্দ্রকে অতি দুদ্ধর্ষ জানিয়া পরম দুঃখিত মনে বিনয়-বাক্যে কহিলেন— আমার দোষেই গর্ভ খণ্ডিত হইল, এ বিষয়ে তুমি অপরাধী নহ। এক্ষণে এই কর্ম্ম যাহাতে তোমার এবং আমার উভয়ের প্রীতিজনক হয়, তাহা করা যাউক। সপ্ত মরুতের সপ্ত ভাগে উৎপন্ন উনপঞ্চাশৎ মরুৎ তোমার স্থান-পালক হউক। সপ্তমরুৎ বাতিস্কন্ধরূপ হইয়া স্বর্গে পর্য্যটন করুক এবং মারুত নামে খ্যাত হইয়া দেবরূপ হউক। সপ্তধা বিভক্ত এক বাতস্কন্ধ, ব্রহ্ম-লোকে, (৪) দ্বিতীয় বাতস্কন্ধ, ইন্দ্রলোকে (৫) তৃতীয় বাতস্কন্ধ, অন্য স্বর্গে (৬) এবং আকাশে (৭) আর চারি বাতস্কন্ধ, চতুর্দ্দিকে তোমার বাক্ প্রয়োগাধীন হইয়া বিচরণ করুক। ইহারা মরুতনামা হইল। ইন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া কহি-লেন—আপনি যাহা যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহা সকলই হইবে। তোমার এই সন্তানগুলি দেবরূপে পর্য্যটন করিবে। দিতি এবং ইন্দ্র উভয়ে কৃতার্থ হইয়া স্বর্গযাত্রা করিলেন। এই দেশ ইন্দ্রের পরিচর্য্যা ভূমি। (১)

তাৎপর্য্যার্থ।

৪। ব্রহ্মলোক—শিরোদেশ।

৫। ইন্দ্রলোক—জঠরাগ্নি স্থান।

৬। অন্যস্বর্গ—শিরোদেশ এবং জঠরদেশ ভিন্ন শরীরের অপরাপর অংশ।

৭। আকাশ—হৃদয়স্থান।

১। কাম্য বা নিষ্কাম কোন তপস্যা অঙ্গ ভঙ্গে সর্ব্বতোভাবে বিফল হয় না। বায়ুর দিতি-সন্তানতা প্রযুক্ত দৈত্যত্ব উচিত। পরন্তু ব্রত-ভঙ্গ প্রযুক্ত

ইক্ষ্বাকু হইতে অলম্বুষা নাম্নী গন্ধর্ব্বীতে বিশাল নামক পুত্র জন্মেন। তিনি এই প্রদেশে বিশালাপুরী প্রকাশ করেন। বিশালাবাসী রাজগণ দীর্ঘায়ুঃ এবং মহাত্মা ও বীর্য্যবান ও সুধার্ম্মিক। এই স্থানে এক নিশা সুখে যাপন করিয়া পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে জনক রাজার সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত।

বিশালার রাজা সুমতি, বিশ্বামিত্র মহর্ষি নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া উপাধ্যায় এবং বান্ধববর্গের সহিত আগমনপূর্ব্বক বিশ্বামিত্রের অত্যুৎকৃষ্ট পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসানন্তর কহিলেন—ভগবন্! অদ্য আমার রাজ্য মধ্যে আপনাকে দর্শনগোচর করায় আমি আপনার অনুগৃহীত হইয়া ধন্য হইলাম, পরে নানা কথান্তে বলিলেন—ভগবন্! এই দুই সুকুমার সাক্ষাৎ দেবপরাক্রমী, ইহাঁরা ধীর অথচ দ্রুত-স্বচ্ছন্দ-গতি-বিশিষ্ট, পদ্মদলের ন্যায় আয়ত চক্ষু, খড়্গ, তূণ, ধনুর্ধারী, সাক্ষাৎ অশ্বিনীকুমারের ন্যায়, উপস্থিত যৌবনাবস্থ, দেবলোক হইতে কোন ইচ্ছাবশতঃ পৃথিবী-লোক-প্রাপ্ত দুই দেবতার ন্যায়, কোন্ কারণে, কি প্রকারে এই দেশে পাদচারে আগত হইয়া যেমন চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশকে শোভিত করেন, তদ্রূপ পৃথি-

তাৎপর্য্যার্থ।

উহার দৈত্যত্বের ব্যাঘাত হইল। উহার সংসার নাশক ধর্ম্ম হইল না। উহার লোক-পালনত্ব বর্ণনে দেবত্ব কথিত হইল। উনপঞ্চাশৎ খণ্ডে খণ্ডিত হইলেও যে মৃত হইল না, তাহাতে তপশ্চরণেয় ফল কথিত হইল।

ফলতঃ বায়ুতে দেবত্ব এবং দৈত্যত্ব উভয় ধর্ম্মই বিদ্যমান। উহা ইন্দ্র কর্তৃক বিভাজিত, সুতরাং রোদনশীল এবং চঞ্চল এবং চাঞ্চল্য প্রযুক্ত অস্থির-তাজনক, সুতরাং সমাধির ব্যাঘাতক। ইহাতেই বায়ুর দেবত্ব।—কিন্তু প্রণায়ামদ্বারা উহাকে দমন করিয়া স্থির করিতে পারিলে, যোগসিদ্ধি হওয়াতে বায়ুর দৈত্যত্বও নির্দ্ধারিত হয়। এই প্রকরণ হইতে উল্লিখিত ফলিতার্থ ভিন্ন, বাহ্য ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে অধিকতর উপলব্ধি এই হয় যে, দিতি বা আকাশ হইতে বায়ুর জন্ম এবং সেই আকাশের মধ্যে মেঘবর্ত্ম বা ইন্দ্রের পথ হওয়াতেই মরুদ্বর্ত্ম বা বায়ুপথ বিভিন্ন হইয়া সপ্ত সপ্তধা হইয়া গিয়াছে। এক একটী বাতস্কন্ধ, এক একটী আকাশ-ভাগ বিশেষ।

বীকে শোভিত করিতেছেন ? ইহাঁরা শরীরসৌষ্ঠব এবং আশা ও তদ্ব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী দ্বারা পরস্পর পরস্পরেরই সমান। অর্থাৎ ইহাঁদিগের সমান ব্যক্তি নাই। কি কারণে অতি প্রশস্তাস্ত্রধারী এই দুই মহাপুরুষ এই দুর্গম পথে উপস্থিত, তাহা জানিতে ঔৎসুক্য হইতেছে। রাজবাক্য শ্রবণানন্তর মহামুনি শ্রীরাম লক্ষ্মণের জন্মাবধি তাড়কা এবং সুবাহুর বধ, মারীচ-নিরাকরণ, যজ্ঞ-রক্ষাদি তাবৎ বৃত্তান্ত কহিলে, সুমতি রাজা অতি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দশরথ-পুত্রদ্বয়কে পরমাতিথি জানিয়া যথাবিধি পূজা করিলেন। বিশ্বামিত্রের সহিত শ্রীরাম লক্ষ্মণ পরমাদৃত হইয়া সেই স্থলে রাত্রি যাপনান্তে পর দিন মিথিলা গমন করিলেন। মুনিগণ জনক রাজার পুরী দর্শন করিয়া বহু সাধুবাদ দ্বারা তাহার প্রশংসা করিলেন।

সেই সময়ে মিথিলা নগরের উপবন মধ্যে প্রাচীন এবং জনশূন্য অতি মনোহর একটী আশ্রম দেখিয়া শ্রীরাম জিজ্ঞাসা কনিলেন—এই স্থল, আশ্রম-তুল্য—কিন্তু মুনিবর্জ্জিত ; ইহা কাহার পূর্ব্বাশ্রম তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। বিশ্বামিত্র কহিলেন—এই আশ্রম গৌতম (১) মুনির। কোপপারবশ্যে তাঁহাকর্ত্তৃক ইহা অভিশপ্ত হইয়া আছে। গৌতম ঋষি স্বভার্য্যা অহল্যার (২) সহিত এই আশ্রমে বহুকাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র (১) এক দিন আশ্রমটীকে মুনিরহিত দেখিয়া স্বয়ং গৌতমের বেশ ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন—রে অহল্যে ! রতিমাত্র প্রার্থক জনেরা ঋতুকালের (৪) প্রতীক্ষা করে না, আমি এক্ষণে তোমার সঙ্গ বাঞ্ছা করি। অহল্যা, দেবরাজ আমাতে অভিলাষ করেন, এই আনন্দে ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াও তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইল এবং আপনাকে কৃতার্থ মানিয়া দেবরাজকে কহিল—আপনি কৃতকার্য্য হইলেন, এক্ষণে আশ্রম হইতে গমন করুন, এবং আপনাকে ও আমাকে মুনির অভিসম্পাত হইতে রক্ষা করিবার উপায় করুন।

তাৎপর্য্যার্থ।

১। গোতম—অতিশয়েন গৌ—অর্থাৎ অতি প্রবল অনড্বান।
২। অহল্যা—হলেন অকৃষ্টা ভূমিঃ যে ভূমিতে হলচালন হয় নাই। অনূপভূমি।
৩। ইন্দ্রঃ—মেঘবাহনঃ মেঘ।
৪। ঋতুকালঃ—বর্ষণের প্রকৃত কালঃ প্রাবৃটকালঃ

ইন্দ্র পর্ণশালা হইতে নির্গমন সময়ে দেখিলেন, দেদীপ্যমান অগ্নিতুল্য মহামুনি প্রবেশ করিতেছেন। দেবরাজ তাঁহাকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন এবং বিষণ্ণবদন হইলেন। পরে সদাচারসম্পন্ন গৌতমমুনি দুরাচারসম্পন্ন ইন্দ্রকে কহিলেন—ইন্দ্র! তুমি অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছ, অতএব তুমি অফল (৫) হও। এই অভিশাপবাণীর উক্তি হইবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্রের মুষ্ক নির্গত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল।

অনন্তর গৌতমঋষি অহল্যার প্রতি বলিলেন—তুমি বহুদিন পর্য্যন্ত অন্ন আহার রহিত হইয়া কেবল বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিয়া ভস্মাচ্ছাদিতার ন্যায় সকল লোকের অদৃশ্যা এবং ক্ষুধাক্লেশে ক্লিষ্টা হইয়া তপশ্চরণ কর। যখন দশরথের পুত্র শ্রীরাম এই ঘোর বনে আগমন করিবেন, তখন লোভ, মোহ রহিত হইয়া তাঁহার আতিথ্য করিলে, পুনর্ব্বার স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইবে এবং আমার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া আহ্লাদপ্রাপ্ত হইবে। গোতম এইরূপে শাপ এবং শাপান্তোক্তি করিয়া হিমালয়ের কোন উচ্চতম প্রদেশে তপস্যা করিতে গেলেন।

ইন্দ্র মুনিশাপে অফল এবং ভীত হইয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের প্রতি কহিলেন—মহাত্মা গোতম ঋষির তপোবিঘ্নার্থ আমি তাঁহার ক্রোধোৎপত্তি করিয়া তপোভঙ্গ রূপ দেবকার্য্য করাতে, তাঁহার শাপে অফল হইয়াছি, অতএব আপনারা আমাকে সফল করুন। ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্ন্যাদি দেবতারা পিতৃগণের সহিত ঐক্য হইলে, অগ্নি কহিলেন—এই মেষটী (৬) সমুষ্ক, ইহার মুষ্ক লইয়া ইন্দ্রকে দিউন; কিন্তু বিনা কারণে মেষ নির্ম্মুষ্ক হয়, অতএব বিধি হউক, যে তোমাদের প্রীত্যর্থে যে ব্যক্তি মুষ্করহিত মেষের বলি দিবে, তোমরা তাহাকে বহুতর অক্ষয় ফল প্রদান করিবে। অগ্নির এই বর প্রদান বাক্য শুনিয়া মেষের বৃষণোৎপাটন পূর্ব্বক উহা ইন্দ্র শরীরে নিবিষ্ট হইল। ইন্দ্র সেই অবধি মেষ (৭) বৃষণ হইলেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন—

তাৎপর্য্যার্থ।

৫। অফল—শস্যাদি প্রসবে অসমর্থ।

৬। মেষ—মেষরাশি বোধক। বৈশাখ মাস।

৭। মেষবৃষণ—বৈশাখ বর্ষণ অফল নহে।

হে শ্রীরাম! গোতম ঋষি অতি পবিত্রকর্ম্মা; তুমি তাঁহার আশ্রমে আগমন কর এবং অহল্যার নিস্তার কর। মুনিবাক্য শ্রবণানন্তর সলক্ষ্মণ শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তপস্যাদ্বারা অত্যন্ত প্রভাবতী পরন্তু ধূমদ্বারা ব্যাপ্ত সর্ব্বাঙ্গা অগ্নিশিখার ন্যায় এবং হিম-ব্যাপ্ত অথবা স্বল্পমেঘ-ব্যাপ্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় রূপবতী অহল্যাকে জল মধ্যে দেখিলেন। ইনি গৌতমশাপবশতঃ সকলেরই অদৃশ্যা ছিলেন; এক্ষণে শাপান্তকাল প্রাপ্ত হওয়াতে বিশ্বামিত্রাদি সকলের দৃষ্টা হইলেন। শ্রীরাম-লক্ষ্মণ অহল্যার দুই পাদ গ্রহণ করিলে, অহল্যা গোতম বাক্য স্মরণ করত তাঁহাদিগকে আতিথ্যে গ্রহণ করিলেন, এবং যথাবিধি পাদ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক শ্রীরামের পূজা করিলেন। সেইকালে গোতম আগত হইয়া অহল্যা সহযোগে সুখী হইলেন এবং শ্রীরামের সম্যক্ পূজা পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীরাম তাঁহাদিগের পূজা গ্রহণান্তে মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। (১)

পরে সলক্ষ্মণ শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে অগ্রসর করিয়া ঈশানদিঙ্মুখে গমন পূর্ব্বক মিথিলা যজ্ঞভূমির সমীপবর্ত্তী হইলেন। পরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ মহা-মুনিকে কহিলেন—মহাত্মা জনক রাজার কি প্রশংসনীয় যজ্ঞ বিস্তার! নানা-দেশবাসী বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণদিগের আবাসস্থল সকল বহু শকটে ব্যাপ্ত হইয়া

তাৎপর্য্যার্থ।

১। বিঘ্নকারী দেবগণ স্ত্রীর দ্বারা প্রলোভন এবং তাহাতে দুষ্ক্রিয়া প্রবর্ত্তন করিয়াও সাধকের ক্রোধাদি উদ্ভাবন দ্বারা তপোহানি করেন।

দেবতারা ইন্দ্রকে মেষ-বৃষণ করিলেন—অর্থাৎ মেষে বা সৌর বৈশাখ মাসে বৃষ্টি অফল হয় না।

অহল্যার অর্থাৎ অনুপভূমির শ্রীরাম লক্ষ্মণ স্পর্শ হওয়াতে, অর্থাৎ তা-হাতে পরমাত্মার অনুগ্রহ বশাৎ জীবের প্রবেশ হওয়াতে, তাহার অনুপত্ব নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ তাহাতে দূর্ব্বা কাশ এবং জলজ পুষ্পাদি জন্মে এবং সেই সকল জন্মিলে উহার সহিত গোতম সঙ্গ হয়, অর্থাৎ উহাতে গোচারণ এবং হলকর্ষণাদি কার্য্য চলে, তাহাই ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট পূজা।

দৃষ্ট হইতেছে! এক্ষণে আমাদিগের আবাসস্থল বিধান করুন। শ্রীরামের বাক্য শ্রবণে বিশ্বামিত্র, ঋষিজন সন্নিধানে এবং জনসম্বাধরহিত স্থলে আপনাদিগের বাসস্থান স্থির করিলেন। জনক রাজা বিশ্বামিত্র মহর্ষির আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শতানন্দ নামক পুরোহিত এবং অর্ঘপাত্র সহিত ঋত্বিক্‌বর্গ সমভিব্যাহারে অতি বিনয়পূর্ব্বক সত্বরে উপস্থিত হইলেন এবং বিধিপূর্ব্বক অর্ঘ প্রদান করিলেন। মহামুনি ঐ পূজা গ্রহণানন্তর রাজাকে তাঁহার এবং যজ্ঞের মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক উপাধ্যায় পুরোহিত এবং মুনিবর্গের যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন। পরে জনক রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিশ্বামিত্রের প্রতি কহিলেন—ভগবন্। ঋষিবর্গের সহিত এই আসনে উপবেশন করুন। বিশ্বামিত্র আসন পরিগ্রহ করিলে ঋত্বিক্, পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ সহিত রাজা, মহর্ষির চতুষ্পার্শ্বে যথারীতি উপবিষ্ট হইলেন। রাজা বলিলেন—দেবগণ অদ্য আমার এই যজ্ঞবিস্তার সফল করিলেন, আপনকার দর্শনলাভবশতঃ অদ্য যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইলাম। পণ্ডিতগণ এই যজ্ঞ-দীক্ষার কাল দ্বাদশাহ কহেন; তৎপরে যজ্ঞভাগার্থী দেবগণকে দেখা যায়। পরে রাজা অতি প্রফুল্লমুখে কহিলেন, ভগবন্! সাক্ষাৎ দেব-পরাক্রমী অশ্বিনীকুমার-তুল্য এই দুইটী কুমার, কি কারণে পাদুকাদি দ্বারা অনাবৃত চরণে এ স্থলে আগত হইয়াছেন? ইহাঁরা যৌবনের ঈষৎ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত,—ইহাঁরা উভয়েই তুল্য—ইহাঁরা কাহার পুত্র? যেমন চন্দ্র সূর্য্য আকাশকে ভূষিত করেন, ইহাঁরা সেইরূপে এই দেশকে ভূষিত করিতেছেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, ইহাঁরা রাজা দশরথের পুত্র—সিদ্ধাশ্রমে বাস—ইহাঁরা মারীচ নিরাস এবং সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসের বিনাশ করিয়া অকুতোভয়ে এ স্থলে আগমন করিয়াছেন। ইহাঁরা বিশালা দর্শন করিয়া অহল্যার শাপ মোচনপূর্ব্বক গৌতম সম্ভাষণ করিয়া এক্ষণে রুদ্রধনুর সার জানিবার জন্য এস্থলে আগমন করিয়াছেন। মহামুনি এই পর্য্যন্ত কহিয়া মৌনী হইলেন।

বিশ্বামিত্রবাক্য শুনিয়া এবং শ্রীরামকে দর্শন করিয়া শতানন্দনামা গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র রোমাঞ্চিতবিগ্রহ হইয়া পরম বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে শ্রীরাম লক্ষ্মণকে সুখোপবিষ্ট দেখিয়া বিশ্বামিত্র সমীপে নিবেদন করিলেন—ভগবান্

আপনি কি অতি দীর্ঘ-তপোযুক্ত! আমার মাতা অহল্যাকে শ্রীরামচন্দ্রের দৃষ্টিগোচর করাইয়াছেন; এবং আমার মাতা বন্য উপহার দ্বারা সর্ব্বদেহীর মাননীয় শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করিয়াছেন; আমার মাতার প্রতি ইন্দ্রদেবের অনুষ্ঠিত দুষ্ক্রিয়া কি শ্রীরামকে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল? হে মুনিশ্রেষ্ঠ! শ্রীরাম দর্শনানন্তর মাতা কি আমার পিতার সহিত মিলিতা হইয়াছেন? আমার পিতৃপ্রদত্ত পূজা গ্রহণানন্তরই কি শ্রীরাম এ স্থলে আগমন করিয়াছেন?

বিশ্বামিত্র কহিলেন—হে শতানন্দ! সে স্থলে যাহা যাহা কর্ত্তব্য ছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রেরও ব্যতিক্রম করা হয় নাই। এক্ষণে অহল্যা, গৌতম-সমভিব্যাহারিণী হইয়াছেন।

বিশ্বামিত্রের উক্ত বাক্য শ্রবণানন্তর শতানন্দ শ্রীরামের প্রতি কহিলেন—হে শ্রীরাম! এই বিশ্বামিত্র তোমার রক্ষক, অতএব তোমা হইতে ইহ জগতে মান্যতম অপর কেহ নাই। এক্ষণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যেমন বল এবং যেরূপ যাথার্থ্য, তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন্।

ব্রহ্মার পুত্র কুশ, তাহার পুত্র কুশনাভ, তৎপুত্র গাধি, এবং তস্য পুত্র এই মহামুনি বিশ্বামিত্র। ইনি ধর্ম্মজ্ঞ এবং বিদ্যাবান্ এবং বহুকাল পর্য্যন্ত প্রজাবর্গের হিতৈষী হইয়া রাজ্যপালন করিয়াছিলেন। কোন সময়ে ইনি বহু অনুচর-পরিবৃত হইয়া নানা নগর, গ্রাম, নদী, পর্ব্বত, আশ্রমস্থানাদি পর্য্যটনপূর্ব্বক নানা পুষ্পিত লতাবৃক্ষপূর্ণ, পরস্পর হিংস্রভাবপরিশূন্য, নানা মৃগগণ-ব্যাপ্ত, এবং পার্শ্ববর্ত্তিদেবাসুর কিন্নর-শোভিত, কলস্বর-পক্ষিগণ-সেবিত, ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষিগণ ব্যাপ্ত, তপশ্চরণদ্বারা সিদ্ধ তেজে অগ্নিতুল্য বহু মাহাত্ম্য পরিপূর্ণ, ব্রহ্মাপেক্ষায় ঈষন্ন্যূন মাত্র মাহাত্ম্যযুক্ত, কেহ কেহ কেবল বায়ুভোজী, কেহ বা জলমাত্রপায়ী, কেহ বা গলিত পত্র রস-মাত্র-ভোজী, ফল মূল ভোজী, সকল দোষ-রহিত, জিতেন্দ্রিয় ও জিতান্তঃকরণ জপ-হোম-পরায়ণ মহাত্মা ঋষিবর্গে এবং রাত্রিভোজী প্রভৃতি অন্যান্য মহাব্রতিবর্গে পরিপূর্ণ, দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকস্বরূপ বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমস্থান দর্শন করেন। সেই আশ্রম স্থান দর্শনে হৃষ্ট হইয়া বিনম্র পুরঃসর বশিষ্ঠ মহর্ষিকে যথাবিধি প্রণাম করিলে মহামুনি স্বাগত কহিয়া

বিশ্বামিত্রকে উপবিষ্ট করিলেন, ফল মূল প্রদান করিলেন এবং আত্ম-বিষয়ক কুশল জিজ্ঞাসানন্তর রাজ্য এবং ভৃত্যবর্গ সম্বন্ধীয় কুশল প্রশ্ন করিলেন। বিশ্বামিত্র সর্ব্বত্র মঙ্গল কহিলেন। অনেক কথার পর ভগবান বশিষ্ঠ সহাস্যবদনে বিশ্বামিত্রের প্রতি কহিলেন—মহারাজ! তুমি শ্রেষ্ঠ অতিথি, অতি পূজনীয়, অতএব সেনাবর্গ সহিত তোমার আতিথ্য করিতে ইচ্ছা করি, তুমি আতিথ্য স্বীকার কর। বিশ্বামিত্র কহিলেন—আপনার আশ্রমে যে সকল ফল মূল উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা এবং পাদ্য আচমনীয়—বিশেষতঃ আপনার সাক্ষাৎকার লাভ দ্বারা, আমার সম্যক্ আতিথ্য হইয়াছে, আপনি সর্ব্বথা পূজাপাত্র, আপনকার দ্বারা আমি অতি সম্মানিত হইয়াছি, এক্ষণে যাত্রা করি, আপনি মিত্রদৃষ্টিক্রমে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ভগবান বশিষ্ঠ এই কথা শুনিয়াও পুনঃ পুনঃ আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করিলে, বিশ্বামিত্র, আপনকার যাহা অভিরুচি তাহাই হউক, এই কথা বলিয়া আতিথ্য স্বীকার করিলেন। বশিষ্ঠ তখন্ স্বীয় হোমধেনু কল্মাষী শবলা (১) যাহার অপর নাম নন্দিনী (২)—সেই কামধেনুকে (৩) আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন—হে শবলে! শীঘ্র আইস, আমার কথা রক্ষা কর—যথাযোগ্য সামগ্রীদ্বারা সসৈন্য এই রাজার আতিথ্য করিবার অভিলাষ করিয়াছি, তুমি তাহা সম্পন্ন কর; ছয় রসের মধ্যে যাহার যাহাতে ইচ্ছা, তাহাকে সেই সকল দ্রব্যের দ্বারা পূজিত কর। হে শবলে! ত্বরাবতী হও। অন্ন, পানীয় দ্রব্য, লেহ্য, চূষ্যরূপ খাদ্যদ্রব্য, রাশি রাশি সৃষ্ট কর। বশিষ্ঠানুমতিক্রমে শবলা কামধেনু তৎ-

তাৎপর্য্যার্থ।

১। শবলা—।—নানাবর্ণা অর্থাৎ ভূত-সংহতি।

২। নন্দিনী—অর্থাৎ হোম আতিথ্যাদি সমস্ত ধর্ম্ম্য ক্রিয়া নির্ব্বাহ জন্য আহ্লাদজননী।

৩। কামধেনু—অর্থাৎ বৈষয়িক কামপূরণে ক্ষমতা, মিলিত-ভূত-পঞ্চকের যোগেই হয়, অতএব শবলা কামধেনু।

ক্ষণাৎ অভিলাষানুরূপ ইক্ষু, ইক্ষুবিকৃত নানা বস্তু, মধু ও মধুসাধিত দ্রব্য, লাজ ও মৈরেয়, ধাত্রী (ধাতকী গুড় এবং জল দ্বারা কৃত মাদকবিশেষ). অতি উপাদেয় পানীয় দ্রব্য নানা প্রকার ব্যঞ্জন, পিষ্টক, সুপরিষ্কৃত উষ্ণ অন্নের পর্ব্বত প্রমাণ রাশি, সূপ, দধিকুল্যা ও দুগ্ধকুল্যা সহস্রের উৎপাদন করিলেন; তাহার দ্বারা রাজসমভিব্যাহারী সৈনিকগণ অতি সন্তুষ্ট এবং পুষ্টহৃষ্ট হইল; এবং ব্রাহ্মণবর্গ, পুরোহিত, অমাত্য, মন্ত্রীও ভৃত্যবর্গ সহিত রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ভোজনদ্বারা পরম হৃষ্ট হইয়া কহিলেন—আপনি সদা পূজার্হ; আপনকার কর্তৃক আমি অতি সৎকৃত হইলাম এক্ষণে কিঞ্চিৎ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি আপনাকে লক্ষ গো দিতেছি, আপনি আমাকে শবলা প্রদান করুন। হে ভগবন! শবলা রত্ন, এবং রাজাই রত্ন-গ্রাহী; অতএব শবলা ধর্ম্মতঃ আমার ভাগ। এই কথা শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন—আমি কোটি শত গো কিম্বা পর্ব্বত প্রমাণ রজত রাশি প্রাপ্ত হইলেও শবলাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। এই শবলা আমার চিরকীর্ত্তি। হব্য, কব্য, প্রাণযাত্রা-নির্ব্বাহ, অগ্নিহোত্র, বলি, হোম, স্বাহাকার, বষট্‌কার প্রভৃতি সকলই ইহা হইতে হয়। শবলা আমার প্রীতি-জননী—আমার সর্ব্বস্ব। সহস্র কারণ উপস্থিত হইলেও আমি ইহাকে ত্যাগ করিব না। বিশ্বামিত্র এই কথা শুনিয়াও নিতান্ত আগ্রহ সহকারে কহিলেন—আমি চতুর্ব্বিংশ সহস্র হস্তী দিতেছি—যাহাদের মধ্যবন্ধনশৃঙ্খল ঘণ্টাযুক্ত এবং সুবর্ণময়; এবং সুবর্ণবিকৃত অষ্ট শতরথ,—যাহাদের প্রত্যেককে শ্বেতাশ্বচতুষ্টয় বহন করে; আর মহাবগবান্ দশ সহস্র অশ্ব; এবং নানাবর্ণের এক এক দলে বিভক্ত নূতনবয়স্কা কোটি সংখ্যক গো; আর অন্য রত্ন, যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা দিতেছি. আমাকে শবলা প্রদান করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন—হে মহারাজ! এই শবলা আমার রত্ন, এই আমার ধন, এই আমার সর্ব্বস্ব, এই আমার জীবন, দর্শপৌর্ণমাস-যাগ এবং অন্য অন্য যজ্ঞ, সকলই শবলা। ইহা হইতেই আমার সমস্ত ক্রিয়া কলাপ। মহারাজ! বহু ব্যর্থ বাক্ প্রয়োগে কি প্রয়োজন? আমি কামপূরিণীকে ত্যাগ করিব না। তখন্ বিশ্বামিত্র শবলাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। শোকমগ্না শবলা রোদন করত চিন্তা করিলেন, আমি কি মহর্ষি কর্তৃক

ত্যক্তা হইলাম? আমি পরম জ্ঞানী মহর্ষির কি অপকার করিয়াছি যে, ধার্ম্মিক হইয়াও তিনি নিরপরাধা এবং ভক্তা আমাকে ত্যাগ করেন। শবলা পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত রাজদূতগণকে নিরস্ত করিয়া অতি বেগ গমনে বশিষ্ঠ চরণোপান্তে সশব্দ রোদন সহকারে কহিলেন—হে ভগবন্! আপনি ব্রহ্মার পুত্র, আপনার কর্ত্তৃক আমি কি জন্য পরিত্যক্তা হইলাম? রাজসেনাগণ আপনার সমক্ষে আমাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছে। ভগিনীর তুল্য স্নেহপাত্রী শোকপূর্ণা শবলাকে বশিষ্ঠ কহিলেন—শবলে! তুমি কদাপি আমার অপকারিণী নহ; আমি তোমাকে ত্যাগ করি নাই; এই বিশ্বামিত্র ইদানীং রাজা, এবং বলোন্মত্ত ক্ষত্রিয়। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গে পরিপূর্ণ অক্ষৌহিণী-পতি, মহাবল; ইহাঁর তুল্য বল আমার নাই। শবলা কহিলেন, শ্রুতি সকল কেবল ক্ষত্রিয়দের বল কহেন না, ব্রাহ্মণকেই মহাবল কহেন। ব্রাহ্মণের যে বল সে দিব্য বল, ক্ষত্রিয়ের বল অপেক্ষা গুরুতর। হে ভগবন্! তোমার বল অপরিমিত, বিশ্বামিত্র অতি বীর্য্যশালী হইলেও তুমি দুর্দ্ধর্ষতেজাঃ, আমি ব্রহ্মবলে পুষ্টা, আমার প্রতি অনুজ্ঞা করুন, আমি ঐ দুরাত্মার দর্প এবং বল নষ্ট করি। তখন বশিষ্ঠ কহিলেন,—তবে শত্রুসেনাবিমর্দ্দক সেনার সৃষ্টি কর। বশিষ্ঠানুমতি প্রাপ্তিমাত্র ঐ কামধেনু হম্বা রব করাতে শত শত পহ্লব, অর্থাৎ শক, যবন, কাম্বোজ, বর্ব্বর এই ম্লেচ্ছ জাতি সকল উৎপন্ন হইল, এবং তাহারা বিশ্বামিত্রের সাক্ষাতে তাহার সেনা বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর বিশ্বামিত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অনেকানেক অস্ত্র শস্ত্রের বর্ষণ দ্বারা পহ্লবগণকে নিরস্ত করিলেন। বশিষ্ঠ কহিলেন হে কামধুক্! বিশিষ্ট যোগ দ্বারা পুনর্ব্বার সৈন্যের সৃষ্টি কর। কামধেনুর হুঙ্কারে সূর্য্য তুল্য প্রভাবান্ কাম্বোজ ঊর্দ্ধদেশ হইতে নানা অস্ত্রধারী বর্ব্বরগণ, যোনিদেশ হইতে যবন, আর বিষ্ঠা হইতে শকগণ, এবং রোমকূপ হইতে অন্য ম্লেচ্ছ সমূহ এবং হারীত কিরাত প্রভৃতি নানা বন্যজাতি সমুদ্ভূত হইল। তখন বিশ্বামিত্রের শতসংখ্যক পুত্র নানা অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া অশ্ব রথ পদাতিবর্গ সহিত বশিষ্ঠের প্রতি ধাবমান হইলে, ভগবান্ বশিষ্ঠ হুঙ্কার দ্বারা তাহাদিগকে ভস্মসাৎ করিলেন। বিশ্বামিত্র তখন্ আপনাকে হতপুত্র

এবং হতসৈন্য জানিয়া বেগ-রহিত সমুদ্রের ন্যায়, ভগ্নবিষদন্ত সর্পের ন্যায় অথবা রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় নিস্তেজস্ক, নিষ্প্রভ, নিরুদ্যম ও অতিলজ্জিত এবং হতযজ্ঞ ব্রাহ্মণের ন্যায় দীন হইয়া এক পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক স্বয়ং চিন্তাসমুদ্রে মজ্জন পুরঃসর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। (১)

বিশ্বামিত্র হিমালয়ের পার্শ্ববর্ত্তী বনে শ্রীরুদ্রদেবের প্রসন্নতা লাভার্থ তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ কালানন্তর বরদানোদ্যত ভগবান্ রুদ্রদেব প্রত্যক্ষগোচর হইয়া কহিলেন—তুমি কি কারণে তপশ্চরণ করিতেছ, আকাঙ্ক্ষিত প্রকাশ করিলে বর পাইবে। বিশ্বামিত্র প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন —হে মহাদেব! যদি আপনি তুষ্ট হইলেন, তবে রহস্য সহিত সাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ প্রদান করুন; দেব, দানব, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষসের সমস্ত অস্ত্র আপন-

তাৎপর্য্যার্থ।

১। কর্ম্মকাণ্ড বেদই জগতে রাজা—তিনি লোকের আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া লৌকিক কর্ম্ম, পারলৌকিক কর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্মাদি, ফলশ্রুতি এবং অন্যান্য অর্থবাদাদি দ্বারা প্রজারঞ্জন করত বহুকাল রাজ্য পালন করেন। অনন্তর উপরমেচ্ছার সম্মুখে, সমগ্র সেনা যোজনা অর্থাৎ বিধি, নিয়ম, পরিসঙ্খ্যা, অনুষ্ঠান মন্ত্রবর্গ সহিত পৃথিবী পর্য্যটন করত উপাসনা কাণ্ড বেদভাগের সমীপস্থ হয়েন এবং উপাসনা কাণ্ডের ফল ইচ্ছাসিদ্ধি, তদ্দর্শনে বিনা সাধনায় কেবল মন্ত্র মাত্র বলে তাহা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই চেষ্টা সফলা হইবার নহে। কর্ম্ম কাণ্ড বেদ মন্ত্রময় দেবগণের সাধন, শরীর নির্ব্বাহ ক্রিয়া কলাপের দ্বারাই করিয়া থাকেন। তাহাতে তত্তন্মন্ত্রসিদ্ধি দ্বারা কাল সহকারে কোন বৈষয়িক ইচ্ছার সিদ্ধি হয় মাত্র। তাহার দ্বারা বহিস্থ ভূতপঞ্চকের উপর ইচ্ছাসিদ্ধি সম্ভবে না। সে সিদ্ধি স্ব স্ব বৃত্তির সহিত সর্ব্বান্তঃকরণ লুপ্ত হইয়া যখন্ কেবল স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট হয়, সেই চরম উপাসনার ফল। যে সাধক সমস্ত বিষয় বাসনাকে লুপ্ত করে, সে ভূত-পঞ্চকের উপর নিত্যজয়ী হয়, এবং ভূতপঞ্চক তাহারই দাসত্ব করে। এই জন্য কর্ম্ম কাণ্ড উপাসনা কাণ্ডের দ্বারা বিজিত এবং তিরস্কৃত হয়। কতিপয় কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ ভাগ উপাসনা কাণ্ডের অত্যন্ত বিরুদ্ধ, এই জন্য উচ্চাধিকারী সাধকের পরিত্যাজ্য।

কার অনুগ্রহে আমাতে স্ফূর্ত্তি পাউক। ভগবান্ রুদ্রদেব তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহাবল বিশ্বামিত্র অস্ত্র প্রাপ্তিতে দর্পপূর্ণ হইয়া পর্ব্ব-কালীন সমুদ্রের ন্যায় বিবর্দ্ধমান হইলেন, এবং মনে করিলেন যে, আমা হইতে বশিষ্ঠ হত হইবেন। অনন্তর বশিষ্ঠাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া অস্ত্রগণের প্রক্ষেপ আরম্ভ করাতে ঐ সকল অস্ত্র প্রভাবে বশিষ্ঠাশ্রম দগ্ধপ্রায় হইবার উপক্রম হইল। বশিষ্ঠ ঋষি 'মাভৈর্মাভৈঃ' কহিলেও আশ্রমবাসী মুনিগণ এবং শিষ্যবর্গ অতিভীত হইয়া নানাদিকে পলায়নপর হওয়াতে বশিষ্ঠাশ্রম উষর ভূমির ন্যায় শূন্য হইল। তখন্ বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের প্রতি কহিলেন—তুমি আমার চিরকালের আশ্রম অকারণে বিধ্বস্ত করিলে, অতএব রে দুরাচার! রে মূঢ়! তুই থাকিবি না। বশিষ্ঠ এই সরোষ বাক্য কহিয়া বিধূম কালাগ্নি তুল্য বা সাক্ষাৎ যমদণ্ডতুল্য ব্রহ্মদণ্ড উদ্যত করিলেন। বিশ্বামিত্র আগ্নেয়, বারুণ, রৌদ্র, পাশুপত, ঐশিক, মোহন, স্বাপন, গান্ধর্ব্ব, সন্তাপন, জৃম্ভণ, শোষণ, ব্রহ্মপাশ প্রভৃতি সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। পরন্তু ঐ অতিঘোর মহাস্ত্রগণ বশিষ্ঠের একমাত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা নিরাকৃত হইল। বশিষ্ঠের ত্রৈলোক্য-মোহজনক অতি দারুণাকার রূপ প্রবল হইল, এবং তাঁহার হস্তে উদ্যত ব্রহ্মদণ্ড বিধূম জ্বলৎকালাগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান হইল। অনন্তর মুনিগণ বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন—আপনকার বল অপরিমিত এবং অব্যর্থ; বিশ্বামিত্রের নিগ্রহ বিশিষ্টরূপেই হইয়াছে, এক্ষণে আপনার তেজ স্বয়ং শান্ত করুন—ত্রিলোকের ভয় নষ্ট হউক। বশিষ্ঠ এই কথা শুনিয়া আপন তেজের শান্তি করিলেন। বিশ্বামিত্র সর্ব্বতোভাবে নিরস্ত (১) হইয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত চিন্তা করিলেন, ক্ষত্রিয়

তাৎপর্য্যার্থ।

১। বিশ্বামিত্র ভগবান্ রুদ্রদেবের আরাধনা করিলেন, অর্থাৎ রৌদ্র-মূর্ত্তি অভিচার যোগ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু জিতেন্দ্রিয় এবং জিতান্তঃকরণ ব্রহ্মোপাসকের প্রতি অভিচার যোগ অকিঞ্চিৎকর হয়। আপনা অপেক্ষায় মহত্তরের প্রতি অভিচার প্রয়োগে তৎপ্রয়োক্তারই হানি হয়।

তাহার পর তিনি অভিচার যোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াশালী এবং স্থিরদৃষ্টি ও দৃঢ়াসন হইলে রাজর্ষি-পদবাচ্য হইলেন।

বল অতি নিন্দনীয় বল, ব্রহ্ম-তেজোজন্য বলই প্রশস্ত বল, ইহা আমি দেখিলাম। এক্ষণে ক্ষত্রিয়ভাবরহিত হইয়া ফলতঃ প্রসন্নেন্দ্রিয় এবং প্রসন্ন-মনা হইয়া ব্রহ্মত্বের সাধক মহত্তপস্যা করিব। অনন্তর পত্নীর সহিত দক্ষিণদিকে গমন পূর্ব্বক অতি ঘোর তপস্যারম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে হবিঃষ্যন্দ, মধুষ্যন্দ, দৃঢ়নেত্র,মহারণ্য,তাঁহার এই পুত্রচতুষ্টয় প্রাদুর্ভূত হইল। তপস্যার সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে ভগবান ব্রহ্মা দেবগণের সহিত সমাগত হইয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, আমরা তোমাকে রাজর্ষি বলিয়া জানিলাম। বিশ্বামিত্র লজ্জায় এবং দুঃখে অধোবদন ও দীনভাবাপন্ন হইয়া বলিলেন— আমি এই হমত্তপশ্চরণ করিলেও আমাকে রাজর্ষি বলিলেন, এ তপস্যার ফল ব্রহ্মত্ব লাভ হইল না। অনন্তর বিশেষ,যত্নপূর্ব্বক পূর্ব্বাপেক্ষায় ঘোরতর তপস্যার আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময়ে ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভূত সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয় ত্রিশঙ্কুনামা অযোধ্যাধিপতি রাজার অভিলাষ হইল, তিনি এমন যজ্ঞ করিবেন, যাহাতে তিনি সশরীরে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইতে পারেন। তিনি বশিষ্ঠ মুনিকে তাদৃশ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে বলিলে, বশিষ্ঠ, ওরূপ যজ্ঞ রাজার ক্ষমতার অতীত বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ত্রিশঙ্কু দক্ষিণ দিকে বশিষ্ঠ পুত্রদিগের নিকট গমন করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠের শত পুত্র তাঁহারা অতি দীর্ঘতপা। তাঁহাদিগকে আনুপূর্ব্বীক্রমে প্রণাম-পূর্ব্বক ঈষৎ লজ্জাবান এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, আমি শরণাগত। সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তির ইচ্ছায় মহাযজ্ঞ করিব মনে করিয়াছিলাম, ভগবান বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি। আপনারা গুরুপুত্র, প্রণাম পুরঃসর প্রার্থনা করি,আপনারা ঐ কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশে যজ্ঞ আরম্ভ করুন— গুরুর প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তির গুরুপুত্র ভিন্ন গত্যন্তর হয় না। ত্রিশঙ্কুর বাক্য শ্রবণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বশিষ্ঠ-পুত্রগণ কহিলেন, রে দুর্ব্বোধ! তুই মূল বৃক্ষের প্রত্যাখ্যান প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে শাখা পল্লবের অনুগত হইতেছিস্! ভগবান বশিষ্ঠ এ কর্ম্ম তোর অশক্য কহিয়াছেন, আমরা উহা করিতে কোন মতেই শক্ত নহি। তুই অতি মূর্খ! যিনি ত্রৈলোক্য যাজনে সমর্থ তাঁহার অবমানা করিতে বলিতেছিস্! রাজা এই সক্রোধ বাক্য শ্রবণে কহিলেন,

আমি গুরু এবং গুরুপুত্রদিগের প্রত্যাখ্যাত হইলাম, অতএব এক্ষণে অন্যের শরণাগত হই! এই ঘোর বাক্য শ্রবণে বশিষ্ঠপুত্রগণ রাজাকে, তুমি চণ্ডাল হও বলিয়া, শাপ দিলেন। ঐ রাত্রি প্রভাতে রাজা কৃষ্ণবস্ত্র পরিধায়ী, স্বয়ং কৃষ্ণাঙ্গ, নিষ্ঠুর-স্বভাব, ক্ষুদ্রকেশ, চিতাভস্মবিলিপ্ত এবং লৌহময়াভরণাঙ্কিত হইলে, মন্ত্রিবর্গ তাঁহার চণ্ডালরূপ দেখিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেল। ত্রিশঙ্কু দিবারাত্রি মনোদুঃখে দগ্ধ হইয়া একাকী বিশ্বামিত্রের সমীপে গমন করিল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, রাজা ইহ পরলোকে বঞ্চিত হইয়াছেন। মহা করুণাবান ঋষি তাঁহাকে কহিলেন, তুমি অযোধ্যাধিপতি বীর, শাপ বশতঃ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, তোমার আগমনের কারণ কি? মহামুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি গুরু এবং গুরুপুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি। আমি,অতি কষ্ট উপস্থিত হইলেও কখন মিথ্যা কথা কহি নাই,পরেও কদাচিৎ কহিব না, ইহা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি। আমি নানা প্রকারে যজ্ঞ করিয়াছি, এবং যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিয়াছি,আর সদ্‌গুণ এবং সদ্বৃত্তির দ্বারা গুরুর সন্তোষ-সাধন করিয়াছি, পরন্তু সশরীরে স্বর্গযাত্রার্থ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহাতে গুরুদেবের সন্তোষ হয় নাই; অতএব দৈবই বলবান, পৌরুষ অতিব্যর্থ। আমি অতি কাতর হইয়াই আপনার অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিতেছি, আমি অপর কাহারও শরণ প্রার্থনা করি না, আপনি আমার দুর্দৈবকে নিজ পৌরুষ দ্বারা নষ্ট করুন। রাজার বাক্য শ্রবণান্তে বিশ্বামিত্র সেই চণ্ডালরূপোপন্ন ত্রিশঙ্কুকে কহিলেন, আমি তোমাকে জানি, তুমি ইক্ষ্বাকু-বংশ-প্রভব অতি ধার্ম্মিক পুরুষ, তুমি ভীত হইও না, আমি তোমাকে রক্ষা করিব। প্রথমতঃ এই অতি পুণ্য যজ্ঞকার্য্যে সহায় হইবার যোগ্য ঋষিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিব, অনন্তর তুমি যজ্ঞ করিবে, এবং গুরুরশাপ জন্য তোমার যে বিকৃত শরীর হইয়াছে, তাহা লইয়াই তুমি স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে; তুমি কৌশিকের শরণাগত হইয়াছ, অতএব স্বর্গ তোমার হস্তগত হইয়াছে। ইহা কহিয়া মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র মুনি আপনার পুত্রবর্গের প্রতি যজ্ঞ সামগ্রী আহরণার্থ আদেশ পূর্ব্বক শিষ্যবর্গকেকহিলেন, বশিষ্ঠ পুত্রদিগকে এবং অপর সমস্ত ঋষিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিবে এবং নিমন্ত্রণ করিলে যদি কেহ কোন কথা বলেন,তাহা আমার নিকটে আসিয়া বলিবে।

অনন্তর শিষ্যগণ নানা দিগ্দেশে গমনপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিলে, ঋষিগণ বিশ্বামিত্রের সভায় গমনোন্মুখ হইলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র নিজ শিষ্যগণ কর্ত্তৃক তাহা অবগত হইলেন এবং তৎসহ ইহাও বিজ্ঞাত হইলেন যে,মহোদয় নামক কোন ঋষি এবংমহর্ষি বশিষ্ঠের(১) শতপুত্র(২) ইহাঁরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। প্রত্যুত বলিয়াছেন যে,যথায় চণ্ডাল-যজমানের ক্ষত্রিয়-যাজক যুটিয়াছে,সে সভায় দেবতা ও ঋষি এবং সদ্ব্রাহ্মণের হবনীয় ভোজন করিবেন,এবং তদনন্তর যজমানের স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে,এরূপ হইতেই পারে না। বিশ্বামিত্র এইকথা শুনিয়া ক্রোধ কষায়িত লোচনে কহিলেন,আমি সর্ব্বদা ঘোর তপশ্চরণে রত,অতএব সর্ব্বতোভাবে দোষবিহীন। আমার প্রতি দোষারোপ করায় ঐ দুষ্টগণ ভষ্মতুল্য হইবে, অদ্য তাহারা মৃত হইয়া সপ্ত শত জন্ম মৃত ব্যক্তির বস্ত্রাদি গ্রাহী এবং কুক্কুরমাংসভোজী মুষ্টিক অর্থাৎ ডোম যোনি প্রাপ্ত হইয়া কুব্যবহার এবং কুৎসিতরূপ হইবে। আর অতি দুর্ব্বোধ মহোদয় (৩) দোষস্পর্শশূন্য আমাতে দোষারোপ করিয়াছে, অতএব সর্ব্বলোক দূষিত নিষাদত্ব প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত লোকের প্রাণ-নাশোদ্যত এবং পরম নির্দ্দয় থাকিয়া কালযাপন করিবে। এই সকল কথা বলিয়া বিশ্বামিত্র ঋষিগণের সমক্ষে বলিলেন, ইনি ইক্ষ্বাকু-গোত্রজ, অতিদানশীল এবং ধার্ম্মিক এবং আমার শরণাগত; যাহাতে এই বর্ত্তমান শরীর লইয়া ইনি স্বর্গে গমন করেন, আমার সহিত আপনারা সকলে সেই যজ্ঞের আরম্ভ করুন। বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণে ঋষিগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, এই কৌশিক মুনি অতিশয় ক্রোধী, ইহাঁর কথার অন্যথা করিলে ইনি দারুণ শাপপ্রয়োগ করিবেন। আর এই ব্যক্তিও ইক্ষ্বাকু সন্তান বটে,বিশ্বামিত্রের প্রভাবে যাহাতে স্বর্গে যায়,সেই যজ্ঞের আরম্ভ হউক। পরে সকলের অধিষ্ঠানে যজ্ঞারম্ভ হইয়া ঋষিগণ আপনাপন অধিকৃত ক্রিয়াকলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে বিশ্বামিত্র দেবগণকে স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ আবাহন করিলেন। কিন্তু

তাৎপর্য্যার্থ।

১। বশিষ্ঠ—উপাসনাকাণ্ড বেদ।

২। বশিষ্ঠ পুত্রগণ—উপাসনা কাণ্ডের বিশেষ বিশেষ অংশ।

৩। মহোদয়—উপাসনা কাণ্ডের এক অংশ। কর্ম্মের নিকৃষ্টতা প্রতিপাদক ঐ অংশ কর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা ব্যক্ত করে।

দেবগণ আগমন করিলেন না। তখন বিশ্বামিত্র অতি ক্রোধে স্রুব উদ্যত করিয়া ত্রিশঙ্কুর প্রতি বলিলেন, অদ্য আমার তপোবল দর্শন কর। সশরীরে স্বর্গ দুষ্প্রাপ্য হইলেও আমি তোমাকে অনায়াসে সশরীরে স্বর্গ প্রাপ্ত করিব। মহারাজ্! তুমি আমার অর্জ্জিত তপোবলে—বলীয়ান হইয়া স্বর্গে গমন কর। ত্রিশঙ্কু স্বর্গাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গত দেখিয়া বলিলেন—রে মূঢ়! তুই গুরুশাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত, তোর স্বপুণ্যোপার্জ্জিত স্থান স্বর্গে নাই, অতএব অবাক্-শিরা হইয়া ভূমিতে পতিত হও। ইন্দ্রের এই কথায় ত্রিশঙ্কু পতনোন্মুখ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ত্রাহি ত্রাহি বলিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র তাহাকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া অপর সপ্তর্ষি মণ্ডলের এবং অপর নক্ষত্রগণের সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। তিনি অন্য ইন্দ্রেরও সৃষ্টি করিতে অথবা জগৎকে ইন্দ্ররহিত করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন, এবং অপর দেবগণেরও সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন(৪)। ইহা দেখিয়া দেবতা এবং অসুর এবং ঋষিগণ সকলেই অতি সম্ভ্রমে বিশ্বামিত্রের প্রতি অনুনয় পূর্ব্বক কহিলেন—যে মহামহাত্মন্! এই ব্যক্তি গুরুর শাপে ভ্রষ্ট,সশরীর স্বর্গপ্রাপ্তির যোগ্য হয় না। বিশ্বামিত্র কহিলেন—আমি এই ত্রিশঙ্কুর শরীর সহ স্বর্গস্থিতি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; নিজ বাক্য মিথ্যা করিতে ইচ্ছা হয় না। অতএব ইহার সশরীর স্বর্গস্থায়িত্ব হউক, যাবৎ এই লোক থাকিবে তাবৎ আমার প্রকাশিত নক্ষত্রগণও স্থির থাকুক, ইহাতে আপনারা সকলে সম্মত হউন। দেবগণ মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণে বলিলেন—আকাশে উত্তর গোলীয় জ্যোতিষচক্রের বহির্ভাগে ত্রিশঙ্কু (৫) অবাক্শিরা অর্থাৎ অধোমস্তকরূপে(৬) দেব-

তাৎপর্য্যার্থ।

৪। কর্ম্মকাণ্ড (বিশ্বামিত্র) কর্ম্মময় দেবতাদিগের উৎপত্তি, বিনাশ, অধিকারদান এবং অধিকার রাহিত্যাদি করিতে সমর্থ।

৫। অবাক্শিরা—অবাক্যাং দক্ষিণস্যাং শিরোযস্য সঃ।

৬। ত্রিশঙ্কু দক্ষিণ-ধ্রুবতারা। উহা বিষুব রেখার সাত অংশ দক্ষিণে অবস্থিত। উহার নিম্নবর্ত্তী যে নক্ষত্রটি ভূমির সমসূত্রভাবে অবস্থিত হইয়া আছে তাহার একটী অগস্ত্য নামক, দ্বিতীয়টী অগস্ত্য-ভ্রাতা নামক এবং অপরটী সুতীক্ষ্ণ নামক এবং ঐ নক্ষত্রগণ ত্রিশঙ্কু-ধ্রুবকেই প্রদক্ষিণ করে বলিয়া বোধ হয়।

তুল্যরূপী অতিদীপ্যমান হইয়া অবস্থিতি করুন—তোমার প্রকটিত নক্ষত্র মণ্ডলও ত্রিশঙ্কুর সহযাত্রী হইয়া থাকুক। দেবগণের অনুনয়ে তুষ্ট হইয়া বিশ্বামিত্র ঋষিগণের মধ্যে বাঢ়ং এই বাক্য দ্বারা স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন এবং দেবগণ ও ঋষিগণ যথাস্থানে গমন করিলেন।

ঋষিগণ প্রস্থান করিলে মহাতেজা বিশ্বামিত্র ঐ বনবাসীদিগের প্রতি কহিলেন, দক্ষিণারণ্যে তপস্যার মহা বিঘ্ন হইল, অতএব অন্য দিকে যাইয়া তপশ্চরণ করিব। অনন্তর বিশ্বামিত্র পশ্চিম দিকে গমনপূর্ব্বক বিস্তৃত তপোবন মধ্যে পুষ্করতীর্থ তীরে ফলমূলভোজী হইয়া তপস্যারম্ভ করিলেন। ঐ কালে অযোধ্যাধিপতি অম্বরীষ নামক রাজা পশুযজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার যজ্ঞীয় পশু হরণ করেন। পুরোহিত রাজসমক্ষে কহিলেন, মহারাজ! তোমার দুর্নীতি,অর্থাৎ যথাবিধি প্রজা পালনের অভাব বশতঃ যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হইয়াছে; এক্ষণে উৎকৃষ্ট নরপশু আনয়ন করুন। রাজা নরপশুর অন্বেষণ করত নানা দেশ, নগর, গ্রাম, বন, পুণ্যাশ্রম ভ্রমণ করিয়া ভৃগু-তুঙ্গ (১) স্থলে পুত্রত্রয় ও ভার্য্যার সহিত সুখোপবিষ্ট ঋচীক(২) নামক ব্রাহ্মণকে দেখিলেন। রাজা তাঁহার প্রতি প্রণামপূর্ব্বক নানা কথার পর বলিলেন, আমি বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া একটী যজ্ঞীয় পশু প্রাপ্ত হই নাই, যদি অনুগ্রহ পুর্ব্বক লক্ষ গো পণ লইয়া আমাকে আপনার একটী পুত্র প্রদান করেন,তবে আমি কৃতকৃত্য হই। এই কথা শুনিয়া ঋচীক কহিলেন, আমি এই জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে বিক্রয় করিব না। উহাঁর পত্নী কহিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র উহাঁর প্রিয় বলিয়া অবিক্রেয়, আমারও কনিষ্ঠ পুত্রটী অতীব প্রিয়,অতএব আমি এটীকে দিবনা। মুনি এবং মুনিপত্নী এইরূপ কহিলে, তাঁহাদের মধ্যমপুত্র শুনঃসেফ(৩) স্বয়ং বলিল,পিতা

তাৎপর্য্যার্থ।

১। ভৃগু-তুঙ্গ—হিমালয়ের শৃঙ্গ বিশেষ। তথা হইতে অযোধ্যায় আসিতে পুষ্করতীর্থ প্রাপ্তি নিতান্ত অসঙ্গত।

২। ঋচীক—ঋ দন্তে নিন্দয়াঞ্চ পরীহাসে—ইতি। চীক মর্ষণে, ধাতুঃ —অতএব ঋচীক অর্থে ভীতিসহন বা নিন্দাসহন কর্ত্তব্যতা-বোধক-বেদভাগ। সন্ন্যাস ধর্ম্মের প্রথমাবস্থা।

৩। শুনঃসেফ পাত্র সংস্কারক মন্ত্র ইহা সন্ন্যাস ধর্ম্মের পরিত্যাজ্য।

কহিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিক্রেয়, মাতা কহিলেন, কনিষ্ঠ অবিক্রেয়; ফলতঃ তাঁহাদিগের মধ্যম পুত্র বিক্রয়েই মতি হইল; মহারাজ! আমাকেই লউন। অনন্তর রাজা কোটি সুবর্ণ এবং লক্ষ গো পণ প্রদান পূর্ব্বক শুনঃসেফকে স্বরথে আরোহণ করাইয়া সত্বর গমন করিলেন। পরে মধ্যাহ্ন সময়ে রাজা পুষ্করতীর্থ স্থলে বিশ্রাম করিলে, শুনঃসেফ অতি ব্যাকুল হইয়া তপশ্চরণে রত ঋষিবর্গের মধ্যে আপন মাতুল বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পাইয়া, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পথশ্রম এবং মরণ ভয়ে অতি দীন এবং বিষণ্ণ-মুখ হইয়া, বিশ্বামিত্রের ক্রোড়ে পতিত হইয়া বলিল—ভগবন্! আমি জনক জননীকর্ত্তৃক বিক্রীত, অতএব পিতৃ মাতৃ হীন, আমার জ্ঞাতি বান্ধবগণও দূরে অবস্থিত, আমার রক্ষাকর্ত্তা অপর কেহই নাই; হে কৃপাময়! আপনি ধর্ম্মে সকলের রক্ষিতা, আমায় পরিত্রাণ করুন; আমি অনাথ। যাহাতে রাজার উদ্দিষ্ট যজ্ঞ ফলের লাভ হয়, এবং আমিও দীর্ঘায়ু হইয়া তপশ্চরণ পূর্ব্বক স্বর্গ প্রাপ্ত হইতে পারি, আপনি প্রসন্ন মনে পিতার পরিত্যক্ত এই পুত্রের নাথ হইয়া, আমাকে উপস্থিত আপদ হইতে ত্রাণ করুন। মহাতপা বিশ্বামিত্র শুনঃসেফের বাক্য শ্রবণান্তে, তাহাকে বহুবিধ আশ্বাস প্রদান করিয়া নিজ পুত্রদিগের প্রতি কহিলেন—পিতা পরলোক হিতার্থ পরলোক হিতার্থী পুত্রের উৎপাদন করেন। আমার সেই কাল উপস্থিত হইয়াছে। এই বালক, মুনি সন্তান, আমার শরণাগত, ইহার জীবন রক্ষার দ্বারা আমার প্রিয়সাধন কর। তোমারা সকলেই পুণ্যকর্ম্মা এবং ধর্ম্মপরায়ণ। তোমরা অম্বরীষ রাজার যজ্ঞের পশু হইয়া অগ্নিকে তৃপ্ত কর, শুনঃসেফ রক্ষা পাউক এবং রাজার যজ্ঞ অচ্ছিদ্র হউক, দেবতাদিগের তুষ্টি হউক, এবং আমার বাক্যরক্ষা হউক। বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণান্তে মধুচ্ছন্দাদি তাঁহার পুত্রেরা কহিলেন—ঠাকুর! আপনার পুত্র ত্যাগ করিয়া অপরের পুত্রের রক্ষণ, ক্ষুধার্থ ব্যক্তির স্বমাংস ভোজনের ন্যায় অকার্য্য—কি প্রকারে এরূপ অকার্য্যে অনুমতি করেন? বিশ্বামিত্র পুত্রদিগের এই উক্তি শুনিয়া ক্রোধে রক্ত লোচন হইয়া কহিলেন; তোমরা ধর্ম্মনিন্দিত, যাহা কহিলে তাহা আমার উক্তির অতিক্রান্ত, যাহা শুনিলে লোমাঞ্চিত হইতে হয় একথা এমন নিষ্ঠুর, অতএব জাতিতে বশিষ্ঠ পুত্রদিগের তুল্য হইয়া পূর্ণ সহস্র বর্ষ শ্বমাংসাহারী হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ কর। পুত্রদিগের প্রতি

এই অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক, বিশ্বামিত্র সেই অতি দীন শুনঃসেফের মন্ত্র দ্বারা রক্ষা বিধানানন্তর তাহাকে কহিলেন—যখন শণসূত্রময় রজ্জু দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক তোমাকে রক্ত চন্দনদ্বারা অঙ্গিত এবং রক্তপুষ্প মালা ধারণ করাইয়া যূপে বন্ধন করিবে, তখন গোপনে তুমি এই দুইটী বৈদিক গাথা পাঠ করিবে এবং তাহা করিলেই নিষ্কৃতি পাইবে। শুনঃসেফ ঐ দুইটী মন্ত্র গ্রহণ করত অতি সাহসী হইয়া রাজা অম্বরীষকে কহিলেন, মহারাজ! চলুন আমরা শীঘ্র যাই, আপনার আরব্ধ যজ্ঞ সমাপন হউক। রাজা শুনঃসেফের বাক্যে তুষ্ট হইয়া ত্বরায় যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং যজ্ঞস্থ ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি ক্রমে শুনঃসেফকে রক্ত মাল্যাদি দ্বারা ঘাত্যপশু চিহ্নে চিহ্নিত করাইয়া যূপে বন্ধন করিলে, শুনঃসেফ বিশ্বামিত্র প্রদত্ত সেই দুই গাথার দ্বারা ইন্দ্র এবং উপেন্দ্র দেবের যথাবিধি স্তব করিলেন। ঐ গুপ্ত স্তুতিতে সন্তুষ্ট ইন্দ্রদেব শুনঃসেফকে দীর্ঘ পরমায়ু প্রদান করিলেন এবং রাজাও ইন্দ্রদেবের অনুগ্রহে যজ্ঞের বহু গুণ ফল প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্বামিত্র ঐ পুষ্করতীর্থে পুনর্ব্বার সহস্র বৎসর তপশ্চরণ করিয়া ব্রত সমাপন করিলে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত আগমনপূর্ব্বক মিষ্ট স্বরে কহিলেন, হে বিশ্বামিত্র! তুমি আপনার অনুষ্ঠিত শুভ কর্ম্ম দ্বারা ঋষি হইলে। ইহা কহিয়া ভগবান ব্রহ্মা স্বধামে গমন করিলে, বিশ্বামিত্র অভীষ্টের অপ্রাপ্তি প্রযুক্ত পুনর্ব্বার ঘোর তপস্যারম্ভ করিলেন। (১)

তাৎপর্য্যার্থ।

১। উপাসনা কাণ্ড নিষ্কামতার অনুকূল। সশরীর স্বর্গ প্রার্থী রাজা সেই জন্য বশিষ্ঠ (উপাসনা কাণ্ড) কর্ত্তৃক উপেক্ষিত এবং অভিশপ্ত হইলেন। তিনি বিশ্বামিত্রের (কর্ম্মকাণ্ডের) শরণাপন্ন হইলেন এবং তৎকর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইলেন। কারণ সকামতা কর্ম্মকাণ্ডের অঙ্গীভূত বিষয়। কর্ম্মকাণ্ড যে উপেক্ষণীয় নহে, প্রত্যুত আচারের পবিত্রতা-সাধক এবং চিত্তের শুদ্ধি-নিয়ামক তাহা মহোদয় এবং বশিষ্ঠপুত্রদিগের প্রতি বিশ্বামিত্রের অভিশাপ সফল হওয়াতেই প্রদর্শিত হইল।

তপস্যার ফল মহত্ত্ব। তপস্যা, ঈর্ষ্যাদি দোষ সহকৃত হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে মহত্ত্ব-প্রাপক হয়। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হইবার জন্য তপস্যা করেন।

সেই ঘোর তপোনুষ্ঠানে বহুকাল গত হইলে মেনকা (২) নাম্নী অতি উত্তমা একটী অপ্সরা পুষ্করতীর্থজলে স্নান করিতে আসিল। বিশ্বামিত্র সুনির্ম্মল পুষ্করজলের শ্যামতা এবং অপ্সরার দেহের পরম গৌরতা প্রযুক্ত মেনকাকে মেঘমধ্যস্থ বিদ্যুতের ন্যায় দেখিলেন। এবং কামবশতা প্রযুক্ত মেনকাকে স্বয়ং প্রার্থনা করিলেন। মেনকা স্বীকার করিল এবং মুনির সহিত দশ বৎসর সুখে বাস করিল। অনন্তর মুনি অতিশয় সলজ্জ এবং চিন্তাযুক্ত ও শোকপরায়ণ হইলেন। আর তাঁহার মহৎ তপোভঙ্গ দেবতাদিগের দুরভিসন্ধি প্রযুক্তই ঘটিল, ইহা মনে করিয়া তদানীং দেবতাদিগের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল। তিনি তপোভ্রংশ জন্য অনুতাপে দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। পরে ঐ অপ্সরাকে নিতান্ত ভয়োদ্বিগ্না দেখিয়া তাহার প্রতি মধুর বাক্য কহিলেন, এবং তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোত্তর পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় কামনা-জয়ার্থ একাগ্রবুদ্ধি হইয়া সরস্বতীতীরে সহস্র বর্ষ ব্যাপক ঘোর তপস্যারম্ভ করিলেন।

তাৎপর্য্যার্থ।

পূর্ব্বকৃত তপস্যা বশিষ্ঠের প্রতি ঈর্ষাসহকৃত হওয়াতে, তিনি রাজর্ষি অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ঋষি হইতে পারিয়াছিলেন। এবারের তপস্যা ক্ষত্রিয় দোষ রহিত— ইহাতে ব্রাহ্মণধর্ম্ম যে পরোপকার চেষ্টা, তাহাই প্রবলা; অতএব ক্ষত্রিয়ত্ব দোষ রহিত হইয়া বিশ্বামিত্র ঋষি হইলেন। তপস্যার পূর্ণ ফল না পাইবার কারণ এই যে, তপশ্চরণ কালে অন্য কোন কর্ম্ম করিলেই তপস্যার মুখ্য প্রয়োজনের ব্যাঘাত হয়। এইরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণে এই প্রকরণ যোগাঙ্গ।

কিন্তু ইহাতে অপর বৈদিক তথ্যও নিহিত আছে। শুনঃসেফ শুদ্ধ পুরোডাস সাধক ব্যাপার। উহা মন্ত্রহীন, সুতরাং পশুভাবাপন্ন ছিল। বিশ্বামিত্র ঐ ব্যাপারকে মন্ত্রপূত করিলেন এবং তাহা করাতে উহা কর্ম্ম কাণ্ড বেদভাগের অন্তর্নিবিষ্ট হইল। মধুচ্ছন্দাদি অভিশপ্ত হইয়া বশিষ্ঠ সন্তান অর্থাৎ উপাসনা কাণ্ডের বিভিন্ন অংশের ন্যায় কেবল স্তব পাঠ মাত্র যে সকল ঋচের উদ্দেশ্য, তাহাতেই নিবদ্ধ হইয়া রহিল।

২। মেনকা।—মনধাতু আশীরর্থ প্রত্যয় যোগে মেনা; স্বার্থে ক, স্ত্রীলিঙ্গে মেনকা; অর্থাৎ স্বাভিলষিতেচ্ছা।

উত্তর পর্ব্বতস্থ হইয়া বিশ্বামিত্র যে ঘোর তপস্যারম্ভ করিলেন, দেবতারা তাহাতে ভীত হইয়াঋষিবর্গের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মার সমক্ষে নিবেদন করিলেন—ভগবন্! কৌশিক-মুনি মহর্ষি পদবাচ্য হউন। ব্রহ্মা দেবগণের বাক্য শ্রবনান্তে বিশ্বামিত্র সমীপে আসিয়া অতি মধুরস্বরে কহিলেন—হে বিশ্বামিত্র! তোমার কঠোর তপস্যায় প্রাত হইয়া তোমাকে মহর্ষি উপাধি প্রদান করিলাম। ভগবান ব্রহ্মার এই উক্তি শুনিয়া বিশ্বামিত্র কৃতাঞ্জলি-পুট হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন—ভগবন্! যদি আমার প্রতি মহর্ষি শব্দ প্রযুক্ত করিলেন, তবে আমি বিজিতেন্দ্রিয় হইবার জন্য যত্ন করি। ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি এখনও সর্ব্বতোভাবে জিতেন্দ্রিয় হও নাই; অতএব তাহা হইবার জন্য যত্ন কর। এই বলিয়া তিনি দেবগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। বিশ্বামিত্র পুনর্ব্বার তপশ্চরণ করত দিবাতে অবলম্বনরহিত এবং রাত্রিতে বায়ুমাত্র ভোজী, গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা, বর্ষাকালে নিরা-বরণস্থলস্থ, শীতকালে জলস্থ, হইয়া সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ঘোর তপস্যা করিলেন। এই তপঃপ্রভাবে দেবগণের এবং ইন্দ্রের মহা সন্তাপ হওয়াতে, ইন্দ্র রম্ভা নাম্নী অপ্সরীর প্রতি আত্মোপকারক এবং বিশ্বা-মিত্রের অহিতজনক কার্য্যের আদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন—হে রম্ভে! কামপরবশতা প্রযুক্ত অন্তঃকরণের বিরসতা উৎপাদন দ্বারা বিশ্বা-মিত্রের প্রতারণা করাই অতি মহৎ দেবকার্য্য। ইহা তোমার কর্ত্তব্য। রম্ভা এই আজ্ঞা শ্রবণে আপনাকে তৎকার্য্যে অসমর্থা জানিয়া লজ্জিতা এবং কৃতাঞ্জলি

তাৎপর্য্যার্থ।

অথবা, বিশ্বামিত্র পুষ্করতীর্থে বনশোভা, জলশোভা, পর্ব্বতাদি শোভা দর্শনে বহু কাল অতিবাহিত করেন। কর্ম্মকাণ্ডে বস্তুভেদ দর্শন হইয়া থাকে। মন তাহাতে সাতিশয় সংযুক্ত হইলে তপস্যার ফল অল্প হয়।

(১) রতি শব্দে ধাতুঃ—অয়ৎ প্রত্যয় নিষ্পন্ন রম্ভা। রম্ভা অপ্সরা অন্তঃকরণের আকর্ষক ধ্বনি, সামান্যতঃ গীতি, ইহা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক। কিন্তু বৈদিক গাথা ব্রহ্মাদ্বৈততত্ত্বে অন্তকরণের নিষ্ঠা জন্মায়। এই জন্য ব্রাহ্মণস্পর্শে অর্থাৎ ব্রহ্ম-গীতিতে রম্ভার শাপান্ত।

হইয়া কহিল—দেবরাজ! এই বিশ্বামিত্র ঋষি অতি ক্রোধাবিষ্ট মহা তপস্বী, ইনি আমার প্রতি ক্রোধ করিবেন। আপনার আদিষ্ট কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতে আমার অতিশয় ভয় হইতেছে, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্ষমা করুন। অতিভয়ে কম্পমানা রম্ভার কাতরোক্তি শ্রবণান্তে ইন্দ্রদেব মাভৈঃ শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক বলিলেন, তুমি আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর, এই বসন্ত কালীন আশ্চর্য্য শোভা বিশিষ্ট বৃক্ষে বসিয়া কোকিল মনোহর ধ্বনি করিবে এবং আমি কামদেবের সহিত তোমার পার্শ্ববর্ত্তী থাকিব; তুমি আপন সুপরিষ্কৃতরূপের সহ হাব ভাবাদি যোগ করত মহামুনির তপশ্চালনে চেষ্টাবতী হও। ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণে পরম রূপবতী রম্ভা ললিত ভাবে মৃদু হাস্য করিয়া মহামুনির লোভোৎপাদনে উদ্যত হইল। সেই সময়ে কোকিলের মনোহরধ্বনিও শ্রুত হইল এবং মহামুনিও হৃষ্টমনে রম্ভার প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র তৎক্ষণেই বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা ইন্দ্রদেবের কৃত তাঁহার তপোবিঘ্ন; এই বোধ হইবামাত্র তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং ক্রোধ জন্য সন্তাপ অন্তঃকরণে ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া রম্ভার প্রতি শাপোক্তি করিলেন—দশ সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত অতি দুর্গমদেশে শিলাময়ী প্রতিমা হইয়া থাক। পরক্ষণেই বোধ হইল যে, ইন্দ্রের অপরাধে রম্ভার প্রতি শাপ প্রয়োগ করিলাম। এই ভাবিয়া বলিলেন—অতি তেজস্বী কোন ব্রাহ্মণ তোমাকে এই শাপ হইতে মুক্ত করিবেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র ঋষি মনে মনে চিন্তা করিলেন, অজিতেন্দ্রিয়তা বশতঃ অন্তঃকরণে শান্তি-প্রাপ্ত হইলাম না। অতএব যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মণ্য প্রাপ্তি না হয়, তাবৎ যাহাতে ক্রোধ জন্মিতে না পারে, তাহার উপায় করিব।

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বিশ্বামিত্র ইন্দ্রিয়গণকে শুষ্ক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, বহুবর্ষ নিশ্বাস রোধ, ফলতঃ প্রাণায়াম যোগ এবং আহার রোধ করিবেন। তিনি নিশ্চয় করিলেন যে, তপো-বল প্রভাবে শরীর নষ্ট হইতে পারিবে না। অনন্তর উত্তর দিক হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলেন এবং স্বীয় প্রতিজ্ঞার অনুরূপ ঘোর তপস্যা করিলেন। ঐ তপস্যাতে সহস্র বৎসর মৌনব্রত ধারণ করিলেন। ইহার মধ্যে শুষ্ক কাষ্ঠতুল্য শরীরধারী সেই মহামুনির প্রতি নানা বিঘ্ন হওয়াতেও

তাঁহার অন্তঃকরণে ক্রোধোৎপত্তি হইল না। পরিপূর্ণ সহস্র বৎসর ব্রত শেষ হইলে, মুনিকে অন্ন ভোজনে উদ্যত দেখিয়া ইন্দ্র ব্রাহ্মণ বেশে আসিয়া ঐ পক্কান্ন যাচ্ঞা করিলেন। মুনি তাঁহাকে ঐ অন্নদান করিলেন। ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র সমুদায় অন্ন ভোজন করিলেন। মহামুনি নিজ ভোজনের নিমিত্ত আর চেষ্টান্তর না করিয়া পুনর্ব্বার প্রাণায়াম এবং মৌন ও উপবাস ব্রত আরম্ভ করিলেন। তাহাতে তাঁহার মস্তক হইতে ক্রমে ক্রমেধূমোদ্গম হইতে লাগিল। তাহাতে লোকত্রয় উত্তপ্ত এবং ব্যাকুল হইল। এই কারণে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, সর্প, নাগ, রাক্ষস প্রভৃতি সকলে নিষ্প্রভ এবং ভীত হইয়া ব্রহ্মার সমীপে নিবেদন করিল—ভগবন্! নানারূপে বিশ্বামিত্রের অন্তঃকরণে লোভোৎপাদন এবং ক্রোধোদ্রেক করিবার জন্য যত্ন করিলেও তিনি তপোবলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও দোষ নাই। দেখুন চতুর্দ্দিগস্থিত সমুদ্র ক্ষুব্ধ হইতেছে, বিনা কারণে পর্ব্বতগণ বিদীর্ণ হইতেছে, পৃথিবী বিকম্পিতা হইতেছে এবং নদ-নদীগণ প্রতিকূল হইয়া বহিতেছে। হে ভগবন্! আমরা এ বিষয়ের প্রতীকার জানি না। সমস্ত জগৎ কর্ত্তব্যক্রিয়া করণে অসমর্থ হইয়া নাস্তিকপ্রায় হইতেছে। আর সেই মহর্ষির তপপ্রভাবে সূর্য্য নিষ্প্রভ হইতেছেন। যেমন প্রলয় কালোৎপন্ন অগ্নিতে ত্রিলোক দগ্ধ হয়, যেন সেইরূপ হইতে যাইতেছে। এই মহামুনি যে পর্য্যন্ত জগৎ নাশে মনোনিধান না করেন, তাহার মধ্যে প্রতিবিধান করুন, অর্থাৎ তাঁহার অভীষ্ট ব্রহ্মর্ষিত্ব অথবা যদি দেবরাজ্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত হয়, তাঁহাকে তাহাই প্রদান করুন। অনন্তর ব্রহ্মা সকল দেবগণের সহিত আগমন পূর্ব্বক অতি মধুর বাক্যে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তোমার তপশ্চরণে আমরা অতি তুষ্ট হইলাম, তুমি এই কঠোর তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মর্ষি হইলে। আমি দেবগণের সহিত তোমাকে অতি দীর্ঘায়ুঃ প্রদান করিলাম। তুমি সুখী হও। তোমার তপঃক্লেশ নাশ হউক। তোমার ব্রত শেষ হইয়াছে, তুমি যথেচ্ছ সুখে বিচরণ কর। সকল দেবগণের এবং ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে বিশ্বামিত্র হৃষ্টান্তকরণে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, যদি আমার ব্রাহ্মণ্য এবং দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি হইল, তবে ব্রহ্মজ্ঞান-সাধন এবং যজ্ঞ-সাধন এবং তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেদ-ভাগ সকল আমাতে প্রাপ্ত হউক—অর্থাৎ সহজ ব্রাহ্মণদিগের যেমন যাজনাধ্যাপ-

নাদিতে অধিকার, আমারও সেইরূপ অধিকার হউক। আর ভগবান ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠও আমার প্রতি আপনাদের অনুরূপ উক্তি করুন, তাহা হইলেই আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়। দেবতারা কহিলেন—তুমি মহর্ষি হইলে, তোমার প্রার্থিত সমুদায় সম্পন্ন হইল। দেবগণের এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রর সহিত সখ্য করিলেন এবং দেবগণ স্বস্থানে গমন করিলেন। এই বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়া বশিষ্ঠ মহর্ষির পরম সম্মান করিয়া নিরন্তর তপোনিষ্ঠা করত যথেচ্ছাক্রমে পৃথিবী পর্য্যটনে রত হইয়াছেন। হে শ্রীরাম! এই মহাত্মা বিশ্বামিত্র এই প্রকারে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি মুনিশ্রেষ্ঠ এবং সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমৎ তপস্যার স্বরূপ ও তপোবীর্য্যের আধারভূত। (১)

তাৎপর্য্যার্থ।

১। ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখতা প্রযুক্ত অন্তর্দৃষ্টি হয় না। এই জন্য কর্ম্মকাণ্ড বেদ অগ্রে প্ররোচক বাক্য দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অত্যন্ত সুখ দর্শাইয়া বৈদিক ক্রিয়া কলাপে রুচির উৎপাদন করেন। ঐ বেদ আরও কহেন, যে বৈদিক ক্রিয়া শুচি হইয়া করিতে হয়, এবং বিশেষ বিশেষ কাল প্রাপ্ত হইয়া করিতে হয়। এই বাক্য বশতঃ শুচিতা জন্মে এবং উচিত কালের প্রতি প্রতীক্ষা হয়। তাহাতে সংসারিক কার্য্যে ক্রমশঃ শিথিলতা জন্মে। আবার যদি ক্রিয়া-ফলের সাক্ষাৎ দর্শন না হওয়াতে কাহার বেদোক্ত ক্রিয়াতে রতি না হয়, এই জন্য সদ্যঃ ফলদায়ক নানা প্রকার অভিচার ক্রিয়াও কর্ম্ম-কাণ্ডের মধ্যে উক্ত হইয়া থাকে। অপিচ শুচি হইয়া বৈদিক ক্রিয়া সাধন করিতে হয়, এই বিধি থাকায় এবং "ভাবদুষ্টোন শুধ্যতি" এই শাস্ত্রোক্তি থাকায়, ক্রমশঃ অন্তঃকরণের শুচিতা সাধনে যত্ন বাহুল্য হইয়া উঠে। ক্ষমা, দুঃখ-সহিষ্ণুতা, উপাসনাদি যোগাঙ্গ সকল শনৈঃ শনৈঃ অত্যন্ত সুদৃঢ় ও সুবিস্তৃত হইয়া আইসে।

অনন্তর কালের অনন্ততা এবং ক্রিয়া জন্য স্বর্গাদিসুখের অচিরস্থায়িত্ব এবং ক্ষয়িষ্ণুতার উদ্বোধ হইলে, অনন্ত কাল ব্যাপক অবিনশ্বর বস্তুর প্রতি মন আকৃষ্ট হয় এবং নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু তাহার প্রারম্ভে

শতানন্দ শ্রীরাম লক্ষ্মণ সমক্ষে এই পর্য্যন্ত কহিয়া বিরত হইলে, জনক রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন—হে ভগবন্ কৌশিক!

তাৎপর্য্যার্থ।

অন্তঃকরণকে নিশ্চেষ্ট করিতে হয়। পক্ষান্তরে, ক্রিয়ার সাধন ব্যতিরেকে অন্তঃকরণকে স্থির ভাবে রাখা অতি কঠিন। এই জন্য সমস্ত ফলাভিসসন্ধি-শূন্য হইয়া ক্রিয়া সাধন চেষ্টাই এই সময়ে বৈধ। ঐ সকল ক্রিয়ানুষ্ঠানকালেও বহুবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। বহু জপ চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের দ্বারা ঐ সকল বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইলে, অন্তঃকরণের হঠাৎ বিক্ষেপ হইতে থাকে। মৌন এবং উপবাসাদি দ্বারা তাহার কিয়দংশ নিবৃত্ত হয় এবং বিষয়াদিতেও অভিনিবেশের শিথিলতা জন্মে। কিন্তু উদ্বোধক বস্তুর উপস্থিতিতে ইন্দ্রিয়গণ তখনও তুষ্ট হইতে পারে এবং পাছে তাদৃশ কোন দোষ জন্মে অন্তঃকরণে এইরূপ ভয় থাকাতে অভ্যন্তরে ক্রোধেরও বীজ থাকিয়া যায়। সেই ক্রোধের জয় ব্যতিরেকে ক্রিয়া বিশুদ্ধ হয় না।

ইন্দ্রিয় জয়ে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ সাত্ত্বিক আহার, পরে অল্পাহার, অনন্তর নিরাহার পর্য্যন্ত করিতে হয়। অন্যথা ইন্দ্রিয়গণের প্রাবল্য হরণ সম্যক্‌রূপ হয় না। মনেরও স্বার্থপরতা এবং ক্রুরতা সর্ব্বতোভাবে অপগত হয় না। যে ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম খর্ব্ব বা নষ্ট হয় তাহার ধর্ম্ম মনোমধ্যে উপস্থিত হইতে থাকে। মন বায়বীয় পরমাণুর সদৃশ বস্তু। তাহাকে বদ্ধ না করিলে চাঞ্চল্য যায় না। অতএব তাহার চাঞ্চল্য নিবারণার্থ আসন শুদ্ধি করিয়া প্রণায়াম করিতে হয়।

তদনন্তর পরমেশ্বরের বামনী মূর্ত্তিতে জপপূজাদি করিলে হৃষীকেশ প্রত্যক্ষ হইয়া ইন্দ্রিয়গণের সহিত মনের তাদৃশ যোগ রহিত হইয়া যায়। তখন সকল ইন্দ্রিয়ই অন্তর্মুখ হইয়া বাহ্য বস্তুতে অভিনিবেশ ত্যাগ করে। এই কালে অন্তঃকরণের অনবস্থা হইতে পারে। অতএব শাস্ত্রানুমত পরমেশরূপ নিরন্তর চিন্তন করা আবশ্যক। তাহা করিতে করিতে মনের স্থৈর্য্যোন্মুখতা জন্মে। এবং ক্রমশঃ অন্তঃকরণ ক্ষণকাল ব্যাপিয়া নিরবলম্ব হইতে থাকে। ইহাকে সবিকল্প সমাধি কহা যায়।

কর্ম্মকাণ্ড বেদ এই প্রকারে পশুতুল্যধর্ম্মা মানুষাকার জীবকে সাংসারিক

আপনি শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত আমার যজ্ঞে আগমন পূর্ব্বক দৃষ্টিগোচর হইয়া

তাৎপর্য্যার্থ।

দুঃখ নিবৃত্ত্যনন্তর অনন্ত সুখের ভাজন করেন। অতএব ইনিই বিশ্বের মিত্র এবং বিশ্বামিত্র পদবাচ্য।

কর্ম্মকাণ্ড বেদ সবিকল্প সমাধি পর্য্যন্ত দর্শাইয়া বিরাম করিলে, উপাসনা-কাণ্ড বেদের কার্য্যারম্ভ হয়। তিনি সাধককে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ এই গুণ পঞ্চকের সহিত, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই ভূত পঞ্চকের জয়ে প্রবৃত্ত করেন। ইহাদিগের জয় হইলেই জগৎ জয় হইল, কারণ জগতে ভূতগ্রামাতিরিক্ত সামগ্রী নাই। ভূত পঞ্চক জিত হইলে জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব গ্রাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষাভাব প্রযুক্ত স্বয়ং নষ্টপ্রায় হয়। এই ভূতপঞ্চক কেবল পরমেশ্বরের অলৌকিক বিগ্রহের ধ্যান কালে নেতি নেতি বাক্যে প্রতি-যোগিরূপে মাত্র থাকে। ঐ অবস্থায় আপনার দেহেন্দ্রিয়াদির প্রতি স্মরণ হইয়া তৎক্ষণাৎ জগৎ সম্পাদক সামগ্রীর মধ্যে আমি কিছু নহি, এই জ্ঞানের উদয় হইয়া তাহার পরিপাকে সমগ্রভূত জয় হয়। সুতরাং গ্রাহ্যবস্তুর অপ্রাপ্তি নিবন্ধন মনের যে কার্য্য অর্থাৎ সঙ্কল্প এবং বিকল্প, তাহার সর্ব্বতো-ভাবে নাশ হয়। এই অবস্থাকে মনোলোপ বলে। ফলতঃ একমাত্র বিষয়ে মনের অত্যন্ত নিবেশ হইলে প্রায়ই সঙ্কল্পবিকল্পরূপ দ্বৈধের অভাব হও-য়াতে তাহাকেও মনোলোপ বলা যায়। অনন্তর বুদ্ধির ধর্ম্মবিবেকও, সামগ্রীর দ্বৈত না থাকায় কার্য্যকারী হইতে পারে না। সুতরাং মনো-লোপের সহিত বুদ্ধিরও নাশ হইয়া যায়। অপরন্তু, বস্তুর দ্বিধা ভাবের অভাব হইলে সুখদুঃখাদি ভেদ থাকে না। সুতরাং অহং সুখী অহং দুঃখী' এরূপ অভিমানেরও স্থল থাকে না। অতএব অহঙ্কার নাশ হইয়া যায়। কেবল কদাচিৎ জগৎ সম্পাদক কোন সামগ্রীর স্মরণ মাত্র থাকে।

উপাসনাকাণ্ড বেদ এই পর্য্যন্ত করিয়া উপরত হয়েন। ইনি গ্রাহ্য বস্তুর নশ্বরতা প্রযুক্ত তাহার অভাব সাধন সহকারে ইন্দ্রিয়গণের জয় লাভ করেন। অতএব উপাসনাকাণ্ড অতি জিতেন্দ্রিয় এবং সেই জন্যই বশিষ্ঠ পদ বাচ্য হইয়াছেন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের বিবাদ বর্ণন চ্ছলে উভয়কাণ্ড বেদের

যজ্ঞ পবিত্র করিলেন, আপনকার অনুগৃহীত হইয়া আমি ধন্য হইলাম। ইত্যাদি বহু স্তুতিবাদ পূর্ব্বক রাজা পুনর্ব্বার কহিলেন—আপনকার কথা শ্রবণে আমার অলং বুদ্ধি হয় না, পরন্তু সায়ং সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে, পরদিন প্রভাত কালে আমার প্রতি পুনর্দৃষ্টি প্রদান করিবেন,ইদানীং সন্ধ্যাদি করণে অনুমতি করুন। বিশ্বামিত্র ইহা শুনিয়া অতি প্রীতি পূর্ব্বক জনক রাজকে বিদায় করিলে, রাজা বন্ধুবর্গ এবং উপাধ্যায়ের সহিত বিশ্বামিত্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিলেন, এবং বিশ্বামিত্র শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত স্বকীয় নিবেশ স্থলে গমন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে কর্ত্তব্য ক্রিয়াবসানে জনক রাজা শ্রীরাম লক্ষ্মণ এবং বিশ্বামিত্রের আহ্বান পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র বন্দনাদি করিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ সমক্ষে বিশ্বামিত্রের প্রতি কহিলেন—ভগবন্! আমি আজ্ঞাপ্রাপ্তির যোগ্য, অতএব আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব। বিশ্বামিত্র কহিলেন—ইহাঁরা দশরথ রাজার পুত্র, তোমার স্থানে যে লোকবিখ্যাত ধনু আছে, ইহাঁরা সেই ধনুর দর্শনেচ্ছু। ঐ ধনু ইহাঁদিগকে দেখাইলে অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া যাহা ইচ্ছা হয় পরে করিবে। রাজা কহিলেন—ভগবন্! ঐ ধনু এবং যে নিমিত্ত ঐ ধনু এখানে আছে, তাহার বিবরণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন্।

পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ বিনাশকালে ভগবান্ রুদ্রদেব এই ধনু সজ্য করিয়া অবলীলাক্রমে অনেক দেবগণের দুরবস্থা করিয়া সরোষে কহিয়াছিলেন—হে দেবগণ! আমি যথার্থতঃ যজ্ঞভাগের অধিকারী, তোমরা আমার প্রতি যজ্ঞভাগ কল্পনা কর নাই, অতএব এই ধনুর দ্বারা তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ অঙ্গের বিঘাত করি। ভগবানের এই সরোষ বাক্যে দেবগণ উদ্বিগ্ন হইয়া দেবদেবকে স্তবাদি দ্বারা প্রসন্ন করিলে, ভগবান্ রুদ্রদেব, দেবগণের যে দুরবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার অন্যথা করিলেন। মহাদেবের সেই মহৎধনু নিমি-

তাৎপর্য্যার্থ।

বলাবল প্রদর্শন পূর্ব্বক কার্ম্মকাণ্ডবেদ স্বপ্রয়োজনীয় যাবৎ ভৌতিক বস্তুর পরমেশ্বরে সমর্পণ করত কামাদি ত্যাগ করিয়া উপাসনা-কাণ্ডের উপযোগী হইয়া উঠেন, এই তথ্যের বর্ণন করা হইল।

রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র দেবরাত রাজার হস্তে স্থাপনীয়রূপে প্রদত্ত হইল, এবং সেই অবধি উহা আমাদিগের গৃহে রহিয়াছে।

কাল'ন্তরে আমার যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা হইলে, বিহিত লাঙ্গল দ্বারা যজ্ঞভূমির সোধন সময়ে, লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে ভূমিভেদপূর্ব্বক একটী কন্যা উত্থিত হইল। তাঁহার নাম সীতা রাখিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুর মধ্যে আপন কন্যার ন্যায় প্রতিপালন দ্বারা বর্দ্ধমানা করত ঐ অযোনিসম্ভবাকে বীর্য্যশুল্কা করিয়া রাখিয়াছি। বহুসংখ্যক রাজগণ ঐ কন্যা প্রার্থনা করিলে কন্যা বীর্য্যপণা এই কথা প্রকাশ করত আমি কন্যাদান স্বীকার না করাতে রাজগণ স্বস্ববীর্য্য প্রকাশার্থ মিথিলায় আগত হইলেন। আমি তাঁহাদের সমক্ষে রুদ্র ধনু উপস্থিত করি। কোন ব্যক্তি সেই ধনু উত্তোলন বা ধারণে সমর্থহইলেন না। তৎপ্রযুক্ত তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলাম। প্রত্যাখ্যাত হইয়া ক্রোধপরতন্ত্রতা প্রযুক্ত আমাদিগকে হীনবল মনে করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহারা কন্যা গ্রহণ করিবার জন্য মিথিলাপুরীর অবরোধ করিলেন। সংবৎসর পর্য্যন্ত পুরীরক্ষার নিমিত্ত বহু যত্ন করাতে আমরা ক্রমে অস্ত্র শস্ত্র ভক্ষ্যাদি হীন হইয়া অতি দুঃখে দেবতাদিগের নিকট তপশ্চরণ দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। দেবগণ প্রসন্ন হইয়া চতুরঙ্গিণী সেনাদল প্রেরণ করিলেন। সেই সৈন্যবলে রাজবর্গ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি সেই পরম দীপ্তিমান ধনু শ্রীরাম লক্ষ্মণের সমক্ষে উপস্থিত করিব। যদি শ্রীরাম সেই ধনুতে জ্যারোপণও করেন, তবে ঐ অযোনিসম্ভবা কন্যাকে শ্রীরামে অর্পণ করিব।

জনকরাজার বাক্য শ্রবণান্তে বিশ্বামিত্র ঋষি স্পষ্টরূপেই বলিলেন—মহারাজ! শ্রীরামকে ধনুর্দ্দর্শন করাও। জনকরাজা মন্ত্রিবর্গেব প্রতি রুদ্রদেবের ধনুরানয়নার্থ অনুমতি করিলেন। তাহারা পুরীর অন্তর্ভাগে প্রবেশ করিল, এবং পঞ্চ সহস্র অতি বলবান, দীর্ঘ, স্থূলাকার মল্লের দ্বারা অষ্টচক্রযুক্ত ধনুমঞ্জুষা আনয়ন পূর্ব্বক রাজ সমক্ষে নিবেদন করিল—মহারাজ! শ্রীরুদ্রধনু আনীত হইল, যদি ইহাঁদিগের দর্শনীয় হয়, দর্শনে নিযুক্ত করুন! তখন জনকরাজা শ্রীরাম লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীবিশ্বামিত্রের প্রতি অতি নম্রভাবে কহিলেন—হে মহর্ষি! জনকবংশীয় রাজাদিগের অতি আদরণীয়

এই ধনু,(১) যাহাতে জ্যারোপণে মহাবল রাজগণ অশক্ত হইয়াছেন, যে বিষয়ে সুরাসুর, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ প্রভৃতি অক্ষম, তাহাতে মনুষ্যের কি শক্তি ? এই ধনুঃশ্রেষ্ঠ আনীত হইল ; রাজপুত্রদ্বয়কে দর্শন করাউন্। বিশ্বামিত্র জনকবাক্য শুনিয়া শ্রীরামের প্রতি কহিলেন—হে শ্রীরাম ! ধনুর্দ্দর্শন কর। শ্রীরাম বিশ্বামিত্রের নিয়োগাধীন ধনুমাঞ্জূষা উদ্ঘাটনপূর্ব্বক ধনুর্দ্দর্শন করিয়া কহিলেন—এই ধনুঃশ্রেষ্ঠ অতি উত্তম ; আমি কি হস্তদ্বারা স্পর্শপূর্ব্বক ইহার উত্তোলন এবং জ্যারোপণাদি বিষয়ে যত্নবান্ হইব ? তখন্ রাজা এবং মুনিবর উভয়ে 'বাঢ়ং' বলিয়া অনুমতি করিলে, শ্রীরাম কৌতুক-দ্রষ্টৃ সহস্র সহস্র লোকের সলক্ষে ধনুর মধ্যভাগ গ্রহণপূর্ব্বক উহা উত্তোলন করিয়া জ্যারোপণানন্তর অবলীলাক্রমে টঙ্কার দিলেন। তাহাতে সেই ধনু মধ্যস্থলে ভগ্ন হইয়া দ্বিখণ্ডিত হইল। ঐ ধনুর্ভঙ্গের শব্দ নির্ঘাত শব্দের ন্যায় হইল, এবং পর্ব্বত বিদারকালে পর্ব্বতসমীপবর্ত্তিনী ভূমির যেরূপ কম্পন হয়, তাহার তুল্য ভূমিকম্প হইল। সেই শব্দে, বিশ্বামিত্র, জনকরাজা, শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ ব্যতিরেকে অপর সকলেই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ লোক সকল আশ্বস্ত হইলে, জনকরাজা নির্ভয়প্রায় হইয়া কহিলেন—মহামুনে ! দশরথপুত্র শ্রীরামের বীর্য্য আমার দৃষ্ট হইল। এই ধনুর্ভঞ্জন অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমার অনুভবের বহির্ভূত। ইহা অচিন্তনীয়। শ্রীরামকে পতি পাইয়া আমার কন্যা সীতা জনককুলের কীর্ত্তিবিস্তার করিবেন। আমার প্রাণাপেক্ষায় অধিকা সীতা ধনুর্ভঙ্গে পরিচিতবীর্য্য বীর্য্যবানের প্রাপ্য হইবেন, ইহাতে আমার পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা সত্য হইল ;—শ্রীরামকে এই কন্যা অবশ্য দেয়া হইল। এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন—আমার মন্ত্রিগণ রথদ্বারা শীঘ্রগমনে অযোধ্যায় গমন করিয়া সবিনয় বাক্যে বীর্য্য-শুল্কার প্রদান বৃত্তান্ত কহিয়া দশরথ রাজার সন্তোষসাধনপূর্ব্বক তাঁহাকে আনয়ন করেন। বিশ্বামিত্র 'তথাস্তু' কহিলে, জনকরাজা মন্ত্রীদিগের আহ্বান পূর্ব্বক দশরথ সমক্ষে বক্তব্য কথার উপদেশ প্রদানকরিয়া তাঁহাদিগকে অযো-

---

তাৎপর্য্যার্থ।

১। রুদ্রধনুঃ—ক্রোধঃ। ভগবান্ রুদ্রদেব ক্রোধ দ্বারা দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করেন। জনকেরা পুরুষপরম্পরাক্রমে ঐ ধনুর রক্ষা করিতেন।

ধ্যায় প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রিগণ যতদূর বাহন যাইতে পারে, ততদূর গমনানন্তর একদিন বিশ্রাম করিলেন। এইরূপে পথিমধ্যে ত্রিরাত্র বিশ্রাম করিয়া পরে দশরথ রাজার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। পরে সাক্ষাৎ দেবতুল্য দশরথ রাজার দর্শনলাভপূর্ব্বক তাঁহার স্থানে অভয়প্রাপ্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অতি মধুরস্বরে সবিনয় বাক্যে কহিলেন—মহারাজ! মিথিলাধিপতি জনকরাজা আপন অগ্নিহোত্র সমক্ষে পুনঃ পুনঃ স্নেহসংযুক্ত বিনয়বাক্যে আপনকার এবং উপাধ্যায় পুরোহিতের আরোগ্য এবং মঙ্গল সংবাদ জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক মহামুনি বিশ্বামিত্রের অনুমত্যনুসারে মহারাজকে কহিয়াছেন, ধনুর্ভঙ্গ-পণে আমার কন্যা বীর্য্যশুল্কা। অনেক রাজগণ ঐ বিষয়ে নিবীর্য্য হইয়া বিমুখ হইয়াছেন। এক্ষণে বিশ্বামিত্রের সহিত যদৃচ্ছাক্রমে আগমনপূর্ব্বক আপনকার পুত্র শ্রীরাম কর্ত্তৃক মহতী সভার মধ্যে সেই ধনু মধ্যভাগে ভগ্ন হইয়াছে। অতএব ঐ কন্যা শ্রীরামে অর্পণ করিয়া প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করি। আপনি উপাধ্যায় পুরোহিতাদির সহিত শীঘ্র আগমনপূর্ব্বক আপনপুত্রদ্বয়কে দেখুন এবং কন্যা গ্রহণে অনুমতি প্রদান করুন। রাজা দশরথ দূতমুখে এই শুভবার্ত্তা শ্রবণে অতি হৃষ্ট হইয়া বশিষ্ঠ, বামদেব এবং মন্ত্রিবর্গের প্রতি কহিলেন—বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া কৌশল্যা-গর্ভজাতপুত্র শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত মিথিলাপুরে আছেন। জনক রাজা তাঁহার বীর্য্য জ্ঞাত হইয়া শ্রীরামকে আপন কন্যার সম্প্রদানে ইচ্ছুক হইয়াছেন। যদি ঐ কর্ম্ম তোমাদিগের অভিমত হয়, তবে আমরা কালবিলম্ব না করিয়া বিদেহ পুরীতে গমন করি। তখন্ ঋষিগণ এবং মন্ত্রিবর্গ ইহা অবশ্য-কর্ত্তব্য কহিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলে রাজা 'আগামী কল্য যাত্রা হইবে' এই কথা বলিলেন। রাত্রি-প্রভাতে উপাধ্যায় এবং বান্ধববর্গ সহিত দশরথ রাজা অতি হর্ষে সুমন্ত্রের প্রতি আজ্ঞা করিলেন—ধনাধ্যক্ষেরা বহুধন এবং নানা রত্নের সহিত সুবিধানক্রমে অগ্রে যাত্রা করুন, যান বাহন যোজনাপূর্ব্বক চতুরঙ্গিণী সেনা শীঘ্র বহির্গত হউক—আর বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, মার্কণ্ডের, কাত্যায়ন প্রভৃতি ঋষিবর্গ অগ্রে গমন করুন, এবং আমার রথ্ সত্বরে যোজনা কর। রাজাজ্ঞা ক্রমে তৎক্ষণাৎ যাত্রা হইল। ক্রমে চারি দিনে গমনীয় মার্গ সমাপ্ত হইয়া মিথিলায় উপস্থিতি হইলে, ঐ শুভসংবাদ প্রাপ্তিতে পরমাহ্লাদিত হইয়া জনকরাজা

পাদ্যার্ঘ্যাদি যোজনাপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া অতি হৃষ্টমনে দশরথ রাজার প্রতি কহিলেন—মহারাজের শুভাগমন হউক ;—আমার ভাগ্যক্রমেই মহারাজের শুভাগমন হইল, আপনি নিজ পুত্রের বীর্য্যবিকাশ জন্য প্রীতিলাভ করিবেন। ইহা আমার পরম সৌভাগ্য যে, বশিষ্ঠঋষি অন্যান্য ঋষিবর্গের সহিত দেবতাবৃত ইন্দ্রের ন্যায় সমাগত হইলেন! কি সৌভাগ্য! এক্ষণে সকল বিঘ্ন বিনাশ হইল, এবং রঘুবংশীয়দিগের সহিত সম্পর্ক হওয়াতে আমার কুলের মান বর্দ্ধিত হইল। মহারাজ! কল্য প্রাতঃকালে বিবাহের পূর্ব্বক্রিয়ারম্ভ করাইবেন। জনক রাজার বাক্যাবসানে রাজা দশরথ কহিলেন—মহারাজ! প্রতিগ্রহণ ত দাতারই অধীন, অতএব আপনি যাহা কহিবেন, আমরা তাহাই করিব। জনক রাজা দশরথ রাজার ধর্ম্মযুক্ত বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঋষিগণ অন্যোন্যের সহিত আলাপে তুষ্ট, দশরথ পুত্রদ্বয়ের সাক্ষাৎকার এবং জনকরাজার সমাদর প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট, এবং জনকরাজা কন্যাবিবাহের মঙ্গলার্থ অঙ্কুর রোপণাদি করিয়া মহাহৃষ্টমনাঃ—এইরূপ সকলে অতি সুখে রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে কর্ত্তব্যক্রিয়াবসানে জনকরাজা শতানন্দ-নামক পুরোহিতের সন্নিধানে কহিলেন—আমার সোদর ভ্রাতা কুশধ্বজ সাংকাশ্যদেশের রাজা শত্রু-নিবারক-যন্ত্র-যুক্ত-প্রাকারবতী সাংকাশ্যা পুরীতে বাস করেন। এক্ষণে আমি তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা করি। তিনি আসিয়া এই ক্রিয়াতে যোগক্ষেম করুন, এবং এই প্রীতির অংশ গ্রহণ করুন। শতানন্দের সমক্ষে এই উক্তি হইলে, সুশীঘ্র-গমনে সমর্থ দূতেরা আগত হইল, এবং রাজাজ্ঞাক্রমে শতানন্দ তাহাদিগকে প্রেরণ করাতে তাহারা শীঘ্রগামী অশ্ববাহনযোগে সাংকাশ্যপুরী প্রবেশানন্তর কুশধ্বজসমীপে জনকরাজার অভিপ্রেত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। কুশধ্বজ দূত মুখে রাজাজ্ঞা শ্রবণে ব্যগ্র হইয়া শীঘ্র মিথিলায় আগমন করিলেন; এবং পুরোহিত শতানন্দ ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা জনকরাজাকে অভিবাদনপূর্ব্বক, দুই সহোদরে আসনে উপবিষ্ট হইয়া সুদাস নামক মন্ত্রীকে মন্ত্রিবর্গ-সহিত দশরথ রাজার আহ্বানার্থ প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রিবর দশরথ রাজার শিবিরে প্রবেশানন্তর তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন—মহারাজ! মিথিলাধিপতি আপনার সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অবস্থিত আছেন, আপনি মন্ত্রিবর্গ এবং বন্ধুবর্গের সহিত আগমন করুন। রাজা দশরথ জনক

রাজার সমীপস্থ হইয়া কহিলেন—মহারাজ! ইক্ষাকু বংশের কুলদেবতা ভগবান বশিষ্ঠ। ইনিই আমাদিগের সকল বিষয়ে বক্তা, ইহা আপনার জ্ঞাত আছে। ঋষিবর্গ-সহিত বিশ্বামিত্রের অভিমতে আমার উচিত বক্তব্য বিষয় ইনিই কহিবেন, ইহা কহিয়া দশরথ মুখমুদ্রণ করিলে, ভগবান্ বশিষ্ঠ শতানন্দ পুরোহিতের সমক্ষে জনক রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক রাজা দশরথের পূর্ব্ব পুরুষগণের নামোল্লেখপূর্ব্বক কহিলেন—এই দশরথ রাজার পুত্র শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা শুদ্ধ-বংশ-প্রসূত, পরম ধার্ম্মিক, বীর ও সত্যবাদী রাজাদিগের বংশোৎপন্ন। শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতার নিমিত্ত তোমার দুই কন্যা প্রার্থনা করি। আপনি যথোপযুক্ত পাত্রদ্বয়ে যথোপযুক্ত কন্যাদ্বয় সম্প্রদান করুন।

মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্যাবসানে জনক রাজা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন—ভগবন্! সৎকুলজাত ব্যক্তিকে বিবাহবিষয়ে আপন কুলবিবরণ নিঃশেষ করিয়া কহিতে হয়। তিনি এই কথা বলিয়া নিমি হইতে আরম্ভ করিয়া নিজ পিতা হ্রস্বরোমার উল্লেখপূর্ব্বক কহিলেন—এই হ্রস্বরোমার দুই পুত্র, তাহার মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ এবং কুশধ্বজ কনিষ্ঠ। পিতা আমাকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আমার প্রতি কুশধ্বজের ভার সমর্পণানন্তর বনগমন করেন। বৃদ্ধ পিতা স্বর্গত হইলে আমি যথোচিত স্নেহ সহকারে কুশধ্বজের পালন করি। কিছুকাল পরে সাংকাশ্য দেশের রাজা সুধন্বা আগত হইয়া মিথিলা রোধ করেন, এবং রুদ্রধনুঃ আর সীতানাম্নী কন্যা আমাকে প্রদান কর—এই কহিয়া দূত প্রেরণ করেন। আমি তাহা স্বীকার না করায় মহৎ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে সুধন্বা রাজা বিমুখ এবং মৃত হইলে, আমি সাংকাশ দেশে ভ্রাতা কুশধ্বজকে অভিষিক্ত করি। হে মুনিবর! বধূ করণার্থ আমি দুই কন্যা প্রদান করিব—শ্রীরামকে সীতা, আর লক্ষ্মণকে উর্ম্মিলা; ইহা পরম প্রীতিপূর্ব্বক তিন বার বলিলাম। অতএব নিঃসংশয়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণের ক্রিয়া করাউন, এবং নান্দীমুখ করাউন, পরে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করাই-বেন। মহারাজ অদ্য মঘা, ইহার তৃতীয় দিবসে উত্তরফল্গুনী, তাহাতে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করাইবেন। শ্রীরাম লক্ষ্মণের সুখবৃদ্ধির উদ্দেশে দান করা বিধেয়।

জনক রাজার বাক্যাবসানে মহামুনি বিশ্বামিত্র কহিলেন মহারাজ! ইক্ষ্বাকু রাজবংশ আর বিদেহ রাজবংশ উভয় রাজবংশই অতি অচিন্তনীয়-মহিম-যুক্ত। জগতে এই দুই বংশের তুল্য অপর কোন রাজবংশ নাই। অতএব তোমাদের এ সম্বন্ধ হওয়া অতি উচিত। শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের সহিত, সীতা এবং উর্ম্মিলার সম্বন্ধ অতি উপযুক্ত। এক্ষণে আমার অপর কিছু বক্তব্য আছে, তাহা শ্রবণ করুন। তোমার ভ্রাতা কুশধ্বজের দুইটী অপ্রতিমরূপিণী কন্যা আছে। সেই দুই কন্যা কুমার ভরত এবং কুমার শত্রুঘ্নের জন্য প্রার্থনা করি। ঐ দুই ভ্রাতার বিবাহসম্বন্ধ আপনগৃহে করিয়া ইক্ষ্বাকু কুলকে সর্ব্বোতোভাবে নিজ কুলের সহিত সম্বদ্ধ কর। বশিষ্ঠের অভিমত এই বিশ্বামিত্র বাক্য শুনিয়া জনক রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন—আপনারা মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনারা 'এই বিবাহসম্বন্ধ উচিত কুলসম্বন্ধ হইল' এই কথা বলাতে, আমি আপন কুলকে অতি ধন্য করিয়া মানিলাম। আপনারা যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহাই হউক। কুশধ্বজের কন্যাদ্বয়কে কুমার ভরত এবং কুমার শত্রুঘ্ন পত্ন্যর্থে গ্রহণ করুন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এক দিনেই সেই চারি রাজপুত্র চারিটী রাজপুত্রীর পাণিগ্রহণ করুন। অদ্য হইতে তৃতীয় দিনে উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্র, তাহাতে বিবাহ কার্য্য প্রশস্ত। বিদেহরাজ এই পর্য্যন্ত বলিয়া পুনর্ব্বার কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনারা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাসন করিলেন, আমিও মহারাজ দশরথের ন্যায় আপনাদিগের শিষ্য হইলাম। আপনারা এই আসনে উপবিষ্ট হউন। দশরথ এই মিথিলা রাজ্যে যেমন প্রভু, আমিও অযোধ্যায় তদ্রূপ প্রভু হইলাম আপনারা এক্ষণকার যথাযোগ্য কর্ম্ম করুন। জনকরাজা ইহা কহিলে রাজা দশরথ অতি হৃষ্টান্তঃকরণে বলিলেন—আপনারা মিথিলাধিপতি দুই সহোদর সংখ্যাতীত গুণান্বিত। আপনাদিগের কর্ত্তৃক ঋষিবর্গ সুসেবিত হইয়াছেন। এক্ষণে আমরা স্ববাসে গমনপূর্ব্বক নান্দীমুখ ক্রিয়া সমাপন করিব। ইহা কহিয়া বশিষ্ঠও বিশ্বামিত্রের সহিত দশরথ রাজা স্বস্থানে আগমন পূর্ব্বক নান্দীমুখ করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে এক এক পুত্রের ধর্ম্মোদ্দেশে বহু দুগ্ধবতী, সবৎসা, স্বর্ণশৃঙ্গা, কাংস্যক্রোড়া লক্ষ গো দানকরিলেন এবং ঐ গোদান উপলক্ষে

অন্যান্য বহুধন দানানন্তর কৃতগোদান পুত্রচতুষ্টয়ে পরিবৃত হইয়া রাজা অতি শোভান্বিত হইলেন। গোদানদিবসে কেকয়রাজের পুত্র ভরতের মাতুল যুধাজিৎ, দশরথ রাজার সমীপে আগত হইয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! কেকয়াধিপতি স্নেহবশতঃ আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আর আপনি যাঁহাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, সম্প্রতি তাঁহাদিগের মঙ্গল ত? মহারাজ! ইদানীং কেকয়াধিপধি আমার ভাগিনেয় কুমার ভরতকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত আমি অযোধ্যায় গিয়াছিলাম। তথায় শুনিলাম, তোমার পুত্রেরা তোমার সহিত মিথিলায় বিবাহার্থ আগত হইয়াছেন। অতএব ত্বরাবান্ হইয়া ভাগিনেয়কে দেখিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি।

রাজা দশরথ যুধাজিৎকে অতি প্রিয় অতিথিরূপে-প্রাপ্ত হইয়া পরমাদরে তাঁহার আতিথ্যনির্ব্বাহপূর্ব্বক রাত্রি যাপন করিলেন। অনন্তর প্রভাত হইলে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে ভ্রাতৃবর্গ-সহিত শ্রীরাম শুভ সজ্জায় সজ্জিত হইলে, রাজা দশরথ ঋষিবর্গকে অগ্রসর করত বশিষ্ঠ বামদেবাদিকে সম্মুখ করিয়া যজ্ঞবাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠ শীঘ্র প্রবেশপূর্ব্বক বিদেহ-রাজকে কহিলেন—মহারাজ! রাজা দশরথ শুভরূপে সসজ্জ পুত্রবর্গের সহিত কন্যাদাতার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। দাতার সহিত গ্রহীতার সাক্ষাৎ হইলে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। এক্ষণে প্রবেশানুজ্ঞা পূর্ব্বক বিবাহোপযোগী কার্য্য সাধন করুন। বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণে মহাতেজা জনক রাজা বিদ্যাশক্তির আবির্ভাবে পরম উদার চিত্ত হইয়া উত্তর করিলেন—আমার দ্বারপাল কে আছে? মহারাজ দশরথ কাহার আজ্ঞার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন? এ রাজ্য তাঁহার। স্বরাজ্যে এবং স্বগৃহে আগমন করিতে কাহার অনুমতির অপেক্ষা নাই। হে মুনিবর! দেখুন, আমার কন্যাগণ কৃতশুভসজ্জ হইয়া যজ্ঞবেদীর সমীপবর্ত্তী হইয়া আছেন। আমি সপুত্রগণ মহারাজের প্রতীক্ষা করত বেদীতে উপবিষ্ট আছি। কি নিমিত্ত বিলম্ব করেন? অবিলম্বে আসিয়া বিবাহাদি কর্ম্ম সমাপন করুন। জনক রাজার আহ্বান-বাক্য-শ্রবণে রাজা দশরথ পুত্রগণকে ঋষিবর্গের সহিত বিবাহ গৃহে প্রবেশ করাইলে বিদেহরাজ বশিষ্ঠকে কহিলেন—ঋষিবর্গকে লইয়া সকল ক্রিয়ার সমাধান

করুন। বশিষ্ঠ তথাস্তু বলিয়া বিশ্বামিত্র এবং শতানন্দকে লইয়া পানীয়-গৃহমধ্যে বেদী নির্ম্মাণপূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা বেদী সুসজ্জ করিলেন, এবং সুবর্ণযুক্ত পাত্রের সহিত মনোহররূপে চিত্রিত কুম্ভ এবং অঙ্কুরপূর্ণ শরাব, সধূপ ধূপপাত্র, শঙ্খপাত্র এবং অর্ঘ্যপাত্র স্রুক্ স্রুবাদিদ্বারা শোভিত করিয়া তন্মধ্যে অগ্ন্যাধানপূর্ব্বক যথাবিধি মন্ত্রপূর্ব্বক হোম সমাপন করিলেন। পরে জনক রাজা সর্ব্বাভরণভূষিতা সীতাকে আনিয়া অগ্নি-সমক্ষে শ্রীরামের প্রতি কহিলেন—ইনি পতিব্রতা এবং মহাকীর্ত্তিমতী—ইনি ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগতা এবং সহধর্ম্মিণী হইলেন। অভিলাষ সহকারে ইঁহার পাণি-গ্রহণ কর। ইহা কহিয়া মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করিলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে দেবদুন্দুভিধ্বনি এবং মহতী পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

জনক রাজা আনন্দপূর্ণান্তঃকরণে পুনর্ব্বার কহিলেন—হে লক্ষ্মণ!—এই ঊর্ম্মিলা কন্যা আমার দেয়া, পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক ইহাকে গ্রহণ কর। পরে ভরতকে কহিলেন—তুমি কন্যা মাণ্ডবীর পাণিগ্রহণ কর। অনন্তর শত্রুঘ্নকে কহিলেন—তুমি কন্যা শ্রুতকীর্ত্তির পাণিগ্রহণ কর। তোমরা সকলেই ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ত্তব্য ব্রত উত্তমরূপে সাধন করিয়াছ। অতএব কালাত্যয়ে প্রয়োজন নাই, সকলেই পত্নীযুক্ত হও। জনক রাজার বাক্য শ্রবণানন্তর বশিষ্ঠ মহর্ষির মতানুসারে চারি দাশরথি ঐ চারি কন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নি-সহিত বেদিও ঋষিবর্গ এবং জনক রাজাকে প্রদক্ষিণ করিয়া যথাবিধি সপ্তপদী গমনাদি বিবাহকর্ম্ম সমাপন করিলেন। আকাশ হইতে মহতী পুষ্পবৃষ্টি এবং দেবদুন্দুভি ধ্বনি হইল, এবং অন্যান্য বাদ্যসহকারে অপ্সরা-গণের আশ্চর্য্য নৃত্য আর গন্ধর্ব্বগণের মনোহর গীত হইল। এইরূপ হইলে পর, লৌকিক বাদিত্রের তুমুল মনোরম ধ্বনি কালে তিন বার অগ্নি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দশরথ-কুমারগণ স্ব স্ব ভার্য্যা গ্রহণ করিলেন এবং সভার্য্য হইয়া শিবিরে গমন করিলেন। রাজা দশরথ, ঋষিগণ এবং বান্ধবগণের সহিত সভার্য্য কুমারবর্গকে দর্শন করত তাহাদিগের পশ্চাদ্‌গামী হইলেন।

ঐ রাত্রি প্রভাত হইলে মহামুনি বিশ্বামিত্র দশরথ রাজা এবং জনক রাজাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক উত্তর পর্ব্বতে অর্থাৎ হিমালয় প্রদেশে গমন করি-

লেন। বিশ্বামিত্র গমন করিলে রাজা দশরথ মিথিলাধিপতির স্থানে বিদায় গ্রহণ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন। বিদেহরাজ আপন কন্যাগণকে প্রভূত ধন এবং দাসদাসীবর্গ দান করিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন, এবং স্বয়ং স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন। (১)

তাৎপর্য্যার্থ।

১। জনকরাজার যজ্ঞবেদীতে সীতার অবির্ভাব হয়। ফলতঃ প্রাচীন কর্ম্মাধীন ক্ষত্রিয় রাজা জনকের নিষ্কাম যজ্ঞেচ্ছা হইলে বিদ্যাশক্তির আবির্ভাব হইল।

জনকরাজা সীতাকে কন্যাভাবে অন্তঃপুরে স্থাপিতা করেন। অর্থাৎ জনকরাজা বিদ্যাশক্তিকে অন্তঃকরণ মধ্যে স্থান দান করিয়া তাহার লালনাদি করেন, বস্তুতঃ পুনঃ পুনঃ দৃঢ় অভ্যাসের দ্বারা উহাকে সম্বর্দ্ধিতা করিতে থাকেন।

ক্রোধ, বিদ্যাশক্তিলাভের সম্যক্ প্রতিবন্ধক। এইজন্য রুদ্রধনুর ভঞ্জককে কন্যাদান; অর্থাৎ পরমেশে বিদ্যাশক্তির সম্মিলন দর্শনেচ্ছা জন্মে। ধনু আনয়ন সময়ে জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত সর্ব্বসমেত অষ্ট চক্রযুক্ত মমতা-মঞ্জুষাতে বদ্ধ এবং অহঙ্কার আবরণে আবৃত হইয়া আইসে।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—ইহারা পাঁচটী ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং বিষয় ভেদে অনেক হয়; এই জন্য পঞ্চ সহস্র বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ঐ রূপাদি অতি প্রবল, অতএব মল্ল বলিয়া বর্ণিত।

মৈথিলরাজের গুরূপদেশানুরূপ কর্ম্মফলে ভগবান্ ঐ রুদ্রধনুর ভঞ্জন করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন।

বশিষ্ঠসখা বিশ্বামিত্র,অর্থাৎ উপাসনাকাণ্ডের অনুগত কর্ম্মকাণ্ডবেদ, শ্রীরামে অর্থাৎ চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেবে বিদ্যাশক্তি সমর্পণের যোজকতা করিয়া কৃতার্থ হইয়া স্বস্বরূপাবস্থ হইলেন, এবং জনকরাজাও ক্রোধভঙ্গানন্তর শ্রীরামে জ্ঞানশক্তি সমর্পণ পূর্ব্বক, অনাদি বাসনাকে জীবসংযোগ নিধান করিয়া স্বান্তঃকরণে অবস্থান করিলেন, বস্তুতঃ জীবন্মুক্ত হইলেন। দশরথ রাজা বিদ্যাশক্ত্যাদি সহকৃত শ্রীরামদিগকে লইয়া অযোধ্যাগত অর্থাৎ শান্ত হইলেন। মন বুঝিলেন ভগবানের কোন্ শক্তি সহকারে কোন্‌রূপ বোধের আবির্ভাব হয়।

পুত্রবর্গের সহিত অযোধ্যাপতি ঋষিবর্গকে অগ্রে করিয়া এবং সেনাগণকে পশ্চাদ্বর্ত্তী করিয়া যে কালে অযোধ্যামুখে গমন করেন, সেই সময়ে পক্ষিগণ অতি ভয়ানক ধ্বনি করিতে লাগিল, আর মৃগগণ অর্থাৎ শৃগালাদি অনুকূল-গামী হইল। রাজা দশরথ ইহা দেখিয়া বশিষ্ঠ মহামুনিকে কহিলেন—মুনিবর! পক্ষিগণ ভয়ানক ধ্বনি করিতেছে, আর মৃগগণ অনুকূল পথগামী হইতেছে; আমার হৃৎকম্প হইতেছে,এবং মন অতি বিচলিত হইতেছে। ঋষি মধুরবাক্যে বলিলেন, ইহার ফল শ্রবণ কর। পক্ষীরা জ্ঞাত করিল যে, ভয় নিকট প্রাপ্ত, মৃগগণ অনুকূলগামী হইয়া জানাইল যে, ঐ ভয়ের শান্তি হইবে। এই কথাবসরে যেন পৃথিবীকে কম্পান্বিত করিয়া এবং মহাবৃক্ষ সকলকে উন্মূলন করিয়া অতি প্রবল বায়ু উপস্থিত হইল। সেই বায়ুদ্বারা বিক্ষোভিত ধূলি রাশি ঊর্দ্ধগত হইয়া সূর্য্যপ্রভাকে সমাচ্ছন্ন করিল। সেনা-গণ সম্মোহ প্রাপ্ত হইল। ফলতঃ ঋষিবর্গ এবং পুত্রবর্গের সহিত রাজা সচেতন ছিলেন, অপর সকলেই চেতনাশূন্য হইয়াছিল। সেই ঘোরান্ধকার মধ্যে রাজা দশরথ দেখিলেন, অতি ভয়ঙ্কর এবং জটাসমূহধারী, বহু রাজগণের নাশকর্ত্তা, কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় দুর্লঙ্ঘ্য, প্রলয়াগ্নির ন্যায় দুঃসহনীয়, প্রজ্জ্বলিত তেজঃ সমূহের ন্যায় সাধারণ জনগণের দুর্নিরীক্ষ্য, ভৃগুবংশোদ্ভব যমদগ্নির পুত্র, স্কন্ধদেশে পরশু নিধানপূর্ব্বক, বহু বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় প্রভান্বিত ধনু এবং অত্যন্ত উগ্র বাণ ধারণ করত, ত্রিপুরনাশক রুদ্রের ন্যায়, উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠাদি ঋষিবর্গ জ্বলদগ্নির ন্যায় মহাভয়ানকমূর্ত্তি পরশু-রামকে দেখিয়া পরস্পর জল্পনা করিলেন—পিতৃবধ জন্য অতি ক্রুদ্ধ শ্রীপরশু-রাম কি ক্ষত্রিয় উৎসাদন করিবেন? কেহ কহিলেন, পূর্ব্বে বহু ক্ষত্রিয় নাশ করিয়া বিগতক্রোধ এবং মনস্তাপযুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয় বধ করা ইহাঁর অভিপ্রেত নহে, ইহা কহিয়া ঋষিগণ মধুরস্বরে রাম! রাম! ধ্বনি

তাৎপর্য্যার্থ।

এই প্রসঙ্গে তাৎকালিক বিবাহ রীতির বর্ণনা হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীরামাদির যথোচিত শক্তি সংযোগ কথিত হইল।

সীতা, বিদ্যাশক্তি; উর্ম্মিলা, বাসনা; মাণ্ডবী, অবকাশদাতৃতা; (মড়িও বিভাগে, ধাতু নিষ্পন্ন) শ্রুতকীর্ত্তি, কালশক্তি।

করত অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। ঋষিপ্রদত্ত পূজা গ্রহণপূর্ব্বক যামদগ্ন্য রাম দাশরথি রামের প্রতি কহিলেন—হে দাশরথি রাম! তোমার অতি আশ্চর্য্য বীর্য্যের এবং হরধনুর্ভঙ্গের কথা আমি অশেষে শুনিয়াছি; ঐ ধনুর্ভঙ্গ অতি অচিন্তনীয় ব্যাপার। ঐ কথা শুনিয়া আমি অপর একখানি ধনু লইয়া উপস্থিত হইলাম। তুমি এই যমদগ্নি-ক্রমাগত মহৎধনুতে শর যোজনা পূর্ব্বক ইহার আকর্ষণ কর। তাহাতে তোমার বল জানিয়া বীর্য্যবান্‌দিগের অতি শ্লাঘনীয় যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ তাহা করিব। তখন রাজা দশরথ অতি দীন, বিষণ্ণবদন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন—আপনি মহাতপস্বী ব্রাহ্মণ, আপনি ক্ষত্রিয়ের প্রতি ক্রোধ ত্যাগ করিয়াছেন। আমার পুত্রগুলি বালক। উহাদিগের প্রতি অভয়দান করুন। পরশুরামের প্রসন্নতা না দেখিয়া রাজা কহিলেন—হে মহামুনে! আপনি স্বাধ্যায় সম্পন্ন এবং ব্রতধারী যে ভৃগুবংশীয় ঋষিগণ তাঁহাদিগের কুলে জন্মিয়াছেন; আপনি ইন্দ্রের সমক্ষে 'আমি আর অস্ত্র ধারণ করিব না,' এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন, কশ্যপ মুনিকে সমুদায় পৃথিবী সমর্পণ করত পরম ধর্ম্মপর বনচারী হইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতেছেন,—এক্ষণে কি আমার সর্ব্বনাশ করিতে উপস্থিত হইলেন? দশরথের বাক্যে অনাদর পূর্ব্বক পরশুরাম দাশরথি-রামের প্রতি কহিলেন, এই দুই ধনু বিশ্বকর্ম্মারদ্বারা দেবতারা অতি যত্নপূর্ব্বক নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই দুই ধনু সর্ব্ব ধনুর শ্রেষ্ঠ, অতি দৃঢ় এবং সকল লোকের পূজিত। ইহার মধ্যে ত্রিপুর-নাশক এই ধনু, যুদ্ধেচ্ছু ভগবান্ রুদ্রদেবকে দেবগণ, দান করেন, দ্বিতীয় এই ধনু বিষ্ণুকে দান করেন। এই সেই বিষ্ণুধনু রুদ্রধনুর প্রায় সমানাকার। বিষ্ণুকে এবং রুদ্রকে ধনুর্দ্বয় দান করিয়া দেবগণ উহাঁদিগের বলাবল পরীক্ষার্থ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন। ভগবান্ ব্রহ্মা দেবতাদিগের অভিপ্রায় জানিয়া বিষ্ণু এবং রুদ্রের মধ্যে পরস্পর বিবাদ উদ্রিক্ত করেন। ঐ বিবাদে মহৎ যুদ্ধ হইল, সেই যুদ্ধে রুদ্রধনু শিথিল হইলে, দেবগণ বিষ্ণুধনুকে মহত্তর বলিয়া জানিলেন। রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ ধনু মিথিলাদেশের রাজা দেবরাজের হস্তে সমর্পণ করেন, আর ভগবান্ বিষ্ণু এই ধনু ভৃগুবংশীয় ঋচীকমুনিকে ন্যাস অর্থাৎ গচ্ছিতরূপে দান করেন। ঐ মহাতেজস্বী ঋচীক নিজপুত্র যমদগ্নিকে ধনু দেন এবং আমার পিতা যমদগ্নি তপোবল-প্রযুক্ত হইয়া এই বিষ্ণু ধনুর ব্যবহার

পরিত্যাগ করিলে, কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার মৃত্যু সাধন করে। আমি পিতার অনুচিত বধ শ্রবণে ক্রোধাধীন হইয়া অনেকবার ক্ষত্রিয়বিনাশ করিয়াছি। একবার নাশানন্তর যে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদিগকে, তদনন্তর যে উৎপন্ন হইয়াছে, পুনর্ব্বার তাহাদিগকে, এইরূপে বার বার ক্ষত্রিয় বিনাশ করিয়াছি। এই ক্ষত্রিয়জয়ে সমুদায় পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। পরে যজ্ঞ বিধানানন্তর সমুদয় পৃথিবী কশ্যপকে দান করিয়াছি। অনন্তর মহেন্দ্রপর্ব্বতনিবাসী হইয়া আছি। এক্ষণে ধনুর্ভঙ্গ বিবরণ শুনিয়া আমি দ্রুতগমনে আসিলাম। এই বিষ্ণুধনু আমার পিতামহ ঋচীকাদি (১) ক্রমে প্রাপ্ত। ক্ষত্রধর্ম্মকে সম্মুখে রাখিয়া এই ধনুঃগ্রহণ কর, এবং ইহাতে শরসন্ধান কর; যদি তাহা পার তবে তোমার সহিত দ্বন্দ যুদ্ধ করিব। শ্রীরাম নিজ পিতার গৌরব রক্ষার নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত কিছুই ব'লন নাই। এক্ষণে বলিলেন—হে যামদগ্ন্য! (২) তুমি নিজ পিতার বৈরসাধনার্থ কার্ত্তবীর্য্যকে (৩) বধ করিয়াছ, তাহা শ্রুত হইয়া, সে কর্ম্ম উচিত হইয়াছে বলিয়া অঙ্গীকার করিলাম; পরন্তু তুমি ক্ষত্রধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাকে বীর্য্যহীন এবং অক্ষমের ন্যায় মনে করিয়া যে অবজ্ঞা করিতেছ, তজ্জন্য হে পরশুরাম (৪) এইক্ষণেই তোমাকে নিজপরাক্রম দেখাইব। এই উক্তির পর শ্রীরাম মূর্ত্তিমান্ ক্রোধের ন্যায় হইয়া ভার্গবের হস্ত হইতে সেই ধনু (৫) এবং বাণ (৬) গ্রহণ করিলেন, এবং ধনুতে জ্যারোপণ পূর্ব্বক শরসন্ধান করিলেন, এবং ক্রোধ-সহকারে কহিলেন,—তুমি

তাৎপর্য্যার্থ।

১। ঋচীকঃ—প্রথমাবস্থ সন্ন্যাসঃ।

২। যমদগ্নিঃ—যমূপরমে ধাতুঃ ভ্বাদিগণীয়—ইহাকে অদাদিগণে গ্রহণপুর্ব্বক শতৃ প্রত্যয়ে যমৎ, উপরমকালের অগ্নি অর্থাৎ দ্বিতীয়াবস্থ সন্ন্যাসঃ।

৩। কার্ত্তবীর্য্যঃ—কৃতো বীরো রজোগুণঃ; তৎপুত্রঃ কার্ত্তবীর্য্যঃ অর্থাৎ রজকার্য্যং।

৪। পরশুরামঃ—শুঠ আঘাতে ধাতুঃ; ততঃ ক্বিপ্, ঠ লুক্। পরে রজস্তমসী শোঠন্তি আহন্তীতি পরশুঃ, সত্বগুণঃ, তেন রমতে ইতি পরশুরামঃ। তৃতীয়াবস্থ অর্থাৎ পরিপক্ক সন্ন্যাসঃ।

৫। বিষ্ণুধনুঃ—স্বত্বসাধিকা ক্রিয়া।

৬। বাণঃ—উপনিষৎ.ক.ঃ।

ব্রাহ্মণ, অতএব আমার আদরণীয়; তুমি বিশ্বামিত্র ঋষির ভগিনীর পৌত্র, তৎপ্রযুক্ত তোমার প্রাণহরণার্থ বাণ ত্যাগ করিতে পারি না। এই বিষ্ণুবাণ বলদর্পনাশক। ইহা কদাচ ব্যর্থ হয় না। অতএব তোমার তপোবলে সঞ্চিত যে ব্রহ্মলোকাদি স্থান অথবা তোমার অলক্ষিত গতিশক্তি, তাহাই নষ্ট করি। ঐ সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠাস্ত্রধারী শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য ভগবান্ ব্রহ্মার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া ঋষিবর্গ সহিত দেবগণ এবং গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ প্রভৃতি সকলে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীরাম ঐ অতিশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারণ করিলে এবং লোক সকল জড়ীকৃত হইলে, যামদগ্ন্য বিগততেজোবীর্য্য এবং জড়ীকৃত হইয়া শ্রীরামের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক অতি মৃদুস্বরে কহিলেন—যখন কশ্যপকে পৃথিবী দান করি, সেই সময়ে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবী আমার হইল, তুমি আর ইহাতে বাস করিতে পারিবে না। সেই গৌরবান্বিত বাক্য প্রতিপালন পূর্ব্বক আমি রাত্রিকালে পৃথিবীতে অবস্থান করি না। অতএব আমি যে গতির প্রভাবে মনের ন্যায় বেগে মহেন্দ্র পর্ব্বতে (৭) গমন করি, আমার সেই গতি নষ্ট করা যোগ্য হয় না। হে শ্রীরাম! আমার তপস্যা দ্বারা সাধিত যে লোক সকল, তাহা নষ্ট করুন। এই বৈষ্ণব ধনুর আরোপণ আকর্ষণাদি দ্বারা আপনি যে অনাদ্যনন্ত তাহা আমি জানিলাম। এই দেবগণ আগত হইয়া দেখিতেছেন যে, যুদ্ধে আপনকার প্রতিযোদ্ধা নাই। এই পরাজয়ের জন্য আমার লজ্জা বোধ হওয়া অনুচিত। কারণ তুমি ত্রৈলোক্যনাথ—সর্ব্বোপরিস্থ। আমি তোমাকর্ত্তৃক বিমুখীকৃত হইলাম। এক্ষণে যাহার তুল্য বাণ আর নাই সেই বাণ প্রক্ষেপ কর। আমি মহেন্দ্র পর্ব্বতোত্তমে গমন করিব। যামদগ্ন্য ইহা কহিলে শ্রীরাম বাণ প্রক্ষেপ করিলেন, এবং সেই বাণের দ্বারা পরশুরামের তপোর্জ্জিত লোক সকল হত হইল। অনন্তর পরশুরাম শ্রীরামের পূজা ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আত্মগন্তব্য মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলে, দিক্ সকল প্রসন্ন হইল, এবং ঋষিবর্গের সহিত দেবগণ শ্রীরামের প্রশংসা করিলেন।

তাৎপর্য্যার্থ।

৭। মহেন্দ্রপর্ব্বতঃ—ইদি ঐশ্বর্য্যে ধাতুঃ, ততো রঃ, ইন্দ্রঃ। পর্ব্বতঃ, পর্ব্বাণি চত্বারি অন্তঃকরণানি তন্যন্তে বিস্তীর্য্যন্তে যেন অধিষ্ঠানভূতেন; মহেন্দ্রশ্চাসৌ।

শ্রীরাম নিজ পিতা এবং ঋষিবর্গকে বিকল দেখিয়া পিতার প্রতি কহিলেন—যামদগ্ন্য ঋষি গমন করিয়াছেন, এক্ষণে আপনকার আজ্ঞানুসারে চতুরঙ্গিণী সেনা অযোধ্যাভিমুখী হইয়া গমন করুক। যামদগ্ন্য গমন করিয়াছেন, এই বাক্য শ্রবণে অতি হৃষ্ট হইয়া রাজা দশরথ উভয় হস্তদ্বারা আলিঙ্গন পূর্ব্বক শ্রীরামের মস্তক ঘ্রাণ করিলেন, এবং পুত্রদিগের ও আপনার পুনর্জন্ম মানিলেন। পরে সেনার প্রতি গমনানুমতি করিলেন, এবং সসৈন্য অযোধ্যাপুরী প্রবেশ করিলেন। তৎকালে অযোধ্যা পতাকা দ্বারা শোভিতা, বাদ্যধ্বনিতে পূর্ণা, আর জলসিক্ত-রাজপথযুক্তা, এবং পথিমধ্যে নিক্ষিপ্ত বহু পুষ্পালঙ্কৃতা আর রাজপ্রবেশার্থ কাঞ্চন, রজত, শুক্লপুষ্প, ঘৃত, দধি, জীবন্মৎস্য প্রভৃতি মঙ্গলদ্রব্য হস্তে গ্রহণ করিয়া আগত জনপদবাসিগণে পরিপূর্ণা হইয়াছিল। রাজা পরমাহ্লাদে পুত্রগণের সহিত বাটী প্রবেশপূর্ব্বক স্বগৃহমধ্যে অভিমত দ্রব্যাদির দ্বারা সৎকৃত হইলেন। কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী এবং অন্য রাজপত্নীগণ পুত্রবধূগণকে গৃহানয়নে

তাৎপর্য্যার্থ।

পর্ব্বতশ্চেতি, মহেন্দ্রপর্ব্বতঃ; অর্থাৎ যাহার অধিষ্ঠানে অন্তঃকরণের অত্যুদারতা জন্মে।

তৃতীয়াবস্থ বা পরিপক্ক সন্ন্যাস 'পরশুরাম' কর্ত্তৃক সহস্র-বাহু অর্থাৎ প্রকার ভেদে অতি বহুলরূপ রজঃকার্য্য 'কার্ত্তবীর্য্য' হত হয়, এবং ক্ষত্রিয়কুল অর্থাৎ রজোগুণ-কার্য্য-সমুদায় পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট হয়। সেই সন্ন্যাস শ্রীরাম বা পরব্রহ্মের সমীপস্থ হইলে অর্থাৎ তৎ চিন্তনে রত হইলে যখন ভগবদিচ্ছায় বিষ্ণুধনুতে অর্থাৎ সত্ত্ববিশোধিকা ক্রিয়াতে বাণ বা উপনিষদ্ মহাবাক্য সংযুক্ত হয়, তখন তাহার ব্রহ্মলোকাদিতে গতি নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ পরব্রহ্মনিষ্ঠের অদ্বৈতবোধের প্রাদুর্ভাব বশতঃ ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থজ্ঞান থাকে না, সুতরাং ব্রহ্মলোকাদির স্ফুরণ হয় না। ফলতঃ ব্রহ্মাদ্বৈত-জ্ঞানবান্ ব্যক্তি জীবন্মুক্ত হয়। তাঁহার অহং এবং নাহং বোধ থাকে না। তিনি অত্যুদার, অতএব মহেন্দ্র পর্ব্বতরূপ অত্যুদার অবস্থাতেই অবস্থিতি করেন। পরিপক্ক সন্ন্যাস ঈশ্বরসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্তি লাভ করে, পরশুরাম-সমাগম প্রকরণের ইহাই তাৎপর্য্য।

যত্নপর হইয়া মঙ্গলধ্বনিপূর্ব্বক গৃহ প্রবেশার্থ হোমচিহ্নে বধূগণকে শোভিত করিয়া তাঁহাদিগকে নানা দেবতামন্দিরে লইয়া গিয়া দেবপূজা করাইলেন, এবং প্রণাম-যোগ্য ব্যক্তিগণকে প্রণাম করাইয়া স্ব স্ব গৃহ মধ্যে স্ব স্ব পতি সংযোগ করাইয়া অতিহৃষ্ট হইলেন। রাজপুত্রগণ ধনযুক্ত, বন্ধুবর্গ সমবেত এবং পিতৃসেবাপরায়ণ হইয়া অতি সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে রাজা দশরথ কৈকেয়ীজাত পুত্র ভরতকে কহিলেন— তোমার মাতুল কেকয় রাজপুত্র তোমাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আগত হইয়া বহুদিন অবস্থিতি করিতেছেন। ভরত রাজবাক্য শ্রবণে কেকয় রাজ্যে গমনার্থ যাত্রা করিয়া পিতার, শ্রীরামের ও মাতৃগণের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুঘ্নের সহিত গমন করিলেন। যুধাজিৎ শত্রুঘ্নের সহিত ভরতকে পাইয়া অতি সন্তোষে স্বপুরী প্রবেশ করিলেন, এবং কেকয়রাজ সভাস্থ হইলেন।

ভরত গমন করিলে শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ পিতৃসেবায় তৎপর থাকিলেন। শ্রীরাম পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পৌরজন সকলের প্রিয় এবং উপকারী কার্য্য সমূহ, মাতৃগণের প্রতি ও গুরুদিগের প্রতি কর্ত্তব্যকার্য্য সমুদায় অতি সাবধানে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ইহাতে রাজা দশরথ, ব্রাহ্মণগণ, বণিকবর্গ আর রাজ্যনিবাসী সকল লোক শ্রীরামের অতি সচ্চরিত্রতাগুণে অতিশয় প্রীত হইল। দশরথ রাজার পুত্রগণ সকলেই যশস্বী;—তাহাদিগের মধ্যে শ্রীরাম অতি যশস্বী, সত্যপরাক্রম, এবং সকল প্রাণীর প্রতি সাক্ষাৎ ব্রহ্মার ন্যায় অতিশয় কৃপাবান্ ছিলেন। এই প্রকারে থাকিয়া শ্রীরাম সীতার সহিত বহু বৎসর বিহার করিাছিলেন। শ্রীরাম সহজে সুপ্রশস্তমনাঃ। তিনি সীতাতে মনোনিধান করাতে সীতা তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে আপন অন্তঃকরণে সংস্থাপন করেন। শ্রীরামের পিতৃনিয়োজিতা পত্নী, অতএব অতি প্রেয়সী, সীতার সৌন্দর্য্যাদি গুণ এবং পাতিব্রত্য, হিতকারিত্ব প্রভৃতি গুণে শ্রীরামের প্রীতি তাঁহাতে বৃদ্ধিমতী ছিল। শ্রীরামের প্রীতি অপেক্ষায় দ্বিগুণ পরিমাণে সীতার মনে শ্রীরাম বিহার করিতেন। রূপে দেবতার তুল্যা জনকনন্দিনী সাক্ষাৎ

লক্ষ্মীর ন্যায়। শ্রীরামের মন যে, তাঁহার অন্তর্গত, তাহা সীতা আপনার অন্তঃকরণের দ্বারাই স্পষ্ট জানিতেন। পরম প্রীতিযুক্তা জনকরাজ-কন্যার যোগে শ্রীরাম হৃষ্ট হইয়া দেবদেব সর্ব্বক্ষম বিষ্ণু, লক্ষ্মী-সংযোগে যেরূপ শোভিত হয়েন, সেইরূপ শোভিত ছিলেন।

ইতি আদিকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ।